দুর্যোগ সহনশীল
বাংলাদেশ বিনির্মাণে

শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina

In Building
Disaster Resilient
Bangladesh

দুর্যোগ সহনশীল
বাংলাদেশ বিনির্মাণে

শেখ হাসিনা

SHEIKH HASINA

In Building
Disaster Resilient
Bangladesh

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

Ministry of Disaster Management and Relief

দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনা

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২১

স্বত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। এ দলিলের ব্যবহার উৎসাহিত করা হলেও প্রকাশকের নিকট হতে লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে এ প্রকাশনা বা এর কোন অংশ মুদ্রণ করা যাবে না। গবেষণা কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়ে সূত্র উল্লেখ করতে হবে:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০২১), দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনা, ঢাকা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

Sheikh Hasina In Building Disaster Resilient Bangladesh

Published: October 2021

Copyright: **Ministry of Disaster Management and Relief**

All rights reserved. We encourage use of the document, however without written permission from the publisher, no part of this publication may be reprinted or reproduced. In case of use in the research it should be cited as follows:

The Government of Bangladesh (2021). Sheikh Hasina in Building Disaster Resilient Bangladesh. Dhaka: Ministry of Disaster Management and Relief.

www.modmr.gov.bd

Design and Printing: Arka

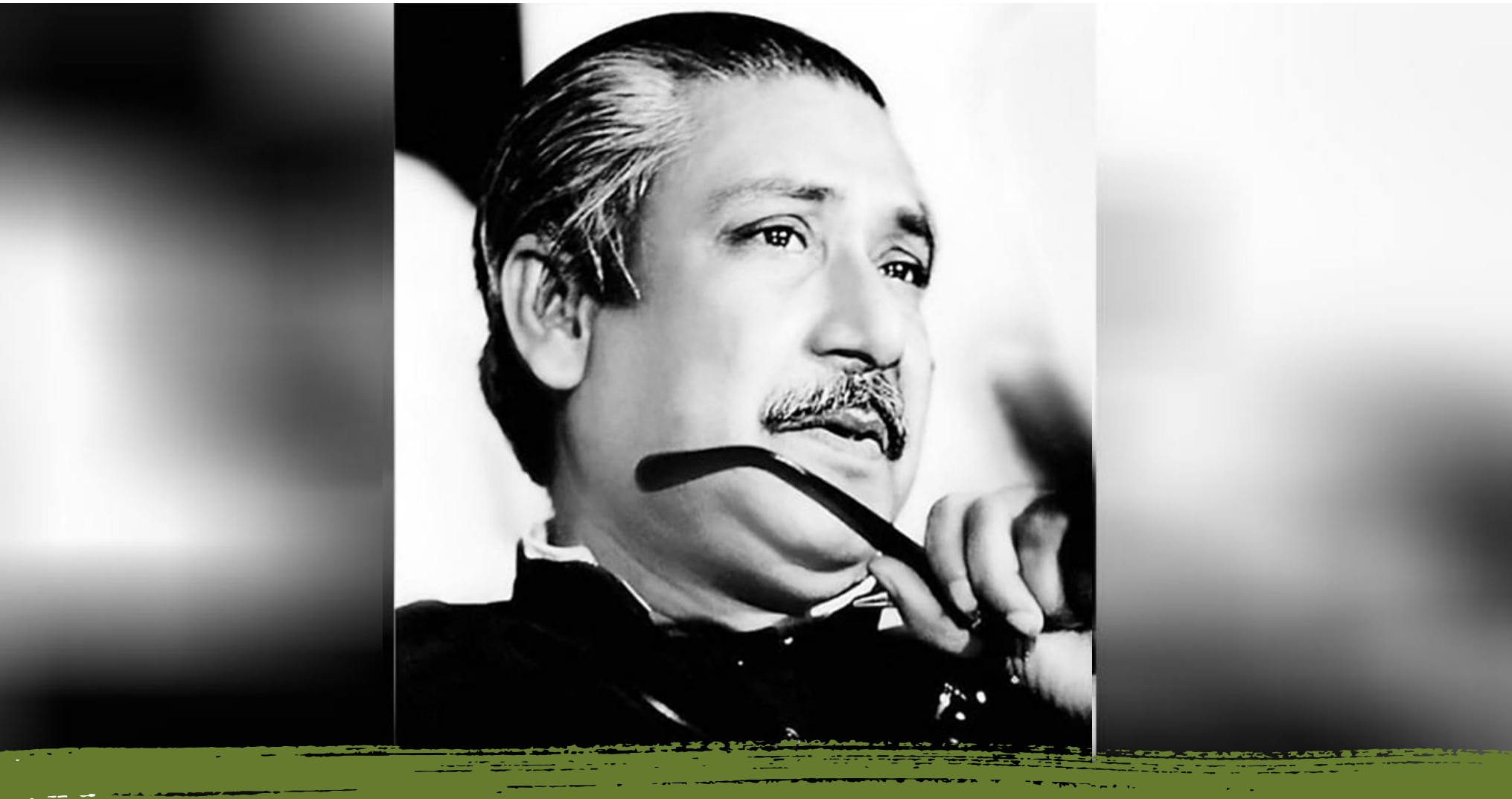

উৎসর্গ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের
মহান স্থপতি, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

DEDICATION

To the sacred memory of the greatest Bangalee of all times, the great Architect of Independent Bangladesh, Pioneer of disaster risk management, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনা' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

পাঁচ দশক আগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্বে তারই সফল ও পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন হচ্ছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দুর্যোগে প্রাণহানিসহ সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে উন্নতির স্বাক্ষর রেখে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে।

বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম দুর্যোগঝুঁকি অবহিতিমূলকভাবে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে। টেকসই উন্নয়নের পথে জলবায়ু ও দুর্যোগজনিত অন্তরায়সমূহ দূরীকরণের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক যুগোপযোগী আইনি কাঠামো তৈরি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন ও কৌশলগত পরিকল্পনা জোরদারকরণে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ত্রাণ সহায়তার পাশাপাশি খাতভিত্তিক প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা প্রদানে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় আমাদের আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে একটি বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা যেখানে প্রকৃত অর্থে জনগণই থাকবে রাষ্ট্রের মালিক। জাতির অগ্রযাত্রার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তবরূপ দিতে দুর্যোগঝুঁকি ব্যাপক মাত্রায় হ্রাসসহ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়তে সকলকে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে সরকারি-বেসরকারি, জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, গণমাধ্যম ও জনগণের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আমি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনায় সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGABHABAN, DHAKA.

Message

19 Ashwin 1428
04 October 2021

I welcome the initiative of the Ministry of Disaster Management and Relief to publish a booklet titled 'Sheikh Hasina in Building a Disaster Resilient Bangladesh' as part of celebration of the auspicious events of the Birth Centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman and the Golden Jubilee of Independence.

The change spearheaded by Bangabandhu in disaster management five decades back is being successfully implemented under the statesman like leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina. Consequently, the disaster-induced damage and loss have been reduced significantly and Bangladesh has been marching forward with an indomitable pace keeping its mark on various socio-economic development indexes. Meanwhile, the disaster risk management of Bangladesh has been lauded globally as the loss of life and property due to disasters like flood and cyclone has been reduced.

The present government has emphasized on the implementation of disaster risk informed development activities to make Bangladesh a developed country by 2041. On the way to attain sustainable development, a number of measures including the formulation of inclusive and updated legal framework, strengthening institutional capacity building, emphasizing on strategic planning have been undertaken to combat the climate and disaster-induced challenges. The government has been working relentlessly to save the lives and livelihood of the people providing sector-wise stimulus packages in COVID-19 pandemic.

We have still a long way to go to make Bangabandhu's dream of 'Golden Bengal' a reality. We have to establish a society free from all kinds of discrimination and oppression where in real sense people will be the owners of the state. We all have to work relentlessly to reduce disaster risk significantly to build a country without hunger and poverty in order to implement the dream and aspiration of advancement of the nation. All the stakeholders including the public and private, national, regional and international organizations, mass media and the people should play an integrated role to reduce the damage and loss caused by disasters.

I wish success of the publication of the ministry of Disaster Management and Relief.

Joi Bangla.
Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Abdul Hamid

বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের পথ পরিক্রমা

"দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে
বাংলাদেশই সেরা শিক্ষক"
– বান কি মুন, জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব

দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের অনুরণন শুধু জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব বান কি মুনের কণ্ঠে নয়, বিশ্বে নেতৃবৃন্দের স্বীকৃতিতেও বাংলাদেশ আজ বিস্ময়ের অন্য নাম। এ অগ্রযাত্রার পথিকৃৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের স্বীকৃত রোল মডেল।

দুর্যোগ প্রতিরোধ করা বা এড়িয়ে চলা সম্ভব না হলেও পূর্ব প্রস্তুতি এবং আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এর মাত্রা এবং ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ১৯৭০ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এবং ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আম্পান। ১৯৭০ সালে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলেও ২০২০ সালে সঠিক পূর্বপ্রস্তুতি ও আধুনিক প্রযুক্তির কারণে ঘূর্ণিঝড় আম্পানে প্রাণহানি ঘটেছে মাত্র ১০ জনের। অতিমারী করোনার সময়ে সুপার ঘূর্ণিঝড় আম্পান, এ দুই মহাদুর্যোগ মোকাবিলা করে বিশ্ব দরবারে প্রশংসা কুঁড়িয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড় নয়, জননেত্রী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বন্যা, বজ্রপাত ও ভূমিধসের মতো জলবায়ুজনিত অভিঘাত মোকাবিলা করে বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা শুধু এ ভূখন্ডের নেতা নন তিনি পৃথিবীর নেতা, 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্যা আর্থ'। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ ব-দ্বীপ আজ দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে ও সেই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ', ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, কর্মপরিকল্পনার নেতৃত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘর।

দেশের আপামর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গীকারের সাথে যুথবদ্ধ হয়ে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনা' প্রকাশনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দিশারী হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

The Disaster Risk Reduction Trajectory of Bangladesh

"Bangladesh is the best teacher in
climate change adaptation and disaster risk reduction"
— Former UN Secretary General Ban Ki-moon

The contribution of Sheikh Hasina to build a disaster-resilient Bangladesh is not only resonated in the voice of Former UN General Secretary Ban Ki-moon but also in the recognitions of global leaders and Bangladesh has been a synonym of miracle to them. The trailblazer of this expedition of progress is Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Following the guiding principles of Bangabandhu, under the leadership of Sheikh Hasina, Bangladesh has become a recognized role model in preventing disaster. It has been a tough nut to crack to prevent and avoid disaster from happening but it has become possible to reduce the risk as well as loss and damage caused by disaster with the fusion of disaster preparedness and modern technology. The substantial example of that is the catastrophic cyclone in 1970 and cyclone Amphan in 2020. Though a million people lost their lives in 1970, the introduction of modern technology and disaster preparedness restricted the number of the deceased to only 10 in cyclone Amphan in 2020. Sheikh Hasina has been globally applauded for tackling the twin attack of cyclone and COVID-19 pandemic. Sheikh Hasina has not only tackled cyclone but also other disasters including flood, lightning and landslide caused by climate change and thus has set an example to be followed by others. Sheikh Hasina has no longer been a national leader, in fact, she has been a global leader 'Champion of the Earth'. The most disaster-prone delta, Bangladesh, of the world is a disaster-resilient country today.

Sheikh Hasina has been the lighthouse of the hopes and aspiration of the people of Bangladesh for leading from the front to make the dream of Father of the Nation's Golden Bengal of a reality, to implement her long-cherished digital Bangladesh, to introduce Bangladesh as a developed nation in 2041 and to implement Bangladesh Delta Plan-2100.

I believe that the booklet titled 'Sheikh Hasina in Building Disaster Resilient Bangladesh' published by the Ministry of Disaster and Relief on the auspicious occasions of the birth centenary of the Father of the Nation and the Golden Jubilee of Independence will reflect the hopes and aspirations of the common people and will be a pioneer in disaster management.

Dr. Enamur Rahman, MP
State Minister
Ministry of Disaster Management and Relief
Government of the People's Republic of Bangladesh

নেতৃত্ব এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের অর্জন

"Leadership is the capacity to translate vision into reality"

—Warren G. Bennis

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ। বঙ্গবন্ধু পঞ্চাশ বছর পূর্বেই দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৭০-এর সাইক্লোন মোকাবিলার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের কার্যকর উপায় বের করেন এবং উন্নয়ন ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে তাঁর নেওয়া পদক্ষেপসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পর দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পুনরুজ্জীবন ঘটে। তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হয়েও আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'রোল মডেল' হিসেবে গণ্য।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে যেভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ঠিক সেই স্বপ্নকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন এবং বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরী ও পরিবর্তনের রূপকার হিসেবে রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বনেতায় পরিণত হয়েছেন। ইতোমধ্যে তিনি শান্তি, গণতন্ত্র, দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, জলবায়ু অভিযোজন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সুসম্পর্ক ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভূষিত হয়েছেন মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক অসংখ্য পদক, পুরস্কার আর স্বীকৃতিতে। দেশপ্রেম, দূরদর্শিতা, দৃঢ় মানসিকতা ও মানবিক গুণাবলি তাঁকে আসীন করেছে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে যা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য অত্যন্ত সম্মানের ও গৌরবের।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে স্থান করে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে 'Whole of Society Approach'-এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, আইন, নীতিমালা, আদেশাবলি ও পরিকল্পনা প্রতিপালনে আমাদের কার্যক্রমের মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে 'দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনা' প্রকাশনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চিরাচরিত 'প্রতিক্রিয়াধর্মী ব্যবস্থাপনা' থেকে দেশে কীভাবে একটি 'আগাম ব্যবস্থাপনা'র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা এই প্রকাশনায় বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রকাশনায় জাতির পিতা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবধি বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পথপরিক্রমা, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও আর্তমানবতার সেবায় প্রধান অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং সহায়ক অবকাঠামো ও আগাম সংকেত ব্যবস্থার বিশ্লেষিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের পাশে দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কীভাবে মানবতার জননী হয়ে উঠেছেন সে তথ্য ও চিত্র এতে স্থান পেয়েছে। দূরদর্শী নেতৃত্ব ও পরিবর্তনের রূপকার হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতীয় নেতা থেকে বৈশ্বিক নেতা হয়ে উঠার পথপরিক্রমা ফুটে উঠেছে এ প্রকাশনায়।

মোঃ মোহসীন
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

Leadership behind Our Achievements in Disaster Management

"*Leadership is the capacity to translate vision into reality.*"

—Warren G. Bennis

The greatest Bangali of all time, the Father of the Nation Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman is the pioneer of disaster risk management. Bangabandhu realized the importance of Disaster Risk Management (DRM) fifty years back. Based on his experience of dealing with Cyclone in 1970, he paved the effective ways for risk reduction and undertook extensive plan for development and DRM. The anti-liberation perpetrators assassinated Bangabandhu and most of his family members on 15 August, 1975 and they stopped all the steps initiated by him. The measures of Bangabandhu were revived after the formation of the government under the leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina. Though Bangladesh is one of the most disaster-prone countries in the world, under the firm leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the country has already been recognized as a 'Role Model' in disaster management.

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has been making the long-cherished dream of Bangabandhu a reality. As the worthy daughter and Change Maker, she has turned out to be a global leader surpassing the national boundary. She has already been awarded with a number of rewards, accolades, and recognitions for her contribution to the numerous fields including peace, democracy, poverty alleviation, development, health, child mortality rate reduction, climate adaptation, use of information technology and for establishing peace and friendly relations among various nations and countries. The combination of genuine patriotism, prudence, determined mindset and humanitarian qualities has emboldened her position in global leadership platform which is matter of pride for each and every citizen of Bangladesh.

The government of Bangladesh, under the leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, is determined to build a developed nation by 2041. To achieve this target, we will leave no stone unturned to improve the overall condition by adopting 'Whole of Society Approach' and following all the international protocols on disaster management, national acts, policies, orders and plans.
The publication of the booklet titled "Sheikh Hasina in Building a Disaster Resilient Bangladesh" on the auspicious occasions of the birth centenary of the Father of the Nation and the Golden Jubilee of Independence has been profoundly significant. Based on pragmatic information, how the culture of 'early management' gets operational instead of the traditional 'reactive management' has been portrayed in this booklet following the footsteps of Bangabandhu, under the leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina. This booklet manifests the expedition of disaster management in Bangladesh from the Father of the Nation to the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina including the institutional and legal frameworks, disaster risk reduction and all the major achievements of serving the distressed humanity. The capacity building activities of a family, society and institution, the supporting infrastructure and the scrutinized information about early warning system to tackle disaster have also been included. The booklet has demonstrated the incarnation of Sheikh Hasina as the 'Mother of Humanity' since she plays the role of a Guardian Angel for the Forcibly Displaced Myanmar Nationals. The trajectory of Sheikh Hasina from a National Leader to a Global Leader, because of her prudent leadership and role of Change Maker, has been demonstrated in this publication.

Md. Mohsin
Secretary
Ministry of Disaster Management and Relief.

সূচিপত্র

বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা ১৫

আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনা ২৩

দুর্যোগের আগাম সংকেত ব্যবস্থা উন্নয়নে শেখ হাসিনা ৩৭

উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শেখ হাসিনা ৪৯

আর্তমানবতার সেবায় শেখ হাসিনা ৬৭

নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে শেখ হাসিনা ৭৩

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের পাশে শেখ হাসিনা ৮৩

শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ১০১

শেখ হাসিনা: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি ১১৫

শেখ হাসিনা: দিন বদলের রূপকার ১৩৩

CONTENTS

Disaster Risk Management in Bangladesh: Bangabandhu Sheikh Mujib to Sheikh Hasina 15

Sheikh Hasina in Developing Legal and Institutional Framework 23

Sheikh Hasina in Developing Early Warning System 37

Sheikh Hasina in Disaster Risk Reduction through Development Projects 49

Sheikh Hasina: Beside the Distressed People 67

Sheikh Hasina in Developing Safer Family and Social Infrastructure 73

Sheikh Hasina Stands Beside the Forcibly Displaced Myanmar Nationals 83

Sheikh Hasina's Visionary Leadership: Bangladesh in the International Arena 101

Sheikh Hasina: Notable Quotes on Disaster Risk Management 115

Sheikh Hasina: The Change Maker 133

ACRONYMS

a2i	Aspire to Innovate
AMCDRR	Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction
BMD	Bangladesh Meteorological Department
CCA	Climate Change Adaptation
CHT	Chittagong Hill Tracts
CMT	Crisis Management Training
COVID-19	Corona virus Disease of 2019
CPP	Cyclone Preparedness Programme
DDM	Department of Disaster Management
DDSM	Department of Disaster Science and Management
DFRM	Dynamic Flood Risk Model
DIDRM	Disability Inclusive Disaster Risk Management
DMA	Disaster Management Act
DMC	Disaster Management Committee
DMCC	Disaster Management Coordination Cell
DMD	Disaster Management Department
DMIC	Disaster Management Information Center
DMP	Disaster Management Policy
DMRP	Disaster Management and Relief Program
DREE	Disaster Response Exercise and Exchange
DRM	Disaster Risk Management
DU	University of Dhaka
ECRRP	Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project
EGPP	Employment Generation Programme for the Poorest
ERCC	Emergency Response and Coordination Centers
ExCOORES	Exercise on Coordinated Response
FFWC	Flood Forecasting and Warning Center
FSCDD	Fire Service and Civil Defense Department
GPDRR	Global Platform for Disaster Risk Reduction
GR	Gratuitous Relief
HBB	Herringbone Bond
HIV	Human Immunodeficiency Virus
ICRC	International Committee of the Red Cross
ICU	Intensive Care Unit
IDDR	International Day for Disaster Reduction
IDMVS	Institute of Disaster Management and Vulnerability Studies
IOM	International Organization for Migration

IPS	Inter Press Service
IVR	Interactive Voice Response
Kabikha/Kabita	Food/Cash for Work
MARB	Multipurpose Accessible Rescue Boat
MDGs	Millennium Development Goals
MoDMR	Ministry of Disaster Management and Relief
MRVA	Multi-hazard Risk and Vulnerability Assessment
NDMC	National Disaster Management Council
NDPD	National Disaster Preparedness Day
NDRCC	National Disaster Response Coordination Centre
NEOC	National Emergency Operations Centre
NGO	Non-Government Organizations
NPDM	National Plan for Disaster Management
NRP	National Resilience Programme
PPE	Personal Protective Equipment
RCG	Regional Consultative Group
RRP	Recovery and Rehabilitation Programme
SDG	Sustainable Development Goal
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
SMoDMRPA	Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Programme Administration
SOD	Standing Orders on Disaster
SPMIS	Social Protection Management Information System
SSNP	Social Safety Net Programme
SSZP	Social Safety Zone Programs
TR	Test Relief
UN	United Nations
UNDRR	United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
UNGA	United Nations General Assembly
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
UNISDR	United Nations International Strategy for Disaster Reduction
USA	United States of America
VGF	Vulnerable Group Feeding
WB	World Bank
WFP	World Food Programme

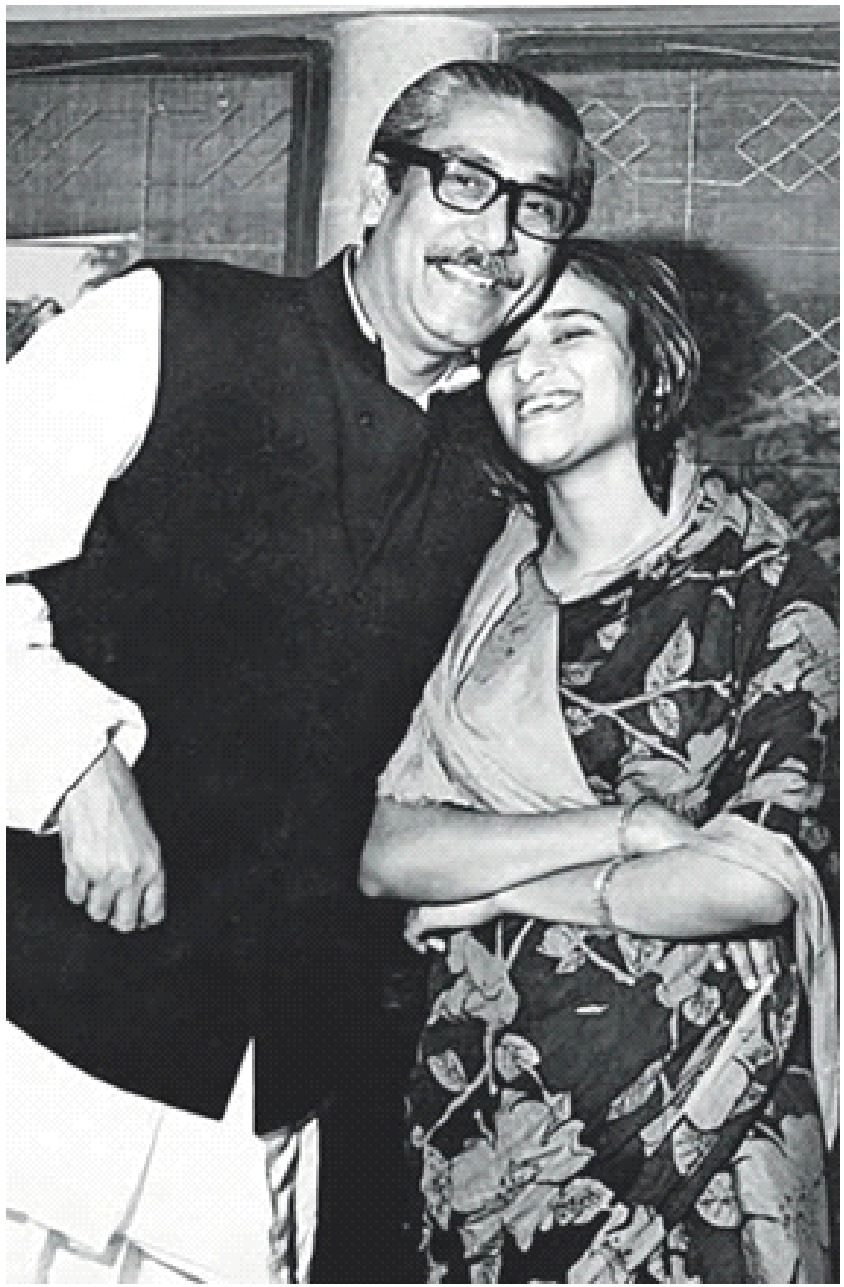

বাংলাদেশের
দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা

Disaster Risk Management
in Bangladesh:

Bangabandhu Sheikh Mujib to Sheikh Hasina

‘১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়’ যা ৫০ বছর আগে পাকিস্তানের রাজনীতি বদলে দিয়েছিলো

‘The Cyclone 1970’ that changed the politics of Pakistan 50 years ago

বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা

১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এ ভূ-খন্ডের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার 'টার্নিং পয়েন্ট।' ঐ বছর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ঠিক আগে উপকূলে আঘাত হানে এ ঘূর্ণিঝড়। তদানীন্তন সরকারের অবহেলা ও অযোগ্যতার কারণে ১০ লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানিসহ সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

"১৯৭০-এর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ঠিক আগে দুর্যোগ সাড়াদানে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও অযোগ্যতার অনিবার্য পরিণতি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের এক চমকপ্রদ বিজয়, এরপর একটি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ যা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের নব্য-ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল থেকে মুক্ত করে।"

---History Workshop Journal (HWJ) Democracy and Disaster: Pakistan in Bangladesh (1970) and Trump in Puerto Rico (2017), Naomi Hossain, December 6, 2017

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ রেখে সীমিত সম্পদ ও অগাধ ভালোবাসা নিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান। গণমাধ্যমে আর্তমানবতার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বুভুক্ষু মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসে।

Disaster Risk Management in Bangladesh: Bangabandhu Sheikh Mujib to Sheikh Hasina

The catastrophic Cyclone in 1970 is the 'Turning Point' in the disaster risk management of this nation. The cyclone struck the coastal area just before the general election in that year. The negligence and inefficiency of the then government led to the death of more than a million people and huge loss of property.

"The legacy of the Pakistani authorities' almost implausibly inept and careless disaster response just before democratic elections in 1970 was a stunning East Pakistani victory, followed by a bloody civil war that liberated East Bengalis from the yoke of West Pakistani neo-colonial rule."

-History Workshop Journal (HWJ) Democracy and Disaster: Pakistan in Bangladesh (1970) and Trump in Puerto Rico (2017), Naomi Hossain, December 6, 2017

The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman rushed to help survivors in the affected areas with his limited resources and deep love for the people suspending his election campaign. Bangabandhu protested and vehemently criticized through mass media for the negligence of Pakistani rulers for their delayed response to the victims of cyclone. He called upon the global community to come and help the victims affected by Cyclone with relief works. A number of International Organizations quickly responded to the call of Bangabandhu and helped the victims of cyclone.

অসহায় মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu: The friend of 'have-nots'

"পূর্ব পাকিস্তানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এত প্রকট যা সীমিত সম্পদ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। এ বাস্তবতায়, কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গত মানুষের অসহায় আর্তি উপেক্ষা করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ অন্যত্র বিনিয়োগ করে।"

---সিডনি এইচ. শানবার্গ, নিউইয়র্ক টাইমস, ১৯৭০

এ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কেন্দ্রীভূত 'ত্রাণ সর্বস্ব' সাময়িক কার্যক্রমের পরিবর্তে জনঅংশগ্রহণমূলক টেকসই 'ঝুঁকি হ্রাস' কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উপকূলবাসীর জানমাল রক্ষার্থে একই বছর প্রতিষ্ঠা করেন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)। এছাড়া মুজিব কিল্লা, বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও বনায়নসহ বিভিন্ন যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে গড়ে মোট বাজেটের ১১% তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয় করেন। বঙ্গবন্ধুর সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ফলশ্রুতিতেই স্বাধীন বাংলাদেশে রোপিত হয়েছিল দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বীজ।

"Because natural disasters are so common and so difficult to control in East Pakistan and because resources are so limited, the central Government, pleading helplessness; has tended to ignore the disasters and invest its resources elsewhere."

-Sydney H. Schanberg, New York Times 1970

Bangabandhu, with all his previous experiences, initiated the participatory and sustainable disaster risk reduction program instead of relief-based temporary program immediately after the independence. He established Ministry of Relief and Rehabilitation in 1972. Bangabandhu also established Cyclone Preparedness Program (CPP) that year in order to save the lives and property of the people of coastal area. Apart from that he spearheaded the programs including the establishment of Mujib Killa (earthen mounds), construction of embankment, tree plantation and other various effective initiatives. He allocated 11 percent of total budget for disaster management during 1972-75. The clairvoyant plan and initiatives of Bangabandhu, in fact, planted the seed of disaster risk management in independent Bangladesh.

"বাঙালির মনে তৎকালীন সরকারের ওপর প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। কেননা নিজ দেশের সরকারের চেয়ে বিদেশীরাই দুর্গতদের বেশি সহায়তা করছিলো।"

---Eric Griffel, US Relief Officer, The Blood Telegram by Gary J. Bass. Pp. 23

"There was huge resentment among Bengalis. They saw foreigners were doing more than their own government to support the disaster victims. The cyclone was the real reason for the final break."

-Eric Griffel, US Relief Officer, The Blood Telegram by Gary J. Bass. Pp. 23

দৈনিক পাকিস্তান

DAINIK PAKISTAN

দুর্গত এলাকা ঘোষণা

৩০,০০,০০০ মৃত্যুর সাথে লড়ছে

রিলিফ দানের ব্যবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়

৮ লাখ মারা গেছে

THE BANGLADESH OBSERVER

Relief, rehabilitation will get priority : Sk. Mujib

Blueprint for new economy

গণমাধ্যমে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি এবং পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ

Media coverage on casualties in 1970 cyclone and Bangabandhu's efforts for building back better

কিন্তু ১৯৭৫-এর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক এ সকল কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। '৭৫ পরবর্তী সরকারগুলি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এ প্রাথমিক উদ্যোগসমূহ অনুসরণ করেনি। ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালে টানা দুটি বন্যা এবং ১৯৯১ সালে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতির অভাব প্রতিফলিত হয়। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে দেড় লক্ষাধিক

After excruciating killing of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in 1975, the activities related to disaster risk management got stagnant. The subsequent governments, after 1975, did not follow the early initiatives taken by Bangabandhu. Due to lack of adequate preparation to combat natural disaster was apparent when floods occurred for two consecutive years in

বঙ্গবন্ধু দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ

Bangabandhu- the Pioneer of Disaster Risk Management

মানুষের প্রাণহানি এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনাটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যর্থতার উদাহরণ হিসেবে সমালোচিত হয়।

জাতির সৌভাগ্য! স্বপ্নদ্রষ্টা পিতার দেখানো পথের কাণ্ডারী তাঁরই সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর অনন্য সাধারণ নেতৃত্বে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সূচকে নজিরবিহীন উন্নতির স্বাক্ষর রেখে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ । ইতোমধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো দুর্যোগে জানমালের ক্ষতি হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশ্বে 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কার্যক্রমের কারণে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ও উপাধিতে ভূষিত করেছে।

দুর্যোগ পূর্বাভাসভিত্তিক নীতি গ্রহণ করে কোভিড-১৯ এর মধ্যেও যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন।

"বাংলাদেশ কেবল উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়ও বিশ্বের রোল মডেল।"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ১৩ অক্টোবর ২০১৯

1987 and 1988 and cyclone in 1991. The fatalities of cyclone in 1991 got a global attention and the incident was widely criticized as an example of failure.

What a blessed nation we are! Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina is a pioneer and a worthy daughter of the visionary father, Sheikh Mujibur Rahman. The disaster risk management activities, under the extraordinary leadership of Sheikh Hasina, have reached a new height. As a result, Bangladesh is marching forward carving the unprecedented mark of development in socio-economic development indicators. Bangladesh has already been recognized as a 'Role Model' of disaster risk management in the world as the country remarkably reduced the damage and loss incurred by natural calamities including cyclone and flood. Sheikh Hasina has been awarded with a number of prestigious awards and recognitions by UN along with other Countries and International Organizations for her socio-economic development and humanitarian works.

Prime Minister has amazed the world by formulating and adopting early warning policy that paves the way of smooth economic activities in the midst of COVID-19 pandemic.

"Bangladesh became a role model not only in development but also in disaster management in the world."

-Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, Bangabandhu International Conference Center, 13 October 2019.

২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মহান ব্রত নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম। টেকসই উন্নয়নের পথে জলবায়ু ও দুর্যোগজনিত অন্তরায়সমূহ দূরীকরণের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক যুগোপযোগী আইনি কাঠামো তৈরি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন ও কৌশলগত পরিকল্পনা (অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামোগত) জোরদারকরণে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।

The countrywide development spree is going on under the leadership of Sheikh Hasina with a view to introducing Bangladesh as a developed country by 2041. The country has developed inclusive and time-sensitive policies, taken various activities for enhancing institutional capacities and strategic plan (structural and non-structural) in order to mitigate the climate change and disaster related constraints for sustainable development.

"দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বাংলাদেশই সেরা শিক্ষক।"

---বান কি মুন
জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব

"Bangladesh is the best teacher in disaster risk reduction and climate change adaptation."

---Ban Ki Moon
Former Secretary General, United Nations

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ

Bangabandhu is making his historic speech in Bengali at the United Nations on 25 September 1974

"দুর্যোগের কবলে পড়ে যে সকল দেশ বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্ব সমাজকে এগিয়ে আসার উপযোগী একটি নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গঠনে বাংলাদেশের বিশেষ স্বার্থ নিহিত রয়েছে।"

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

"Bangladesh is one of the countries that are repeatedly affected by the disaster. Therefore, Bangladesh has a special interest in building a regular institutional system suitable for the world community to deal with the situation arising from natural disasters."

-Bangabandhu Sheikh Mujubur Rahman, United Nations General Assembly, 25 September 1974

আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina
in Developing
Legal and Institutional
Framework

আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনা

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় আইনি কাঠামো

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও সুচিন্তিত পরামর্শে যুগোপযোগী আইন, নীতিমালা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

অষ্টম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর মতো জাতীয় মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত আইন, নীতিমালা, আদেশাবলি, কৌশলপত্র, পরিকল্পনা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১৯
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (তহবিল পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২১
- অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র, ২০২১
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১
- মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০১৬
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা, ২০২০
- নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০১৯

এ সকল নীতিমালা প্রণয়নে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিশেষতঃ সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, জলবায়ু বিষয়ক প্যারিস চুক্তি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে ।

Sheikh Hasina in Developing Legal and Institutional Framework

The Legal Framework in Disaster Risk Management

A certain number of updated acts, policies and plans have been formulated according to the direction and thoughtful suggestion of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina to make an enabling environment to reduce the risk of disaster.

The following act, policy, orders, strategy, plan and guideline have been formulated in line with the national mid-term and long-term plans including Eighth-five-year plan, Perspective Plan (2021-2041) and Bangladesh Delta Plan 2100.

- Disaster Management Act, 2012
- National Disaster Management Policy, 2015
- Standing Orders on Disaster, 2019
- National Plan for Disaster Management (2021-2025)
- Disaster Management (Fund Operation) Rules, 2021
- National Strategy on Internal Displacement Management, 2021
- Cyclone Shelter Construction, Maintenance and Management Policy, 2011
- Dead Body Management Guideline, 2016
- Disaster Management Research Guideline, 2020
- Urban Volunteer Management Guideline, 2019

International agreements and protocols including Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Paris Agreement on Climate Change, Sustainable Development Goals (SDGs) have been, in particular, taken into account to formulate these policies.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ (ইংলিশ ভার্সন)-এর মোড়ক উন্মোচন করেন

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina unveils the Standing Orders on Disaster 2019 (English Version)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আইনি পরিসীমা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার ক্ষেত্রসহ সেবা প্রদানের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

Disaster Management Act, 2012

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina undertook the initiative to formulate Disaster Management Act, 2012. This act describes the legal boundary of the Ministry of Disaster Management and areas of cooperation among other ministries and the instructions to provide required areas of services.

এ আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিসহ বিভিন্ন কৌশলপত্র ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ আইনের ফলশ্রুতিতে তৃণমূল পর্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিত ও লক্ষ্যভিত্তিক হচ্ছে।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ১৯৯৭ সালে ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, যথাযথ প্রস্তুতি ও সাড়াদানের নিশ্চয়তা বিধানে 'স্বয়ংক্রিয় ও সার্বক্ষণিক কার্যকর' হিসেবে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) প্রণীত হয়। এ আদেশাবলি ২০১০ ও ২০১৯ সালে যুগোপযোগী করে ২য় ও ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সভায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ এর অনুমোদন প্রদান করা হয়।

"১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর
আমরা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি
১৯৯৭ প্রণয়ন করেছিলাম। পরবর্তিতে আমরাই
আবার ২০১০ সালে এটি হালনাগাদ করি।
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল গঠন করি।"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, ১৩ অক্টোবর ২০১৯

In accordnce with the act, disaster management policy, fifth-year plan of disaster management, standing orders on disaster, various strategics and guidelines have been formulated.

The act has paved the way of establishment of institutional framework for disaster risk management up to grassroots level. It has created the culture of transparency and accountability in disaster management. Thus the activities of government and non-government organizations are coordinated and targeted.

Standing Orders on Disaster

Standing Orders on Disaster (SOD) was formulated in 1997 under the direction of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina in order to reduce the loss of lives and property induced by cyclone and other disasters and ensure adequate preparedness and response as an automatic and effective tool for all the time' The second and third edition of SOD was published in 2010 and 2019 respectively after updating the contents with the changing needs. The SOD 2019 was approved in National Disaster Management Council meeting presided by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina on April 18, 2019.

"We formulated Standing Orders on Disaster (SOD) in 1997 after forming government in 1996. Later, we updated the contents with the changing needs in 2010. We established National Disaster Management Council."

- Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina,
Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka,
13 October 2019

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে বর্তমান সংস্করণে দুর্যোগ-সংক্রান্ত আধুনিক ধারণা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে। এ আদেশাবলিতে দুর্যোগের বিভিন্ন ধাপে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে অংশীজনের দায়িত্ব ও কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায় থেকে জনগোষ্ঠী (ওয়ার্ড) পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিস্তৃত হওয়ায় প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে যা প্রাণহানি কমিয়ে আনাসহ অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সহায়তা করছে।

জাতিয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুমোদিত হয়। এ নীতিমালা সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সুশাসন উন্নয়নে সহায়তা করছে। সকলের অংশগ্রহণে জলবায়ু ঝুঁকিসহ সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় এ নীতিমালা সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এ নীতিমালায় উল্লেখিত নীতিসমূহের ভিত্তিতেই জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১

দুর্যোগজনিত প্রাণ ও সম্পদহানি কমাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। উপকূলীয় এলাকায় এ নীতিমালা অনুসরণে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে নারী ও শিশুদের জন্য পৃথক কক্ষ রাখা, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী বান্ধব করাসহ প্রাণিসম্পদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয়কেন্দ্র উপযোগী করে তৈরি করা হচ্ছে, ফলে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

The latest edition of Standing Orders on Disaster (SOD) reflects the modern concepts, technological knowledge and strategies about disaster. The SOD describes the roles and the responsibilities of all the stakeholders at every stage of disaster risk management in national and local government level. As the SOD ensures the institutional arrangement of disaster risk management framework from national to grassroots level, it has become easier to undertake the measures of disaster preparedness and response which in return reduce the number of death and economic loss incurred by disaster.

National Disaster Management Policy, 2015

As per the directives by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Disaster Management Policy 2015, was prepared. This policy is helping develop the good governance of disaster management at all levels. It has been playing a supportive role in overall risk management along with climate change risk. The National Plan for Disaster Management was formulated based on the disaster management policy.

Cyclone Shelter Construction, Maintenance and Management Policy, 2011

Cyclone Shelter Construction, Maintenance and Management Policy, 2011 was formulated, under the direction of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, to reduce the number of death and the loss of assets incurred by disaster. A tangible change has been visible in coastal area after following the policy in the construction of cyclone shelter and overall maintenance system. Measures have been taken to keep women and children in separate rooms in the shelter, to make shelter friendlier for senior citizens and persons with disability and also keep the facilities for the livestock. The educational institutions have been built with shelter facilities. Thus the proper use of asset and the institutional capacity on disaster management has been enhanced.

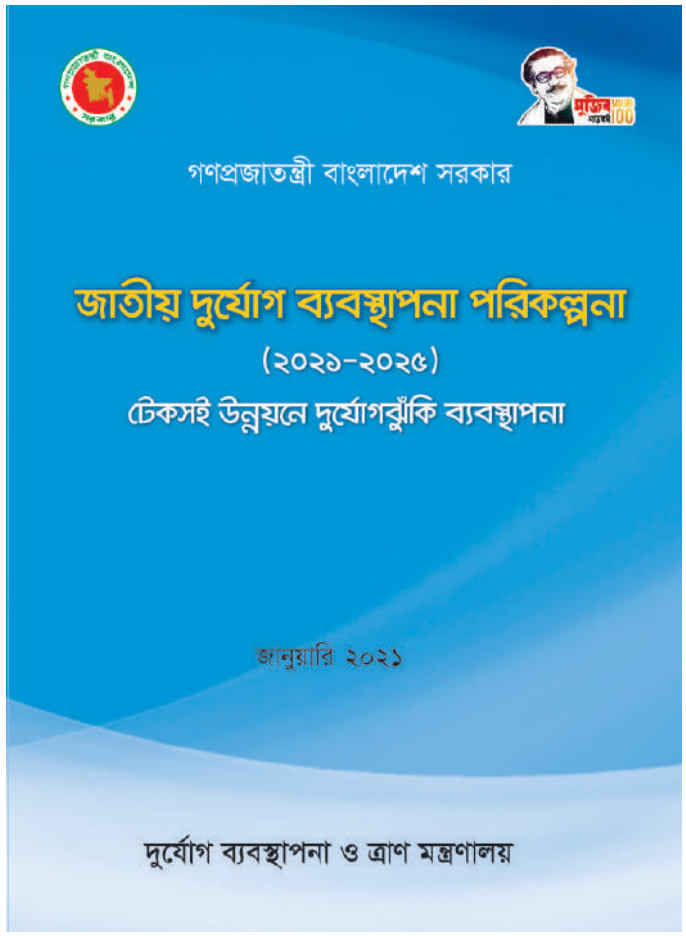

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

উন্নয়নের মূলধারায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫, ২০১৬-২০২০ এবং ২০২১-২০২৫ প্রণীত হয়। এটি বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক লক্ষ্য, অভিলক্ষ্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার ও কৌশলের আলোকে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা। তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক এ পরিকল্পনায় ঝুঁকি অবহিতিমূলক উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে এর বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়ায় এটি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

National Plan for Disaster Management

The National Plan for Disaster Management including 2010-2015, 2015-2020 and 2021-2025 have been formulated for mainstreaming disaster risk management in development. This plan reflects the disaster-related vision and mission of the government of Bangladesh including the national and international priorities and strategies. The cognitive development plan of this 3rd Fifth-Year plan has made a room for the investment in risk informed development plan and it has been emphasized to ensure the participation of all the stakeholders to implement it.

As the plan complies with the national and international priorities, it has been playing a vital role to undertake and implement disaster risk reduction inclusive interventions through the relevant ministries and divisions.

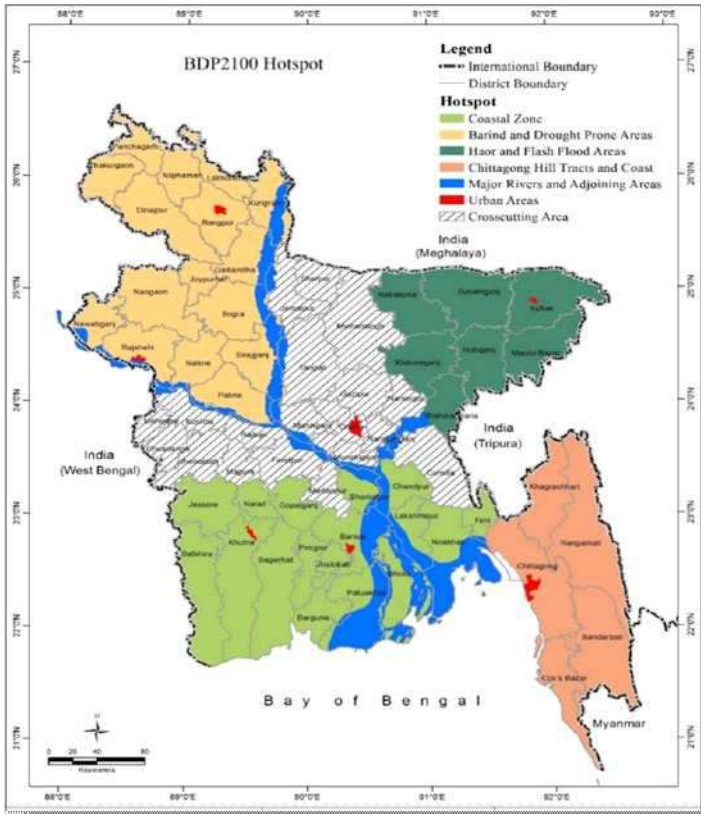

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এ দুর্যোগের ৬টি হটস্পট
Six disaster hot spots as per Bangladesh Delta Plan 2100

ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন ও জলাবদ্ধতার ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা (মিলিয়ন)
The target of reducing the number of people at risk of flood, cyclone, river erosion, and water logging in the Delta Plan 2100

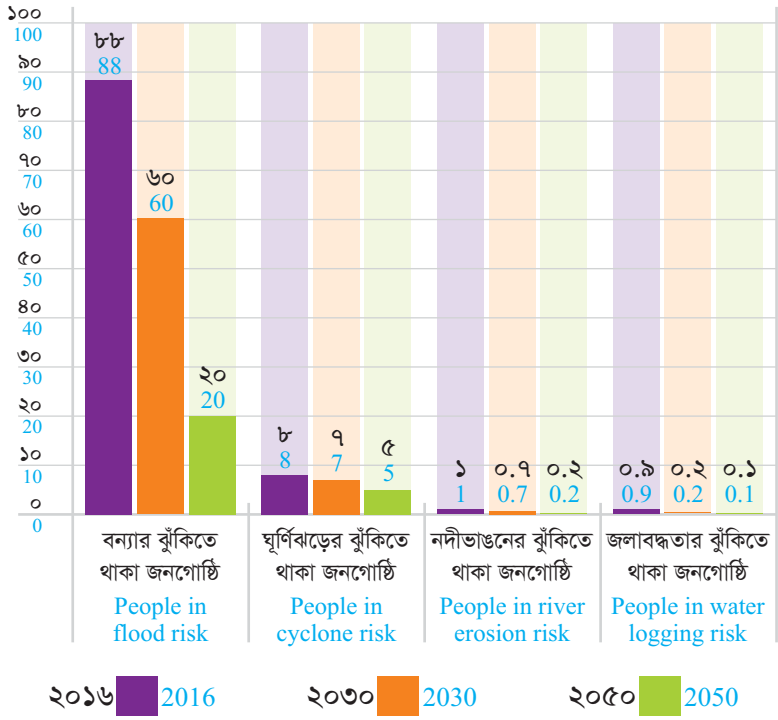

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০-এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তা-প্রসূত বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০ একটি শতবর্ষ-মেয়াদি, আন্তঃখাত সমন্বিত, অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি ও অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা। দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়নকে টেকসই করতে ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হ্রাসে বিভিন্ন পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হটস্পট অনুযায়ী কার্যকর ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজতর হওয়ায় কম সংখ্যক মানুষ দুর্যোগ কবলিত হচ্ছে।

The Disaster Management in the Bangladesh Delta Plan, 2100

The Bangladesh Delta Plan, 2100, a brain child of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, is a centennial, inter sectoral, adaptation-based technical and economic master plan. A number of measures have been incorporated in delta plan to reduce disaster risk and complexities posed by climate change for a long-term sustainable development.

The number of disaster affected people decreases as it has become easier to formulate and implement effective risk reduction plan focusing on the hotspot.

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র, ২০২১

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি একটি বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও নদীভাঙন অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এবং অধিকাংশ মানুষ নদীগর্ভে তাদের ঘরবাড়ি হারানোর পর শহরমুখী হতে বাধ্য হয়। এ সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করে সরকার 'অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র, ২০২১' প্রণয়ন করেছে। বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ, বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষা, স্থায়ী সমাধান, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এ পাঁচটি পর্যায়ে কৌশলপত্রটি বিভাজন করা হয়েছে। কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নার্থে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) প্রণয়নে এর বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান। এর সফল বাস্তবায়ন হলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন, ভূমিধস, এবং লবণাক্ততাজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির প্রবণতা কমবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (তহবিল পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২১

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২-এর ধারা ৩২-এর অধীনে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (তহবিল পরিচালনা) বিধিমালা ২০২১' প্রণয়ন করা হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বিশেষতঃ তহবিল গঠন ও পরিচালনা, বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে গেলো।

নির্দেশিকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, কৌশলপত্রের পাশাপাশি নিম্নলিখিত নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি নির্দেশিকা;
- জনগোষ্ঠীভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) নির্দেশিকা;

National Strategy on Internal Displacement Management, 2021

Natural disaster along with the increasing effects of climate change has turned internal displacement into a major problem in Bangladesh. The climate change and riverbank erosion are significant catalysts behind the internal displacement. Most of the people are forced to come to cities after losing their homesteads due to riverbank erosion. The government formulated 'National Strategy on Internal Displacement Management 2021' realizing the depth of the problem. The strategic paper has been divided into five segments including the prevention of displacement, safety during displacement, sustainable solution, institutional management and financing and monitoring and evaluation. In preparing the National Plan for Disaster Management (2021-2025), the related target has been incorporated to implement the strategy. And the formulation of action plan to implement the strategic paper is going on. Once the strategy paper is successfully implemented, the propensity of internal displacement induced by sea level rise, cyclone, flood, riverbank erosion, landslide and saline water intrusion will reduce to a significant extent.

Disaster Management (Fund Operation) Rules, 2021

As per the instruction of Hon'ble Prime Minister in National Disaster Management Council meeting, National Disaster Management (Fund Operation) Rules 2021 has been formulated under the section 32 of Disaster Management Act 2021. As a result, the disaster management activities of Bangladesh especially the fund raising, operation and decentralization have made great strides as well.

Guidelines

To implement the responsibilities given to MoDMR following guidelines are being developed apart from the act, rules, policies and strategies:

- Guideline for the Employment Generation Programme for the Poorest (EGPP)

- মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা;
- ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ডিআইএ) নির্দেশিকা;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি অপারেশনাল ম্যানুয়াল;
- নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা।

নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দুস্থ মানুষসহ অতিদরিদ্র পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে প্রকৃত চাহিদাসম্পন্ন বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। অতিদরিদ্র পরিবারের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে লিপিবদ্ধ অন্যান্য নির্দেশিকাও পর্যায়ক্রমে প্রণয়ন করা হবে। এ সকল নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছে:

- দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ নির্দেশিকা;
- দুর্যোগকালীন হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
- মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মানবিষয়ক নির্দেশিকা;
- মাল্টি এজেন্সি (বহুপাক্ষিক) দুর্যোগ ইন্সিডেন্ট ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
- জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নির্দেশিকা;
- ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি);
- ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্ল্যান;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পুল গঠন সংক্রান্ত নির্দেশিকা।

- Guideline for Community Risk Assessment (CRA)
- Guideline for the Humanitarian Programme Implementation
- Guideline for Disaster Impact Assessment (DIA)
- Operational Manual for Social Safety Net Programme
- Guideline for the City Volunteer Management
- Guideline for Disaster Management Research

The implementation of Social Safety and Humanitarian programs including women, persons with disability and the extreme poor families has made room for selecting vulnerable community as the beneficiary of these programmes. Thus the food safety for the actual vulnerable community has been secured. The income of the extremely poor families has been increased and played an effective role to reduce poverty. Apart from these, a significant role has been played to achieve disaster resilience by reducing disaster risk.

The following guidelines, mentioned in SOD, will be formulated chronologically:

- Guideline for Disaster Damage and Needs Assessment;
- Guideline for Hospital Management During Disasters and Emergencies;
- Guideline for Minimum Standard in Humanitarian Assistance
- Guideline for Multi-Agency Disaster Incident Management
- Guideline for Institutionalizing National Disaster Volunteers;
- Standard Operating Procedure in Earthquake Risk Management
- National Nuclear and Radiological Emergency Response Plan;
- Guideline for Developing Expert Pool on Disaster Management;

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো
Institutional Framework of Disaster Managment

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি বহুখাত বিশিষ্ট সম্মিলিত প্রয়াস। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই কোন না কোনভাবে এর সঙ্গে যুক্ত। সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, যার প্রধান হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এ কাউন্সিল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং পুনরুদ্ধার বিষয়ে সকল ধরনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়সাধন করে। স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়সাধন করে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনার কার্যকরী পরিকল্পনা ও সমন্বয়সাধনের জন্যে রয়েছে আন্তঃসম্পর্কিত বেশ কয়েকটি সংস্থা যেগুলো জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় পর্যায়ে কাজ করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল সংস্থার সাথে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন।

সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক সংস্কারসমূহ

বিভাগ থেকে মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে শেখ হাসিনার দূরদর্শী দিক-নির্দেশনায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ তে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর গঠনের উল্লেখ করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমকে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রথমে বিভাগ ও পরবর্তীতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা হয়। এতে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমানোসহ খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান তথা দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ গঠনে শেখ হাসিনার দৃঢ় সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।

Institutional Framework in Disaster Risk Management

Disaster Management is a multi-sectoral integrated approach. Most of the institutions from centre to grassroots level are involved in the process. The National Disaster Management Council, headed by Hon'ble Prime Minister, is the top most committee. The council provides overall instructions in disaster risk reduction, mitigation, preparedness, response and recovery. The National Disaster Management Council along with Inter-Ministerial Disaster Management Coordination Committee (IMDMCC) coordinates the disaster management activities in national level.

In local level, District, City Corporation/Municipality, Upazila, Union and Ward committee coordinate the disaster management activities. There are a number of national and regional organizations which plan and coordinate the activities of disaster risk reduction and emergency response management. The MoDMR holds the responsibility to coordinate the activities of all relevant agencies and the institutions.

Significant Institutional Reforms of Recent Past

Division to Ministry

The Disaster Management Act 2012, formulated under the prudent direction of Sheikh Hasina, mentioned to establish a separate Ministry and Department to make disaster management more functional. The Disaster Management and Relief works were conducted under Ministry of Food and Disaster Management as a division from fiscal year 2009-2010. Later on, the division was transformed into a full-fledged ministry from fiscal year 2012-2013. The measures of reducing disaster-induced loss & damage and ensuring food and social safety that reflect the strong will of Sheikh Hasina to make Bangladesh as disaster resilient country.

ব্যুরো থেকে অধিদপ্তর

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে অধিকতর সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

> "২০১২ সালে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করি। এ আইনের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন করেছি, যা দুর্যোগ মোকাবিলা, ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।"
>
> *- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,*
> *বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, ১৩ অক্টোবর ২০১৯*

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার ফলে প্রতিক্রিয়াধর্মী সাড়াদানের ধারা থেকে বেরিয়ে অংশগ্রহণমূলক ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণের সংস্কৃতি শুরু হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) পুনরুজ্জীবন

১৯৭২ সালে জাতিসংঘের আহ্বানে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে এ কার্যক্রমকে সরকারি কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেন। '৭৫ পরবর্তী সময়ে এ কর্মসূচি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারাতে থাকে। ১৯৯৬ সালে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার প্রয়োজনের নিরিখে এ কর্মসূচিকে আবারও উজ্জীবিত করেন। কিন্তু ২০০১ সালের শেষভাগ হতে ২০০৮ পর্যন্ত কর্মসূচি পুনরায় স্তিমিত হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে কর্মসূচিটি পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এর সক্ষমতা ও কর্ম এলাকা বৃদ্ধিসহ আর্থিক বরাদ্দ কয়েক গুণ বাড়ানো হয়।

Bureau to Department

The Department of Disaster Management was established by merging Disaster Management Bureau and Directorate of Relief and Rehabilitation to make disaster management coordination more functional.

> "We formulated Disaster Management Act in 2012. Then under the act we established Department of Disaster Management which has been playing significant role in tackling disaster, risk reduction and disaster management."
>
> *- Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina*
> *Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka,*
> *13 October 2019*

As a result of the reform, a culture of proactive risk reduction has started instead of reactive response.

The Revival of Cyclone Preparedness Programme (CPP)

In 1972, International Red Cross (IRC) undertook the initiative, according to the suggestion of United Nations (UN), to launch Cyclone Preparedness Program (CPP). The Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman started this program as a government one in 1973. The program started losing state patronage after 1975. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, worthy daughter of the Father of the Nation, revived the program, realizing the importance of it, when she formed the government in 1996. The program once again got stagnant from the last part of 2001 to 2008. Later the program was finally revived from 2009. The capacity building and the budget along with the expansion of programme area have been made manifold since then.

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি) প্রতিষ্ঠা

২০১১ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমের পরিবর্তে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র' (এনডিআরসিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কেন্দ্র দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচারসহ দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ জন্য কেন্দ্রটিতে রয়েছে পর্যাপ্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম। এ কেন্দ্রে অনলাইনে জরুরি সভা ও কর্মশালা করার ব্যবস্থা রয়েছে।

দুর্যোগের সার্বক্ষণিক তথ্য সকলের জন্য সহজলভ্য করার নিমিত্ত ৭ দিন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা হয় এবং প্রতিদিন দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও সরবরাহ করা হয়। দুর্যোগকালীন বিশেষ প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়। ফলে দুর্যোগ পূর্বাভাস-ভিত্তিক সাড়াদানের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

দুর্যোগে আগাম সতর্ক-সংকেত প্রাপ্তি ও প্রচারে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ইত্যাদির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে দুর্যোগ পূর্বাভাস অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে সাড়াদান সম্ভব হচ্ছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পূর্বাভাস প্রদান, তথ্য বিনিময় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগে কার্যকর প্রস্তুতিসহ জরুরি সাড়াদানে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকলিত তথ্য সরকারের তথ্যসূত্র হিসেবে দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

জাতীয় জরুরি-দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্র (NEOC) প্রতিষ্ঠা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ মে ২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) সভায় বড় ধরনের দুর্যোগে সন্ধান ও উদ্ধার এবং সমন্বিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় জরুরি-দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭, NDMC এর সভায় NEOC এর ধারণাপত্রের খসড়া অনুমোদিত হয়।

The Establishment of National Disaster Response Coordination Center (NDRCC)

National Disaster Response Coordination Center (NDRCC) was launched in the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) replacing Control Room in 2011. The NDRCC has been playing a remarkable role in disseminating early warning and exchange information system for disaster. The center is equipped with electronic equipment and machineries. This center has all the facilities to arrange emergency meeting and workshop through online.

This center ensures 24/7 service to facilitate the information for all and the reports on disaster are published and sent on a daily basis. It also publishes and circulates special disaster reports when emerged. Consequently, the loss of lives and assets has been decreased to a great extent through early warning dissemination and response.

The emergency response to disaster has been facilitated through the uninterrupted communication between Bangladesh Meteorological Department and Flood Forecasting and Warning Center by receiving and disseminating early warning of disasters. The activities including early warning dissemination in national and local level, exchange of information, quick decision and early action expedited with the coordinated efforts of disaster preparedness and emergency response. The disaster-related information from this center has been used as government information in national and international electronic and print media and research.

The Establishment of National Emergency Operation Center (NEOC)

Hon'ble Prime Minister in National Disaster Management Council (NDMC) meeting held on May 6, 2015 has directed to establish a self-sufficient National Emergency Operation Center (NEOC) to facilitate large scale search and recovery and coordinated humanitarian aid program. The draft of a NEOC concept paper was approved in NDMC meeting on September 6, 2017.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ২০১৯ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন

Hon'ble Prime Minister is addressing at the National Disaster Management Council meeting in 2019

১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত NDMC এর সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদাম এলাকায় ১ একর জায়গায় NEOC প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ NEOC এর বিভিন্ন উইং ও সেলের সমন্বয়ে ভূমিকম্পসহ বড় ধরনের দুর্যোগ সহজ ও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যাবে। এছাড়াও দুর্যোগের ঝুঁকি ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে জাতীয় ও স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

হিউম্যানিটেরিয়ান স্টেজিং এরিয়া

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প বা কোনো বড় ধরনের দুর্যোগে মানবিক সহায়তা সামগ্রী মজুদ, নিরাপদ সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশে একটি হিউম্যানিটেরিয়ান স্টেজিং এরিয়া স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জরুরি সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম দ্রুত ও সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

Measures have been taken, according to the direction of Hon'ble Prime Minister in NDMC meeting, to establish NEOC covering one acre in Central Storage Depot (CSD) region on April 19, 2019.

NEOC, equipped with advanced technology, will be able to tackle earthquake and other large-scale disasters effectively and effortlessly in coordination with various wings and cells. NEOC will pave the way of national and local institutional capacity building and coordinated activities in search and rescue programme to reduce disaster risk and the loss of lives and property induced by disasters.

Humanitarian Staging Area

An initiative has been taken to set up a humanitarian staging area as per instructions of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina to store humanitarian aid, to preserve and to ensure emergency supply during the mega earthquake and disasters. This staging area will help in emergency response and humanitarian assistance program to implement it rapidly as well as successfully.

দুর্যোগের আগাম সংকেত ব্যবস্থা উন্নয়নে শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina in Developing Early Warning System

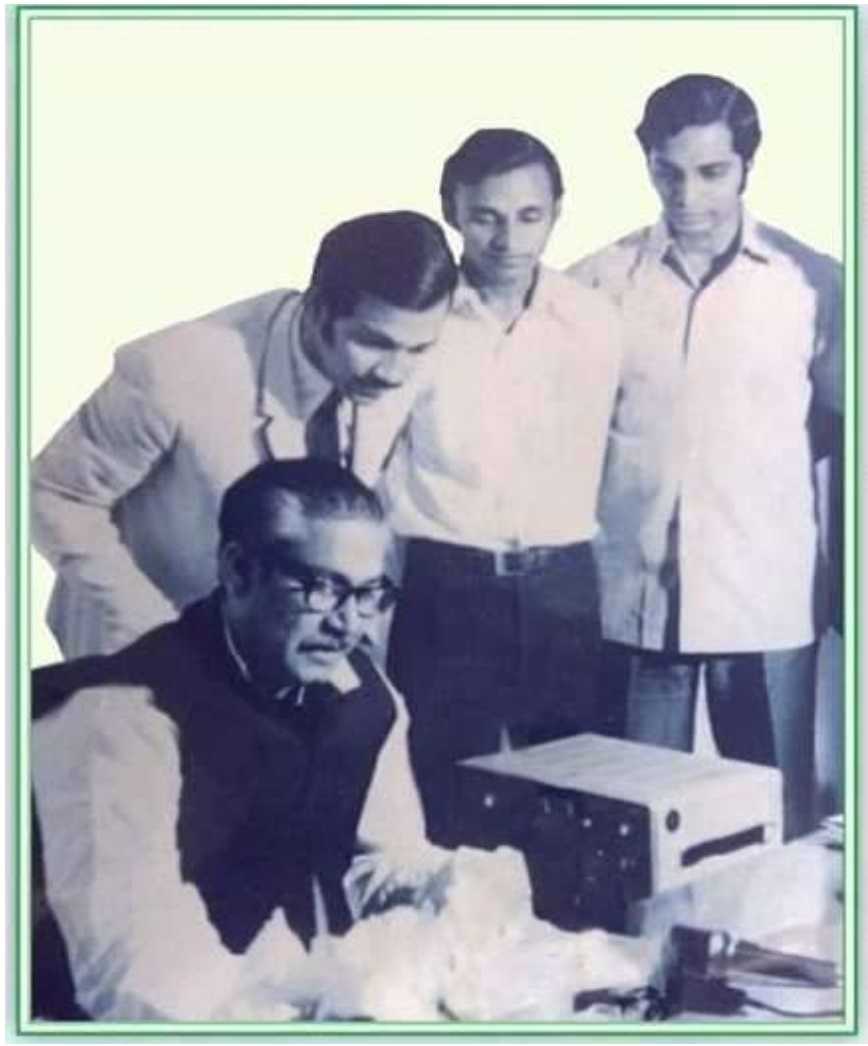

১৯৭৩ সালে অয়্যারলেসের মাধ্যমে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকগণের সাথে কথা বলছেন বঙ্গবন্ধু

Bangabandhu is talking to the CPP Volunteers on wireless in 1973

দুর্যোগের আগাম সংকেত ব্যবস্থা উন্নয়নে শেখ হাসিনা

স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রাণ নির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা শুরু করেন। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচারে সিপিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বঙ্গবন্ধু ২০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপি'র যাত্রা শুরু করেছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ আগাম সতর্কসংকেত প্রচার এবং সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জানমাল রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা ৭৬ হাজার ২০ জনে উন্নীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব বিকাশের গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বেচ্ছাসেবক দলে ৫০% নারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরো দেশ জুড়ে আধুনিক আবহাওয়ার রাডার এবং পূর্বাভাস ব্যবস্থা বিস্তৃত করা হয়েছে। উপকূলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা কমপক্ষে ৭ হাজার ৫ শ'তে উন্নীত করার কর্মসূচি এগিয়ে চলেছে। এ সকল কার্যক্রমের সুফল উপকূলবাসী তথা দেশবাসী পাচ্ছেন। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারান। শেখ হাসিনা সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপে সাম্প্রতিক কালে একই মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি একক সংখ্যায় নেমে এসেছে।

"বাংলাদেশ একটি বিশাল জনগোষ্ঠী ভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি চালু করেছে। এর ফলে ঘূর্ণিঝড়জনিত প্রাণহানি ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। এটি এখন বিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম চর্চা হিসেবে পরিগণিত।"

---নরেন্দ্র মোদি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর ২০১৬

Sheikh Hasina in Developing Early Warning System

The Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman introduced the disaster risk reduction approach instead of the relief-based disaster management immediate after Independence. He institutionally launched early warning system by establishing Cyclone Preparedness Program (CPP). The CPP has been playing an outstanding role in disseminating early warning to at-risk community to save lives and property of the coastal people.

Bangabandhu started CPP with 20,000 volunteers who have been playing vital role in saving lives and property through early warning dissemination, search and rescue. The number of volunteers gradually increased to 76,020 following the directives from Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina. It has been ensured that 50% of CPP volunteers are women in order to develop women leadership in disaster management. The modern radar system as well as early warning system has been developed throughout the country. The programme of increasing multi-purpose cyclone shelters to 7,500 has been going on in coastal area. The catastrophic cyclone in 1970 took a million lives of people. The number of deaths has been lowered to single digit through the astute measures of Sheikh Hasina government.

"Bangladesh launched a large community-based cyclone preparedness programme. It led to a significant reduction in loss of lives from cyclone. It is now recognized as a global best practice."

---Narendra Modi, Prime Minister of India, 3 November 2016

"দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে নারীর নেতৃত্ব বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। বাংলাদেশের আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় নারীর নেতৃত্ব বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের অংশগ্রহণের কারণে বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি একটি বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এ প্রক্রিয়ায় দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহ তাদের দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।"

--- ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল), ২০২১

বাংলাদেশের দুর্যোগ সতর্কীকরণ পাঁচটি উপাদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন: কার্যকর নীতি ও সবল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ মানবসম্পদে সমৃদ্ধ সতর্কীকরণ কেন্দ্র, মানবতার সেবায় বলীয়ান প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র ও সমাজের সকলকে সম্পৃক্ত করে কাজ করার নীতি। এ কারণে বাংলাদেশের আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত ও অনুসরণীয়।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

শেখ হাসিনা স্বেচ্ছাসেবকদের প্রেরণা প্রদানের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছেন। সিপিপির কার্যক্রম ৬টি জোনে ১০টি জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল। নতুন এলাকা হিসেবে খুলনা বিভাগ এবং কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নদী তীরবর্তী আরো ৬টি জেলা অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বর্তমানে সিপিপির কর্ম

"It has always been crucial to create the environment of the development of women leadership in all stages of disaster risk management. The role of women leadership of Bangladesh in early disaster warning system is praiseworthy. The Cyclone Preparedness Programme (CPP) with the participation of large number of volunteers has created a rare example. The disaster-prone countries can reduce their loss induced by disaster following the example of Bangladesh."

---University College London (UCL), 2021

The disaster warning system of Bangladesh revolves on five components including functional policy and strong institutional framework, warning center equipped with advanced technology and efficient human resources, trained as well as motivated volunteers to serve humanity, adequate number of cyclone shelters and whole-of-society approach. For this reason, the early warning system of Bangladesh is globally applauded and followed.

Capacity Building

Sheikh Hasina has undertaken pragmatic measure to motivate volunteers along with developing institutional and personal capacity building. Earlier the activities of CPP were limited to 6 Zones and 10 districts. Later, the Khulna Division and Ukhia Upazila of Cox's Bazar district was included. The activities of CPP have been extended up to 7 zones and 19 districts as 6 more

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৯-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্টল পরিদর্শন

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina visits stalls during International Day for Disaster Risk Reduction 2019

এলাকা ৭টি জোন এবং ১৯টি জেলায় সম্প্রসারিত। ৮৩৯টি নতুন স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট গঠন এবং নারী স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা বৃদ্ধি করায় স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা ৪২ হাজার ৬৭৫ জন হতে ৭৬ হাজার ২০ জনে উন্নীত করা হয়েছে যার অর্ধেক নারী। তারুণ্যের শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার সরকারি নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্গঠিত সিপিপিতে এখন ৭০ ভাগই তরুণ স্বেচ্ছাসেবক। প্রণোদনার জন্য সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার প্রবর্তন করা

riverine districts have been included. About 839 new volunteer units have been formed. The number of volunteers has been increased to 76,020 from 42,675 and half of the volunteers is women. The inclusion of the youth has been prioritized in CPP keeping in line with government policy and 70% of the volunteers is youth. The CPP volunteer award has been launched as part of incentive for their dedicated works. Apart from that a

CPP COMMAND AREA

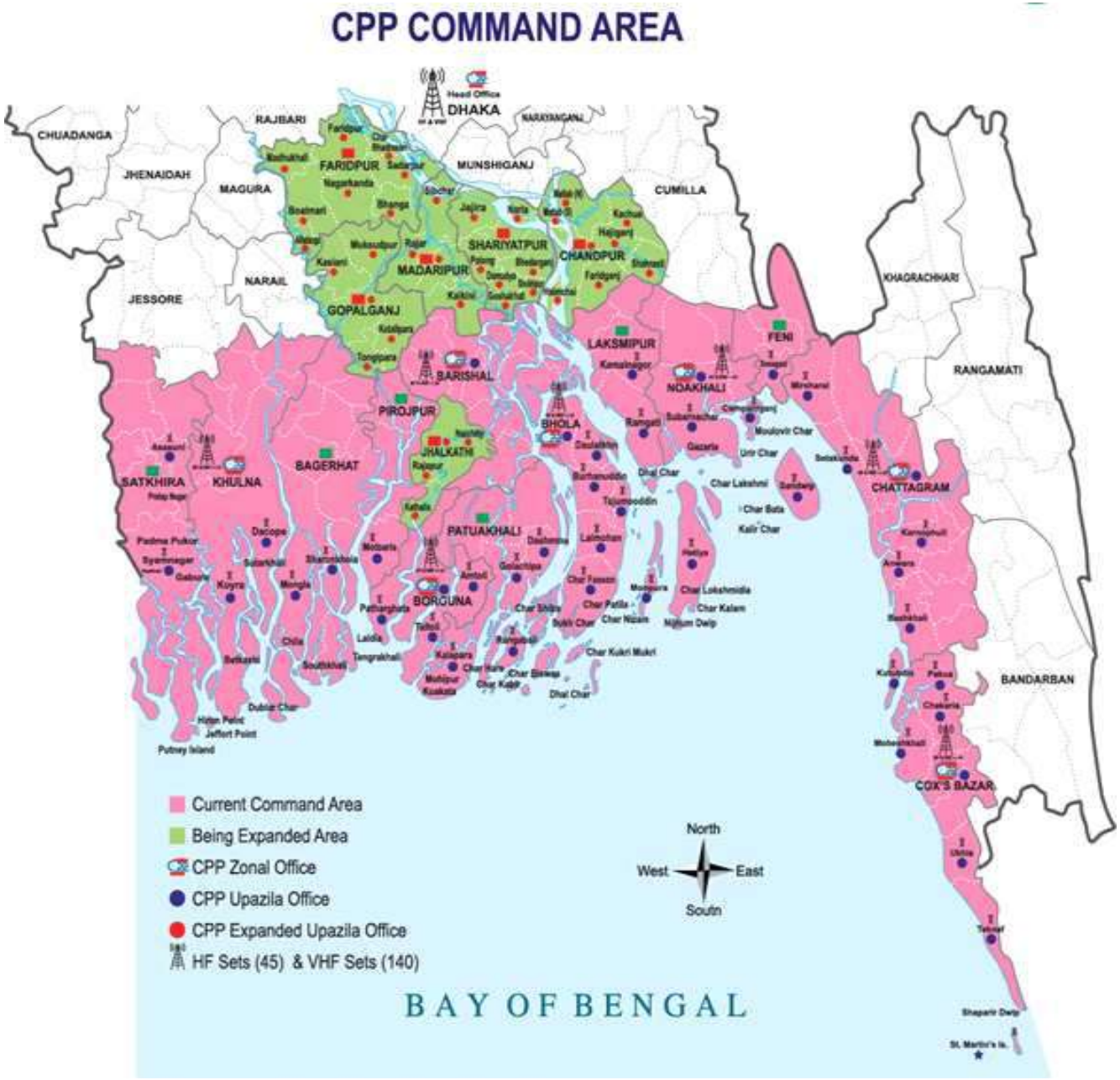

মানবতার সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক
CPP Volunteers committed to the service of humanity

হয়েছে। গঠন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক ইউনিট যারা পালাগান, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে দুর্যোগ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। প্রায় ৪০ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছাসেবক সেফটি গিয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, 'Procurement of Equipment for Search and Rescue on Earthquake and other Disaster' প্রকল্পের আওতায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রায় ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সকল স্বেচ্ছাসেবককে মৌলিক ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং সমুদ্রগামী জেলেদের সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ে করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিয়মিত মহড়া আয়োজন করা হচ্ছে। সিপিপিকে শুধু ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগ মোকাবিলায় সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ভূমিকম্প বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

cultural unit has been formed to disseminate disaster warning through palagan (folk song) and drama. The safety gears and warning equipment have been provided to 40,000 volunteers. Worth mentioning, BDT 0.12 billion has been allocated for the capacity building of the volunteers and disaster risk reduction of the coastal people under 'Procurement of Equipment for Search and Rescue on Earthquake and other Disaster' project.

All the volunteers have been provided with fundamental and specialized training and sea-going fishermen are also trained on cyclone management. In addition, regular drill sessions are being organized. Apart from cyclone, CPP volunteers are also included to tackle other forms of disasters. The subject of earthquake has been incorporated in CPP volunteer training curriculum.

৩ 3

৪ 4

২ 2

১ 1

৫ 5

৬ 6

৭ 7

নৌকাডুবিতে মানুষকে উদ্ধারে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক দল ১

ঘূর্ণিঝড় আম্পানে আগাম সংকেত প্রচার ২

২ মার্চ ২০০০ তারিখে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক মহাসমাবেশ ৩

ঘূর্ণিঝড় আম্পানে উদ্ধার তৎপরতা ৪

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সতর্কবার্তা প্রচার করছেন ৫

স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশ ৬

কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসে নিয়োজিত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক ৭

[ঘড়ির কাঁটার অনুকূলে]

1 **CPP Volunteer Team rescuing people from capsized boat**

2 **Early warning dissemination during the Cyclone Amphan**

3 **CPP Volunteer Congregation held in Cox's Bazar on March 2, 2000**

4 **Rescue operation during cyclone Amphan**

5 **CPP volunteers disseminating early warning messages of Cyclone Bulbul**

6 **Congregation of volunteers**

7 **CPP volunteers engaged in reducing COVID-19 health hazard**

[Clock-wise]

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সিপিপি ভবন' নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে ঢাকায় সিপিপির নিজস্ব ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধুনিক অপারেশন কেন্দ্র নির্মিত হবে। ফলে বৃদ্ধি পাবে অবকাঠামোগত সক্ষমতা। বরিশালে একটি আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, সিপিপির জনবল ২৩২ থেকে ২৭৪ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

সিপিপির কর্মএলাকা সম্প্রসারণ ছিলো শেখ হাসিনার সময়োপযোগী পদক্ষেপ। পরপর তিনটি ঘূর্ণিঝড় ফণি, বুলবুল ও আম্পান খুলনা বিভাগের উপকূলে আঘাত হানে। সিপিপির কর্মপরিধি সম্প্রসারণের ফলে উল্লিখিত ঝড়ে যথাক্রমে ১৬ লক্ষ, ২১ লক্ষ ও ২৪ লক্ষ বিপদাপন্ন মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। উখিয়া উপজেলাকে সিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পসমূহে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি পরিচালনা সহজ হয়েছে।

The approval of 'Bangabandhu Sheikh Mujib CPP Bhabon' construction project is under process to enhance institutional capacity. Once the project is completed, CPP will have its own Building, Training Center, Modern Operation Center that will enhance institutional capacity. A regional office will be constructed in Barishal. The number of human resources has been increased to 274 from 232.

The extension of CPP area was a timely step by Sheikh Hasina. Three consecutive cyclones including Fani, Bulbul and Amphan hit coastal area of Khulna Division. The extension of CPP helped evacuate 1.6, 2.1 and 2.4 million vulnerable people evacuate to cyclone shelters during those cyclones. As a result, the loss of lives and property induced by disaster was significantly lowered. As Ukhiya Upazilla was included in CPP, it became easier to administer disaster risk reduction program in the camps of forcefully displaced people from Myanmar.

বরাদ্দ (টাকা)

Budget (BDT)

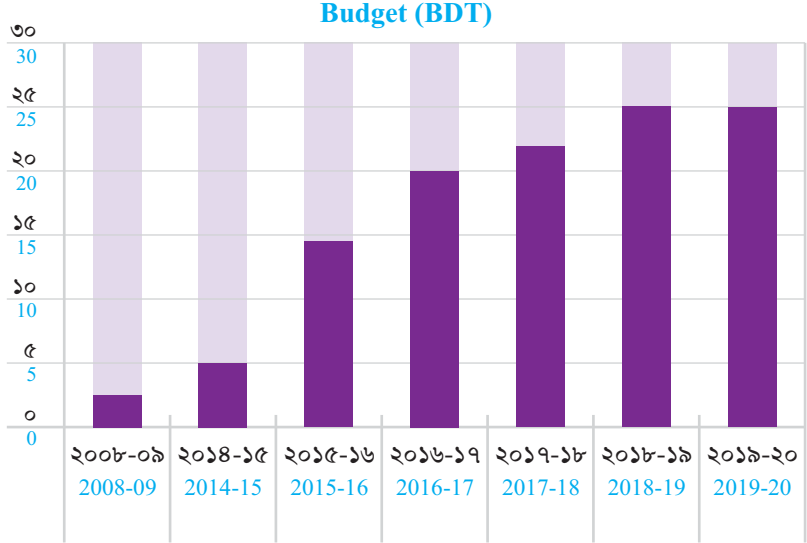

ঘূর্ণিঝড়ে নারী-শিশু এবং পুরুষের প্রাণহানির তুলনামূলক চিত্র

Casualty ratio of women-children vs men in cyclone

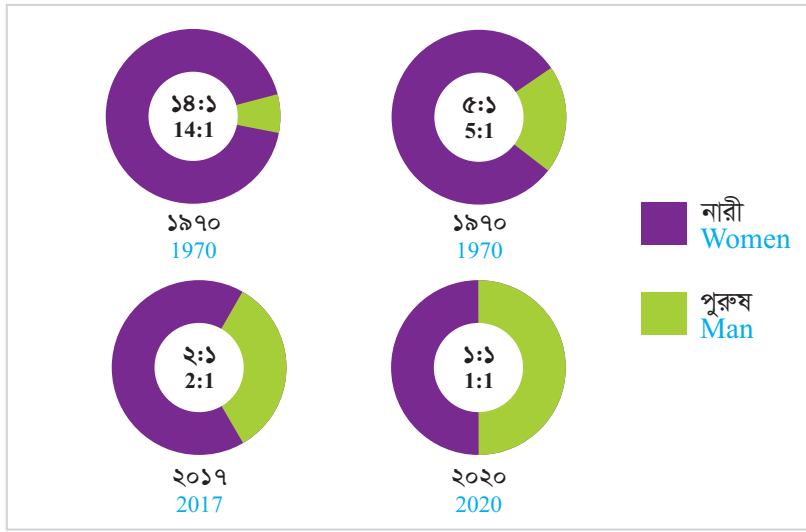

সিপিপির আর্থিক সক্ষমতা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল মাত্র ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর পর্যন্ত বেতন-ভাতা ব্যতিত অন্য কোনো খাতে অর্থ বরাদ্দ ছিল না। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বেতন-ভাতার অতিরিক্ত ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় নারী নেতৃত্ব বিকাশে সিপিপিতে নারী স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা ৫০ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে যা আগে ছিলো ৩০ ভাগ। এতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগাম সতর্কীকরণ ও জীবন রক্ষাকারী সেবাসমূহে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধির কারণে ঘূর্ণিঝড়ে নারী মৃত্যুর হার কমেছে। ঘূর্ণিঝড়ে নারী-শিশু ও পুরুষ মৃত্যুর অনুপাত ১৯৭০ সালে ছিল ১৪:১, ১৯৯১ সালে ৫:১, ২০১৭ সালে ২:১ যা ২০২০ সালে ১:১-এ নেমে এসেছে। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকগণের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ক্যাম্পসমূহে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্ভব হয়েছে। আশ্রিতদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবক বৃদ্ধির সাথে ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের মৃত্যু হ্রাস

With the increase of volunteers the number of death due to cyclones has decreased

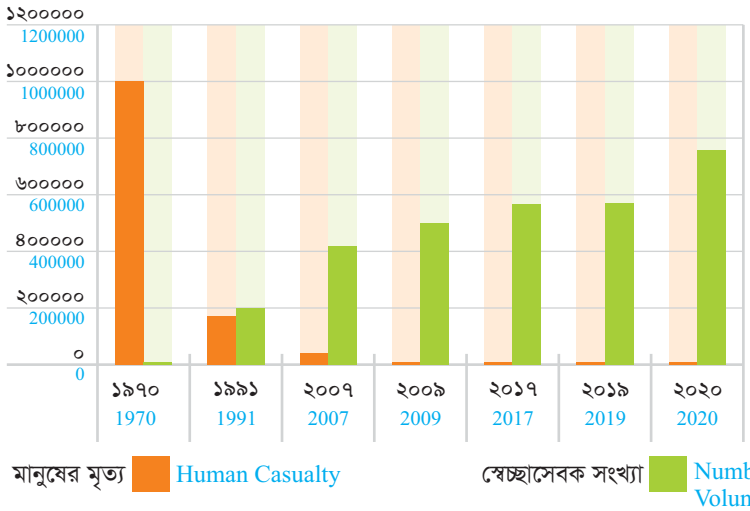

The financial capacity of CPP in fiscal year 2021-2022 budget allocation was increased to BDT 0.27 billion from BDT 21.8 million in fiscal year 2008-2009. There was no allocation of budget for other sectors apart from salary and remuneration up to 2008-2009. In fiscal year 2021-2022, BDT 100.5 million has been allocated excluding salary and remuneration.

The percent of women volunteers has been increased to 50% from 30% as per the instructions of Hon'ble Prime Minister. Thus, the participation of women increased in disaster risk reduction. The increasing participation of women in early warning system and life-saving services has lowered the rate of female death caused by cyclone. The women-children vs man casualty ratio was 14:1 in 1970, 5:1 in 1991, 2:1 in 2017. It has come down to 1:1 in 2020.

The disaster risk management activities have lowered the disaster risk in the camps of forcibly displaced Myanmar nationals. The displaced people have been trained to combat disaster and thus the capacity has been enhanced.

নারী স্বেচ্ছাসেবক বৃদ্ধির সাথে ঘূর্ণিঝড়ে নারী-শিশুর প্রাণহানির তুলনামূলক চিত্র

Increased Number of Women Volunteer vs Decreased Women-Children Death in Cyclone

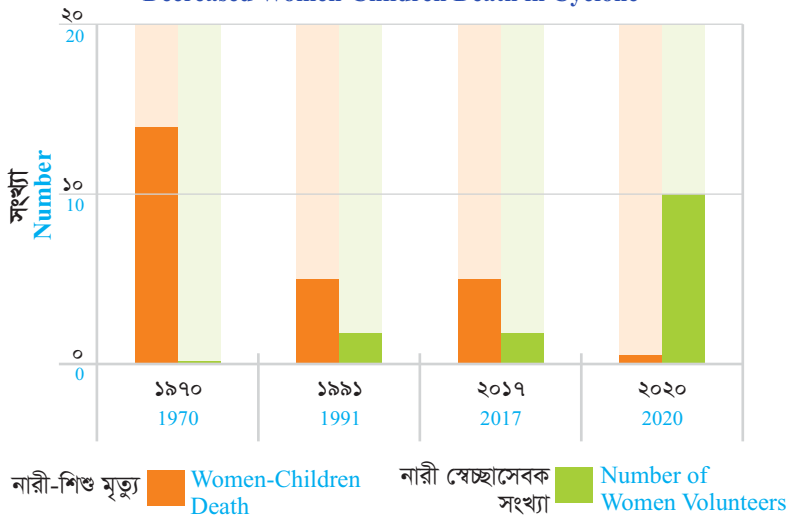

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ সকল উদ্যোগের ফলে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সিপিপির সুনাম আজ সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত। সিপিপির কর্মকাণ্ডের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও এর অভিযোজন সম্পর্কে উপকূলের মানুষ এখন অধিকতর অবহিত, সচেতন ও দুর্যোগ সহনশীল। জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুর্যোগে সাড়াদান সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের প্রাণহানির সংখ্যা ১৯৭০ সালের ১০ লক্ষ থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক অংকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় সিপিপি এখন অনেক বেশি সক্ষম। ঘূর্ণিঝড়ের পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা, নৌ-যানডুবি, নদীভাঙনসহ অন্যান্য দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, ভুমিকম্প, বজ্রপাত, ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগে সাড়া প্রদানের দক্ষতা অর্জন করেছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারে কাজ করছে। সিপিপির মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা দল কোভিড-১৯ এ মৃত বেওয়ারিশ লাশ দাফন-কাফন ও সৎকারের ব্যবস্থা করছে। মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে সিপিপি'র ২৭ জন স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব পালনকালে জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের নজির সৃষ্টি করেছেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা

শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঝুঁকি তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ সতর্কবার্তা রেডিও, টেলিভিশন ও মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রচারণার পাশাপাশি সার্বক্ষণিক দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে Interactive Voice Response (IVR) চালু করা হয়েছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে হালনাগাদ দুর্যোগের পূর্বাভাস ও আবহাওয়াবার্তা জানা যাচ্ছে। যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ১০৯০ ডায়াল (টোল ফ্রি) করে আবহাওয়া

The pragmatic measures of Sheikh Hasina have spread the fame of CPP all over the globe surpassing the national boundary. The people of coastal area are more risk informed, aware and disaster resilient as a result of CPP activities. The capacity of disaster response has been increased in the community. Thus the number of death has been reduced to single digit which was about one million in 1970.

CPP is now more capable in combating disaster. In addition to cyclone, CPP has achieved the capability to respond to road accident, water vessel capsizes, riverbank erosion along with other disasters such as: flood, earthquake, thunderstorm and landslide. The CPP volunteers are working to raise Covid-19 awareness. The dead body management team of CPP has been working to bury and cremate the unidentified dead bodies during COVID-19 pandemic. To save people from cyclone, 27 CPP volunteers have set precedence by sacrificing their lives during rescue operation.

Disaster Management, Information and Communication Technology in Building Digital Bangladesh

In Disaster Early Warning

With the guidance of Sheikh Hasina, risk information management has been developed using information and communication technology for the implementation of Digital Bangladesh. Interactive Voice Response (IVR) has been introduced as a fast and more effective method of disseminating disaster warnings in addition to radio, television and loud-hailer. This technology is providing updated disaster forecasts and weather messages. Dialing 1090 (toll free) from any mobile phone one can know about weather forecast, warning signal of river ports, daily weather messages, cyclone warnings, rise and fall of water level of

ঘূর্ণিঝড়ের পর সড়ক যোগাযোগ পুনর্স্থাপনে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতা

Women volunteers at restoring road communication after cyclone

বার্তা, নদী বন্দরসমূহের জন্য সতর্কসংকেত, দৈনন্দিন আবহাওয়াবার্তা, ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কসংকেত, নদ/নদীর পানি হ্রাস বৃদ্ধির অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অবহিত হওয়া যাচ্ছে। এ বার্তাকে আরও বেশি জনবান্ধব করার লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি) থেকে যে কোনো দুর্যোগের আগামবার্তা দ্রুত সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

river. In order to make this message more people-friendly, measures have been taken to broadcast disaster warning messages in local languages/dialect through community radio. The National Disaster Response Coordination Center (NDRCC) is disseminating early warning message and forecast of any disaster to the people concerned quickly.

উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে

শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina
in Disaster Risk Reduction
through Development Projects

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

Disaster risk reduction through social safety net programme

উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শেখ হাসিনা

বিগত কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিক উন্নয়নের কারণে বিশ্বে বাংলাদেশ এখন 'উন্নয়নের রোল মডেল'। বাংলাদেশ বর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক উন্নয়ন সূচকে উন্নতি এবং সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। গত দশ বছরে প্রায় সাত শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হতে চলেছে। তবে ঝুঁকি অবহিতিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনার অপর্যাপ্ততা এবং দ্রুত নগরায়ণের ফলে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ শহর ও নগরের বিকাশ ঘটছে যা টেকসই উন্নয়নের পথে অন্তরায় হতে পারে। এজন্য, পরিবর্তনশীল ঝুঁকির পরিবেশ, দুর্যোগের তীব্রতা এবং ফলাফলের বিবেচনায় দুর্যোগ সহনশীলতা উন্নয়নে একটি বাস্তবমুখী অবস্থা বজায় রাখা জরুরি। এ উপলব্ধি থেকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস তথা সহনশীলতা তৈরির উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার নীতি হলো 'সকল আপদের বিপরীতে দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জন' (Winning resilience against all odds). উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

দুর্যোগ ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণ

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচি

সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৬৫ জন। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে ২৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৯৫ জনে উন্নীত হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি

Sheikh Hasina in Disaster Risk Reduction through Development Projects

Bangladesh has been applauded as the 'role model of development' in the world for persistent development in last couple of decades. The sustained growth of economy, improvement in social development index and overall socio-economic development have made it happen. Bangladesh with around seven percent economic growth for a decade is going to be a middle income country in 2021. The proliferation of fast urbanization results in a number of hazardous city and town that could pose obstacle in the way of sustainable development. That is why, it is important to develop disaster resilience in the wake of the ever-changing state of the environment and the intensity of disaster as part of reality check. Thus, Sheikh Hasina has come up with a policy of winning resilience against all odds after realizing the grave situation.

The Expansion of Disaster Inclusive Food Security and Social Safety Net Programme

Rural Infrastructure Maintenance (Kabikha/Kabita) Programme

The measures including the construction and reconstruction of damaged rural infrastructure due to natural disaster, fulfilling the demand of electricity and renewable energy generation and adaptation for climate change-induced situation and food security and social safety net have been taken under this program. The number of beneficiary of this program was 0.33 million in fiscal year 2008-2009. In fiscal year 2019-2020, it increases 27 times and the number of beneficiary has become 3.85 million. The implementation of this program has secured the employment opportunity and income generation for the

হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

poor. Thus the food security has been ensured and the income of the poor has been enhanced. It impacts positively on stabilization of food supply and alleviation of the poverty.

কাবিখা/কাবিটা: উপকারভোগীর সংখ্যা

Food for Work/Cash for Work: Number of Beneficiaries

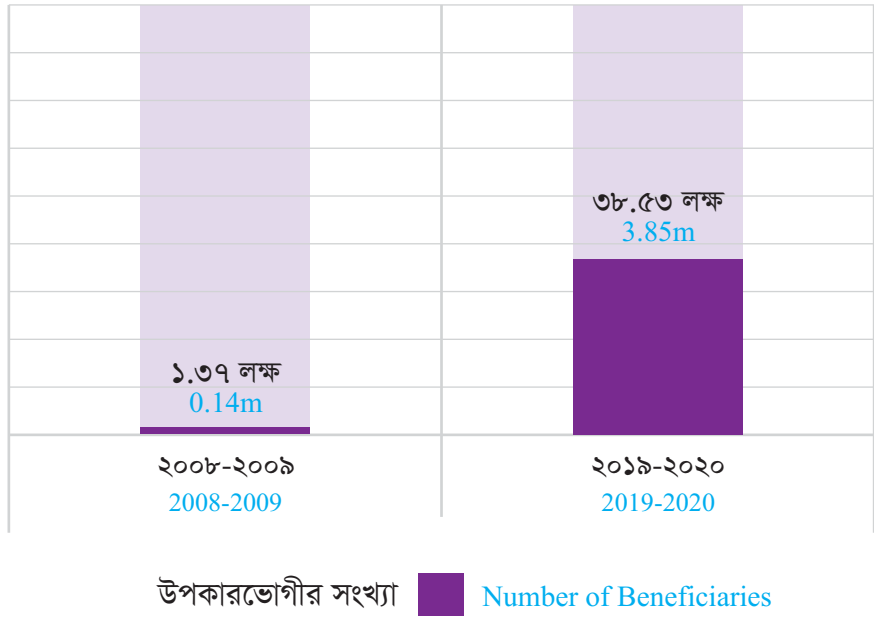

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে টিআর কর্মসূচির সম্প্রসারণ

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেস্ট রিলিফ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৭২ জন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫১২ জনে।

The Expansion of TR Program in Rural Socio-economic Development

The number of beneficiaries under the TR Program for Rural Infrastructure Development, Maintenance, and Socio-Economic Development for Disaster Risk Reduction in FY 2008-2009 was 0.34 million. In the fiscal year 2019-2020, the number increased to 3.3 million.

এ সকল কর্মসূচির কারণে গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে।

As a result of these programmes, it has been possible to create employment for the relatively weak and poor people in the rural areas as well as maintain the rural communication system.

টিআর: উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ)
TR: Number of Beneficiaries (Lacs)

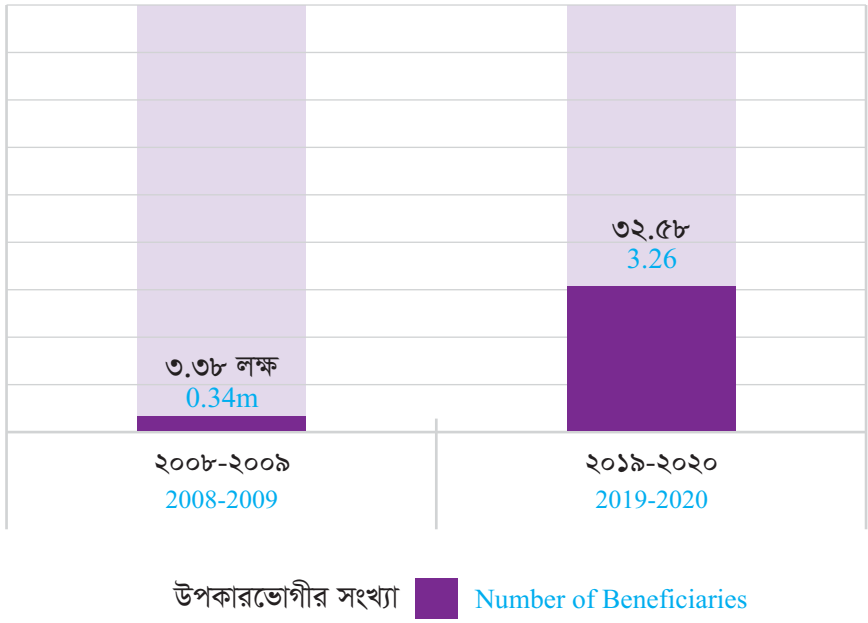

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ অতিদরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি (ইজিপিপি) সরকারের অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি। কর্মহীন মৌসুমে কর্মক্ষম বেকারদের স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দুস্থ পরিবারগুলোর দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ৮০০ কোটি টাকা

Employment for the Rural Unemployed Poorest through Employment Generation Programme for the Poorest

The 'Employment Generation Program for the Poorest (EGPP)' is one of the government's Social Safety Net programmes. The number of beneficiaries under this programme for the purpose of alleviating the poverty of working poor families through

ইজিপিপি: বরাদ্দ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা

EGPP: Allocation & Number of Beneficiaries

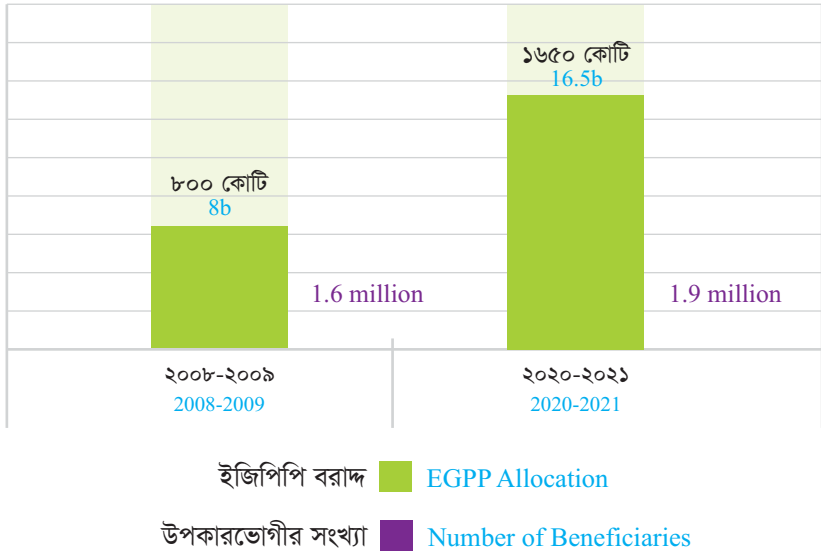

ব্যয়ে উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৫৩ জন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৮২৯ কোটি টাকা ও উপকারভোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩২ জন। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৬৫০ কোটি টাকা ও উপকারভোগীর সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ১০২ জন।

এর ফলে গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অতিদরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ, পুকুর খনন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ, বজ্র নিরোধক দন্ড, গ্রামীণ রাস্তা মেরামত/সংস্কারের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।

short-term employment in the lean season was 1.7 million in the Fiscal Year 2008-2009 costing BDT 8 billion. In the Fiscal Year 2019-2020 the number of beneficiaries reached 0.97 million costing the amount BDT 8.29 billion and in the Fiscal Year 2020-2021 the number of beneficiaries reached 1.9 million costing the amount BDT 16.5 billion.

This program has facilitated the generation of employment for the rural vulnerable and ultra-poor people. The food security has been ensured for the target population. The disaster risk has been reduced through a number of measures including the digging of canals, construction of dams, digging of ponds, installing lightning arrester pole, construction of reservoirs for rainwater conservation, and renovation of rural roads.

দুর্গম এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ

সোলার সিস্টেম স্থাপন: বর্তমান সরকার কাবিখা ও টিআর কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার সোলার সিস্টেম স্থাপন করেছে।

দুর্গম এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা থাকার ফলে গ্রামীণ জনপদে শিক্ষা বিকাশে অবদান রাখছে। কমিউনিটি ক্লিনিক, ধর্মীয় উপাসনালয় ও হাট-বাজারে সোলার বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে জনগণের চলাচল, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানসহ জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামীণ রাস্তা, আশ্রয়কেন্দ্র ও এর সংযোগ সড়কে সৌরবিদ্যুতের সুবিধা থাকায় যাতায়াত নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে।

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে জিআর (চাল) ও নগদ টাকা

শেখ হাসিনার উদ্যোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৬৬ হাজার পরিবারের মাঝে ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৮৯ মেঃ টন এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১ কোটি ১১ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৪৪ পরিবারের মাঝে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেঃ টন জিআর চাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২২ লক্ষ ১৬ হাজার ১০০ পরিবারের মাঝে ১১০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৪ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারের মাঝে ৭১ কোটি টাকা জিআর নগদ হিসেবে বিতরণ করা হয়।

Solar Power in Remote Village

Installation of Solar Systems: The present government has installed a total of 14.4 million solar systems from Fiscal Year 2015-2016 to Fiscal Year 2019-20 under the projects like *Kabikha* (Cash for Work) and Test Relief (TR).

The accessibility of solar power in remote area has been playing a vital role to improve the overall condition of education. The provision of solar power has ensured better lifestyle, social security and employment generation through ensuring electricity in community clinics, religious shrines, and market places. The availability of solar power has facilitated safe passage in grassroots level roads, shelters and connecting roads.

GR (Rice) and Cash support to Enhance Food and Financial Security of the Poorest

Through the initiative undertaken by Sheikh Hasina, the scope of the food security program has been largely expanded to ensure food and financial security of the poorest.

In the Fiscal Year 2019-2020, 0.24 million matric ton GR rice were distributed among 16.1 million families and in the Fiscal Year 2020-2021, 0.12 million matric ton GR rice were distributed among 11.1 million families. Apart from that, in the Fiscal Year 2019-2020 BDT 1.1 billion was distributed among 2.2 million families and in the Fiscal Year 2020-2021, BDT 0.71 billion was distributed among 1.4 million families as GR cash.

The food security for the disaster-affected and vulnerable families through the above-mentioned programs is being ensured. In addition, food security has been ensured for

এ সকল কর্মসূচির কারণে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অসহায় পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে। অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি করোনা মহামারী চলমান অবস্থায় কর্মহীন জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রেখেছে। এতিমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং, শিশু সদন, অনাথ আশ্রমে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী খাদ্য সহায়তা পেয়েছে। গ্রামীণ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় নিহত/আহত ব্যক্তিদের পরিবারকে দেওয়া বিশেষ আর্থিক সাহায্য দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি)

টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ সহনশীলতার গুরুত্ব অনুধাবন করে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি) শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। চারটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধিতা

primary-level students who are potentially at risk of malnutrition. It has also played a vital role in alleviating the poverty of the unemployed people during covid-19 pandemic. The institutions dedicated to the support of helpless people including Orphanage, Child Home have received food aid as a measure to support the poor and disadvantaged people. The living standards of the rural vulnerable people have been improving. The special financial assistance to the indigent families of persons killed/injured in natural disasters as well as accidents has eventually contributed to poverty alleviation.

National Resilience Programme (NRP)

Recognizing the importance of Disaster Resilience for Sustainable Development, an integrated program called National Resilience Programme (NRP) has been adopted. The key objectives of the programme is to develop and implement strategies and tools for formulating and implementing disability

ধ্বংসস্তূপে আটকেপড়া মানুষ উদ্ধারের কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ
Training on rescuing people from collapsed infrastructure

অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কৌশল ও টুলস উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত ফলাফল অর্জিত হয়েছে:

ভূমিকম্পের কার্যকর প্রস্তুতি মডেল তৈরির জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশন, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি ও সুনামগঞ্জ পৌরসভায় পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এর আওতায় ১৬০০ জন নগর স্বেচ্ছাসেবককে ভূমিকম্প সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমিকম্প ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণপূর্বক ১০টি ওয়ার্ডের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

পানির নিমজ্জন মাত্রা নির্ণয় করে বন্যার বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কুড়িগ্রাম ও জামালপুরে বন্যা প্রস্তুতি মডেল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার ও বন্যা প্রস্তুতির জন্য ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে। পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে ডায়নামিক ফ্লাড রিস্ক মডেলের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বন্যার আগাম সতর্কীকরণ মডেল মাঠ পর্যায়ে পাইলটিংয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে।

inclusive, gender responsive and risk informed plans under the four-ministry programme. The following results have already been achieved under this programme:

Pilot activities are being implemented in Rangpur City Corporation, Tangail, Rangamati and Sunamganj municipalities to create models for effective earthquake preparedness. So far, 1,600 urban volunteers have been trained in earthquake search and rescue. Contingency plans have been prepared for 10 word by assessing the earthquake risk and vulnerabilities.

A flood preparedness model is being developed and implemented in Kurigram and Jamalpur to provide scientific forecasts of floods to the people through local volunteers by determining the level of water inundation. 1500 volunteers have been deployed to disseminate the warning and prepare for the flood. A draft of Dynamic Flood Risk Model based on water immersion level has been formulated. The implementation of

বন্যাপ্রবণ এলাকায় গ্রামীণ রাস্তা ভাঙন প্রতিরোধে সুরক্ষা দেওয়াল

Retaining wall to protect village roads in flood prone areas

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভূক্তিমূলক করার নিমিত্ত একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসংক্রান্ত মডেল তৈরির জন্য অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি (ইজিপিপি)-এর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কর্তৃক গৃহীত স্কিমকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভূক্তিকরণের লক্ষ্যে খসড়া নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের শিক্ষণের ওপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এ মডেল বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) মডেল উন্নয়নে একটি পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাইলটিং-এর শিক্ষণ ব্যবহার করে একটি নীতি সুপারিশ পেশ করা হবে যাতে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতার বিষয়াবলি বিবেচনা করা হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট টুলস (ডিআইএ) ও ডিজাস্টার রিস্ক ইনফরমেশন প্ল্যাটফরম (DRIP) তৈরি করা হয়েছে। অবকাঠামোগত সহনশীলতা অর্জনের অংশ হিসেবে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বাংলায় ও ইংরেজিতে প্রণয়ন করা হয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্ধার সরঞ্জামাদি ও ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি ক্রয়, দ্রুত ও কার্যকর পূনর্বাসন, পুনরুদ্ধারসহ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করা হবে।

early flood warning model will be recommended through field level piloting.

A pilot project has been undertaken to include social security programmes in disaster risk reduction. To create a model in this regard, the Employment Generation Programme for the Poorest (EGPP) is being tested. The draft guidelines have been prepared to incorporate disaster risk reduction into the schemes adopted by the Social Security Program.

A piloting activity is being implemented to develop the Disability inclusive Disaster Risk Reduction (DiDRR) model. A policy recommendation will be proposed using lessons learnt from piloting to consider disability issues at all stages of disaster risk management.

The Disaster Impact Assessment Tools (DIA) and the Disaster Risk Information Platform (DRIP) have been developed to include disaster risk reduction in development plans. The asset management systems have been created as part of achieving infrastructural sustainability.

Under this program, Standing Orders on Disaster (SOD) 2019, National Plan for Disaster Management 2021-2025 have been formulated in Bengali and English.

The Disaster Risk Management Enhancement Project

The project will enhance the capacity building of the Department of Disaster Management and the Fire Service and Civil Defence through purchasing rescue and firefighting equipment, fast and effective rehabilitation, the repair and reconstruction of the infrastructure damaged due to flood and cyclone. The fast and effective rehabilitation program is being taken under this project. Through the repair and reconstruction of the important infrastructure for the people, the disaster reduction and the operation of economic activities have been

স্ট্রেংদেনিং অব দি মিনিস্ট্রি অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ প্রোগ্রাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (SMoDMRPA) প্রকল্প:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় সমাজের দরিদ্রতম পরিবারসমূহের কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমতা আনয়ন, সক্ষমতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর দরিদ্র বান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির সুষ্ঠু তদারকি ও নীতি নির্ধারণে সহায়তার জন্য বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ/বিতরণ কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি ডাটাবেইজ আকারে সংরক্ষণ করার জন্য ওয়েবসাইট ভিত্তিক Safety Net Systems for the Poorest-Management Information System (SNSP-MIS) স্থাপন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচির তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়ন, স্বচ্ছতা, সুশাসন এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পদ বিতরণে প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে এবং দুর্যোগ অভিঘাতে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্রতম পরিবারসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধা প্রদানে সহায়তাকরণ হচ্ছে।

দুর্যোগ প্রশমন, ঝুঁকিহ্রাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

সিডর-কবলিত জনগণের পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধারে Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে জরুরি সন্ধান ও উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ইমার্জেন্সি পিকআপ, মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স বোট, সি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বোট, মেগাফোন ইত্যাদি সরঞ্জামাদি প্রদানসহ সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে

playing role to reduce poverty which is an significant tool for sustainable development.

Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Program Administration (SMoDMRPA) Project

The poor friendly programs have been implemented, as per the instructions given by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, for the welfare of the poorest families of the society through ensuring equity, efficiency and transparency in the execution of major social safety net programs in the field level. A website based on the Safety Net Systems for the Poorest-Management Information System (SNSP-MIS) is being developed to store the relevant database and the detailed allocation/distribution activities in various sectors to ensure proper monitoring and policy formulation of this program. This project has facilitated the development of the information system of social safety net programs and the overall information system of the disaster management. The culture of transparency, accountability and good governance has been enhanced through administrative management, information management of the programs and development of the monitoring system. The food security of the target population is being guaranteed through the development of selection management of genuine beneficiaries in the distribution process of resources. The vulnerable and disaster-affected families have been assisted through social safety net programs.

Disaster Mitigation, Risk Reduction and Capacity Building

The project titled- 'Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)'- has been implemented for the rehabilitation and recovery of the Sidr-affected people. The logistics including emergency pick-up, mobile ambulance boat, see and search rescue boat and megaphones and capacity

সম্পদসহ আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা সহজতর হয়েছে। জেলেসহ অন্যান্য পেশার মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা সম্ভব হয়েছে। সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় সামর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে।

সন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি

Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and other Disaster প্রকল্পের আওতায় ২০৬ কোটি ২৩ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে ৩য় মেয়াদে আরো ২ হাজার ২শত ৭৫ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ভূমিকম্প ও অনান্য দুর্যোগকালে সন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হচ্ছে।

দুর্গত মানুষের জরুরি আশ্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম মজুদ রাখা আছে। এ কর্মসূচির কারণে ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে সাড়াদান প্রস্তুতি বেড়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সশস্ত্রবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, সিপিপিসহ সংশ্লিষ্ট সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে।

অভিযোজন কার্যক্রম

ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য অভিযোজন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত অতি দরিদ্র পরিবারকে নিজগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছে। দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ প্রদানের ফলে অতি দরিদ্র পরিবারের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

building training have been provided to conduct emergency search and rescue program. People have been evacuated to shelters with valuable belongings from at risk area. It has also made total evacuation process easier. The protection of lives and property of the fishermen and other professionals has been ensured. Local capacity building has been enhanced to run search and rescue operation and thus the disaster-incurred loss has been reduced.

Search and Rescue Equipment

Equipment for the search and rescue activities costing BDT 2.06 million has been procured under the project titled- 'Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and other Disaster'. Another project of purchasing cutting-edge rescue and search equipment costing BDT 22.99 billion has already been initiated.

Moreover, modern essential equipment, machinery and vehicles in order to conduct rescue operations in earthquakes and other disasters have been provided to the Fire Service and Civil Defense Department, Armed Forces and other concerned emergency response agencies.

Adequate tent and other equipment have been stored for emergency shelter facilities of disaster-affected people. Preparedness in response to earthquakes and other disasters has been enhanced. The capacity of Fire Service and Civil Defense Department, Armed Forces, Bangladesh Police, Bangladesh Coast Guard and other concerned emergency response agencies has been enhanced. The loss of life and property due to the disaster has been reduced.

Adaptation Activities

A number of rehabilitation activities have been implemented for the families affected by cyclones including Sidr and Aila. The poorest as well as affected families have been rehabilitated in their own villages by providing them with disaster-resilient housing. The disaster-resilient house has reduced the risk of the

বহুমুখী অভিগম্য উদ্ধার নৌকা সরবরাহ

বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে বন্যা কবলিত জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী, শিশু ও প্রবীণদের অভিগম্যতা ও কার্যকর সন্ধান এবং উদ্ধারের জন্য বহুমুখী উদ্ধার জলযান তৈরি করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে ৬০টি উদ্ধারযান সরবরাহ করা হবে। ইতোমধ্যে ৮টি নৌকা সরবরাহ করা হয়েছে ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ নারী, শিশু ও প্রবীণদের উদ্ধার কার্যক্রম সহজ হওয়াসহ বন্যায় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে।

উপকূলীয় অঞ্চলে পানি বিশুদ্ধকরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম

প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকূলীয় এলাকার জনগণের জন্য লবণাক্ত পানি পরিশোধনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে

poorest families. The food security has been enhanced for the target population due to employment opportunity.

Supply of Multipurpose Accessible Rescue Boat

The rescue boats have been constructed in such a way that is accessible for the search and rescue of persons with disabilities along with women, children, and senior citizens. A total 60 rescue boats will be provided to the people of flood prone districts, under this initiative. As these rescue boats are accessible for the search and rescue of persons with disabilities along with women, children, and senior citizens, it will reduced the loss of life and property during flood.

Drinking Water Purification and Supply Program in

বহুমুখী অভিগম্য উদ্ধার নৌকা
Multi-purpose accessible rescue boat

৩০টি ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২১টি ফিক্সড টাইপ স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

এ উদ্যোগের ফলে বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পানি সংগ্রহে নারীদের দুর্ভোগ কমেছে। পানিবাহিত রোগ-বালাই কমেছে।

মাল্টি-হ্যাজার্ড ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট, ম্যাপিং ও মডেলিং (MRVA) কার্যক্রম

দেশব্যাপী আপদভিত্তিক বিপদাপন্নতা নিরূপণ, মানচিত্রায়ন ও মডেলিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, সুনামি, ভূমিকম্প, ভূমিধস ইত্যাদি আপদের ঝুঁকি নিরূপণের জন্য প্রাথমিক তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

Coastal Areas

Around 30 truck mounted saline water treatment plants have been provided to supply safe drinking water through purification of saline water to the coastal area people at a cost of BDT 1.5 billion. Apart from that 21 fixed saline water treatment plants have been prepared. This measure has increased the chance of the availability of pure drinking water which in return lessened the water collection related sufferings of women. Water-borne diseases have also been reduced.

Multi-hazard Risk and Vulnerability Assessment (MRVA) Programs

The hazard-based vulnerability assessment, mapping and modeling have been conducted across the country. Apart from that preliminary database has also been created to assess the risk of floods, droughts, tsunamis, landslides. A number of measures have been taken to train the related people of district and

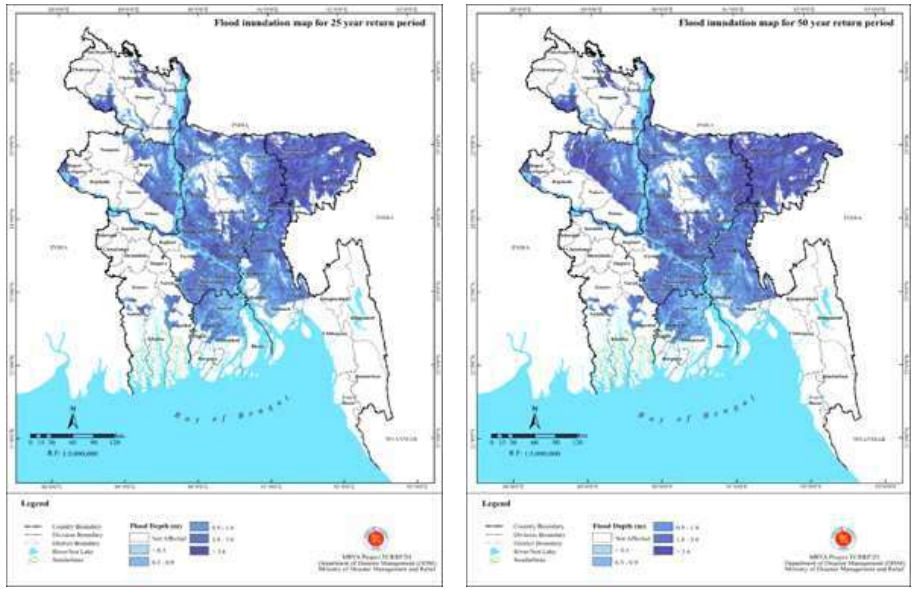

বন্যা প্লাবিত এলাকার ২৫ ও ৫০ বছরের নিমজ্জিত হওয়ার ধারণা চিত্র

Flood inundation map for 25 and 50 years return period

প্রণয়ন সহজতর হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সাথে সংগতিপূর্ণ দৃশ্যকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ডাটাবেজ প্রণয়ন

উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি ওয়েবসাইট ভিত্তিক ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তথ্যভান্ডারে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর কাঠামোগত এবং ভৌগোলিক অবস্থান (অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ), ব্যবহার উপযোগিতা, ধারণক্ষমতা, ইত্যাদি সংরক্ষণ করা আছে। এ তথ্য ব্যবহার করে নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সঠিক স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। গমনাগমন সহজ হওয়ায় অধিকসংখ্যক মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিচ্ছে। ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও মেরামতের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণসহ মেরামত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

পাঠ্যসূচিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্তি

শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১৭টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় চালু করা হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর মাধ্যমে তৃতীয় হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঠ্যসূচিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্তির ফলে বছরে প্রায় ২ কোটি ২২ লক্ষ শিক্ষার্থী এ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের ফলে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় টাস্ক ফোর্স সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'প্রতিবন্ধিতা-বান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল' এবং 'দুর্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কার্যকর

upazilla level disaster management committee in order to enhance the capacity.

Therefore, the activities including disaster risk reduction and the formulation of development planning have been facilitated with the availability of the reliable data and information.

The formulation of planning has enhanced the institutional capacity in planning. A scenario-based planning has been formulated which complies with the Delta Plan 2100.

Creation of Cyclone Shelter Database

The detailed information about cyclone shelters, built in coastal areas, has been stored in the website-based database. The database also preserves the structural and geographical location (latitude/longitude), usability and capacity of the shelter. It has been easier to determine the exact location of new cyclone shelters using the available data. A large number of people are willingly taking shelter in shelters as suitable routes are ensured to bring people to shelters during cyclones. As a result, the loss of lives and property has been reduced. It has also been viable to determine the need assessment for management and repair of shelters.

Inclusion of Disaster Management in Curriculum

As per the directives of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, Disaster Management, as a subject in graduation and post-graduation level, is taught at 17 public and private universities. The lessons about disaster Management and climate change have been included in the textbooks for grades 3 to 12 through the National Curriculum and Textbook Board (NCTB).

Due to the inclusion of disaster management in curriculum, around 22.2 million students have the privilege to learn about disaster related aspects. The culture of disaster risk reduction has been flourished and thus the development of human resource has facilitated the creation of professionalism in disaster management.

প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছেন মিজ সায়মা ওয়াজেদ
Ms Saima Wazed is addressing in an international conference on disability

ক্রাইসিস প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ফর মেন্টাল হেল্‌থ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
Training on Crisis Preparedness and Management for Mental Health

যোগাযোগ স্থাপন এবং নিরাপদ উদ্ধার ও অপসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল' প্রণয়ন করা হয়েছে। মডিউল দুটির আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

এছাড়াও সন্ধান ও উদ্ধার, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গণমাধ্যমকর্মী ও বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ২৯ হাজার ৯ শত ৬৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ উদ্যোগের কারণে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী ও প্রশিক্ষকদল তৈরি হয়েছে। এছাড়াও দুর্যোগে মনোসামাজিক সহায়তা প্রদানে দক্ষ সাড়াদানকারী তৈরি হয়েছে যা ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে সক্ষমতা উন্নয়নসহ এ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যবস্থাপনায় ২০১৭ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার

Disability Inclusive Disaster Risk Management Training

As per the decision in the meeting of the National Task Force on Disability Inclusive Disaster Risk Management, the 'Disability Friendly Disaster Risk Reduction Training Module' and 'Establishing Effective Communications with the Persons with Disability during Disaster and Safe Rescue and Evacuation Module' have been formulated. And the affairs of training are being conducted in light of these two training modules.

A total of 29,963 members of government and non-government employees, public representatives, volunteers, teachers, students, media personnel and disaster management committees of numerous levels have been trained in the activities including search and rescue, crisis management and information technology.

A pool of skilled workers and trainers have been created to reduce disaster risk. A group of skilled responders have been developed to provide psychosocial support to disaster survivors. They are also contributing to capacity building at individual and social level.

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ (আইডিএমভিএস) ও দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাচ্ছে। এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে একটি আনুষ্ঠানিক ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব তৈরি হয়েছে। এ ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমের ফলে হাতে কলমে শিক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ পেশাদারিত্ব তৈরি হচ্ছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান সমৃদ্ধ গবেষক তৈরি হচ্ছে।

মনোসামাজিক সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

দুর্যোগ বা সংকটের পরে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিকভাবে মনোসামাজিক সেবা গ্রহণ করলে তা পরবর্তী মানসিক সমস্যা ও রোগমুক্তিতে সাহায্য করে। দুর্যোগ বা অন্য কোন ঘটনার আকস্মিকতায় সৃষ্ট ট্রমা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে International Focal Person for the Advocacy Group on Inclusive Disaster Risk Management এবং Chief Advisor of the National Task Force on Disability inclusive Disaster Risk Management মিজ সায়মা ওয়াজেদ-এর পরামর্শে মার্কিন মনোবিজ্ঞানী জোয়ান বায়রন-এর সহায়তায় মোট ১৯৪ জনকে মনোসামাজিক বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ ও ৯৫ জনকে ক্রাইসিস রেসপন্ডার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্রাইসিস রেসপন্ডারগণ দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড বা ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ভিকটিমদের মনোসামাজিক সেবা প্রদান করছে যা ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে সক্ষমতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক

দুর্যোগে প্রাথমিক সাড়াদানকারীদের সহযোগিতা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ কার্যকর ভূমিকা রাখছে। দেশে এ পর্যন্ত ৫০ লক্ষের অধিক স্বেচ্ছাসেবক দুর্যোগ সাড়াদানে ভূমিকা রেখে আসছে। এদের মধ্যে সিপিপি'র বর্তমানে ৭৬ হাজার ২০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে যার প্রায় অর্ধেক নারী। এছাড়াও, ৪৬ হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবক, প্রায় ২৪ লক্ষ আনসার-ভিডিপি, ২০ লক্ষ স্কাউটস, ৪ লক্ষ বিএনসিসি এবং গালর্স গাইডের ৪ লক্ষ সদস্য যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিশাল প্রশিক্ষিত

Internship Programs

The students of the Institute of Disaster Management and Vulnerability Studies (IDMVS) and the Department of Disaster Science and Management of University of Dhaka, under the patronization and management of the Ministry of Disaster Management and Relief, have been privileged to do internships since 2016. This has facilitated formal and strategic partnership in the field of disaster management research.

With the help of practical training, skilled professionalism in disaster management is being created. A pool of skilled researchers, enriched in theoretical and practical knowledge, is being created.

Training on Psychosocial Services

When the victims receive psychosocial services immediately after a disaster or crisis, it plays vital role in the recovery process of psychological problems. A total of 194 people were trained about psychosocial affairs and 95 more people were trained as crisis responders according to the advice of Ms. Saima Wazed, International Focal Person for Disability Inclusive Disaster Risk Management and Chief Advisor of National Task Force on Disability Inclusive Disaster Risk Management, and with the help of the American Psychologist Joan Byron with a view to overcoming trauma caused by disaster or any other accident. The trained crisis responders have been imparting psychosocial services to the victims of disasters including cyclone, fire incident which help enhance capacity building in personal and social level.

Volunteers in Disaster Management

The volunteers have been playing effective role to assist the primary responders of the disaster. In the country, more than 5 million volunteers, so far, have been playing a role in disaster response. Among these, the CPP currently has 76,020 trained volunteers and 50 percent of them is women. In addition to that, there are 46,000 urban volunteers, about 2.4 million Ansar-

করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম
Disinfection activities of urban volunteers to prevent the spread of Corona virus

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী দেশের যে কোন দুর্যোগে সাড়াদানকারী প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। দুর্যোগে মানুষের সচেতনতা বাড়ানোসহ জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যকর ভূমিকার ফলে ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বড় দুর্যোগ সাড়াদানের সক্ষমতা অর্জন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, United States Army Pacific Command এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহ হতে দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে বিগত ১২ বছর ধরে ভূমিকম্প ও অন্যান্য বড় ধরনের দুর্যোগের ওপর 'Disaster Response Exercise and Exchange (DREE)' শীর্ষক মহড়া আয়োজন করা হচ্ছে।

VDP, 1.7 million scouts, 0.4 million BNCC and 0.4 million Girls Guide are prepared to fight disaster. This mammoth trained brigade of volunteers, under patronization of Sheikh Hasina, are always ready as the key supportive force to fight disaster. They have been playing an important role in reducing the loss of life and property including raising awareness of people in disasters. The participation of people has enhanced due to the effective role played by the volunteers.

Attaining Capacity to Respond to Mega Disaster

A joint venture among the Ministry of Disaster Management and Relief, the United States Army Pacific Command, and the Bangladesh Armed Forces Department have been organizing 'Disaster Response Exercise and Exchange (DREE)' drill on earthquakes and other disasters over the past 12 year with the participation of disaster management representatives from various friendly countries.

DREE এর মাধ্যমে ভূমিকম্প, অগ্নি দুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্যোগের আপদকালীন পরিকল্পনার আলোকে দৃশ্যকল্পভিত্তিক মহড়া আয়োজন করায় বাস্তব ক্ষেত্রে এ ধরনের দুর্যোগে সাড়াদান সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া দুর্যোগ মোকাবিলায় সামাজিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। DREE আয়োজন দুর্যোগে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদান মহড়া

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ও আন্তজার্তিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে নগর এলাকায় হাসপাতাল, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহ ও উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক মহড়া নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে।

এ সকল মহড়া আয়োজনের কারণে আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমিকম্প মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে সাড়াদান কাজে প্রায়োগিক বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন হয়েছে। অগ্নিকান্ড মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান, বিপণিবিতান ও কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যেগে মহড়া আয়োজন করা হয়েছে।

দুর্যোগ সচেতনতা দিবস উদ্‌যাপন

দুর্যোগে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবছর জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন করা হয় । এ সকল দিবস উদযাপনের ফলে দুর্যোগ মোকাবিলায় সামাজিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও দুর্যোগে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার হয়েছে যা জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

The contingency drill, with the help of DREE, by creating realistic disaster scenario on earthquakes, fire incident and other disasters, has enhanced the capacity to respond to disaster in real-world. Apart from that the social participation has increased in disaster response. The DREE has been playing an important role in reducing the loss of lives and property including raising awareness of people in disasters.

Disaster Preparedness and Response Drill

The disaster preparedness drills have been organized in urban areas, hospitals, markets, educational institutions, important buildings and coastal areas on National Disaster Preparedness Day and International Day for Disaster Risk Reduction.

By conducting earthquake drills as part of contingency plan, the response to disaster has developed practical skills. The capacity has been developed in fire risk reduction. Apart from positive changes were noticed during the activities of risk reduction culture in educational institutions, shopping malls and work places and the drill has been organized by institutions.

Celebration of Disaster Awareness Days

The National Disaster Preparedness Day and International Day for Disaster Risk Reduction are celebrated on two separate days in a year to raise public awareness about disasters.

The celebration of national and international days on disaster has increased social participation in disaster response. Apart from raising public awareness on disasters, the disaster preparedness has been enhanced which in return plays a vital role to reduce the loss of life and property.

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৯-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহের মডেল উপহার গ্রহণ

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina receives the model of Disaster Resilient House on the occasion of International Disaster Risk Reduction Day 2019

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২০

International Day for Disaster Risk Reduction 2020

কনভেনশন/সম্মেলন/কর্মশালা আয়োজন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ মে ২০১৫ তারিখ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সভায় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলার ধারণা ও সক্ষমতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এ নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। গত ৩০-৩১ জুলাই

Organizing conventions/conferences/workshops

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina comveyed significant instructions to develop the concept as well as capacity to deal with earthquakes and other disasters at the meeting of the National Disaster Management Council on May 6, 2015. A number of programs were undertaken in the light of those instructions. A national convention was organized from July 30,

২০১৭ তারিখ বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কনভেনশন আয়োজন করা হয়। কনভেনশনে গবেষক, সরকারি কর্মচারী, পেশাজীবী, জনপ্রতিনিধি, দুর্যোগ কবলিত এলাকার ব্যক্তিবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ধারণা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। ফলে ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ অবকাঠামোগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হচ্ছে।

2017 to July 31, 2017 on disasters including floods, cyclones, and earthquakes. The researchers, government officials, professionals, public representatives, individuals from disaster-hit areas and the representatives from voluntary organizations participated in the National Convention on Disaster Management. The discussions were focused on the concepts and technological developments in disaster management. Thus it is getting easier to adopt and implement plans for infrastructure activities including capacity building and efficiency enhancement of disaster risk management such as earthquake.

আর্তমানবতার
সেবায়

শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina
Beside the
Distressed People

বন্যার্তদের জন্য খাওয়ার স্যালাইন তৈরি করছেন শেখ হাসিনা
Sheikh Hasina is preparing Oral Saline for the flood affected people

১৪ জুলাই ১৯৯৫, টাঙ্গাইলের বন্যা-কবলিত এলাকার কৃষিজীবিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন শেখ হাসিনা
Sheikh Hasina is addressing before the farmers in the flood affected Tangail on 14 July 1995

আর্তমানবতার সেবায় শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ। শেখ হাসিনাও তাঁর বাবার সে গুণ লালন করেন। তিনি যে কোন দুর্যোগে ছুটে যান দুর্গত মানুষের পাশে। ১৯৯৮ সালে দীর্ঘস্থায়ী প্রলয়ংকরী বন্যার সময় তিনি কোটি মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার যে অভাবনীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা ইতিহাসের অনন্য উদাহরণ। মানুষের প্রতি এ অকৃত্রিম দরদের প্রতিফলন পাওয়া যায় ২০১৭ সালের আগস্টে যখন প্রায় এগারো লাখ নির্যাতিত মিয়ানমার নাগরিক বাংলাদেশের সীমান্তে ঢুকে পড়ে। আজ পর্যন্ত তিনি তাদের মায়ের স্নেহে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সারাবিশ্ব তাঁর মানবিক নেতৃত্বের প্রশংসায় মুখর।

মহামারী কোভিড - ১৯ মোকাবিলায় দৃঢ় প্রত্যয়ী শেখ হাসিনা

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত মানবিক সহায়তা হিসেবে ৭ কোটি ৪১ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০৪ জন (১ কোটি ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার ৪০০ পরিবার) উপকৃত হয়েছেন। এসকল মানুষের মাঝে ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬২৪ মে. টন চাল, ৫০৭ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯ হাজার ৪৬১ টাকা ও শিশু খাদ্য ক্রয়ে ৩৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন। ভিজিএফ এর মাধ্যমে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৮০০টি পরিবারের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

মার্চ ২০২০ মাসেই বিদেশ ফেরত মানুষের মাধ্যমে বাংলাদেশে এর সংক্রমণের ঝুঁকি বিবেচনায় দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন এ রাখাসহ ব্যাপক মানবিক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ঢাকার আশকোনার হাজী ক্যাম্পসহ অন্যান্য জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকা বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য বিছানা, খাদ্য সামগ্রীসহ অন্যান্য লজিস্টিক সেবা প্রদান করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে মানুষের জীবন রক্ষায় জনগণের চলাচল সীমিত রাখায় নিম্ন আয়ের মানুষের আয় ও জীবিকায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। উল্লিখিত কার্যক্রমের ফলে কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণের বিস্তার কমিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। অতিদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের শুরুর দিকে মার্চ ২০২০ মাসেই বিদেশ ফেরত মানুষের মাধ্যমে বাংলাদেশে এর সংক্রমণের ঝুঁকি বিবেচনায় দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টেইন

Sheikh Hasina Beside the Distressed People

Bangabandhu was a soul dedicated to the service of humanity. Sheikh Hasina also nurtures that quality of her father. She rushes to the side of the affected people in any disaster. The unimaginable initiatives she took during the protracted catastrophic floods of 1998 to feed and keep millions alive are unique examples in history. This genuine compassion for the people is reflected when about 1.1 million Forcibly Displaced Myanmar Nationals entered the border of Bangladesh from Myanmar in August 2017. Till today, she is supporting them with all out humanitarian support with the affection of a mother. The whole world is full of praise for her humanitarian leadership and honoured her as mother of humanity.

Sheikh Hasina is Firm in Dealing with the Pandemic Covid-19

From the onset of the global epidemic Covid-19 until June 2021, 74.14 million people (1.74 million families) have been benefited from humanitarian assistance. Among all these people, 0.29 million metric tons of rice, BDT 5.07 million and BDT 0.39 billion for the purpose of purchasing of baby food were allocated. Food assistance among 14.9 million and 800 families were provided through VGF.

Considering the risk of its transmission in Bangladesh through people returning from abroad in March 2020, the visionary Prime Minister Sheikh Hasina undertook extensive humanitarian assistance activities including keeping them in their institutional quarantine. All logistics services including accommodation, food items have been provided to the Bangladeshi nationals who were in institutional quarantine at Hazi Camp of Dhaka and other places. Restricting the movement of people to prevent the spread of the corona virus had a negative impact on the income and livelihood of low-income people. As a result of these activities, it has been possible to contain the outbreak of COVID 19 infection rate at

অসহায় মানুষের সহায় শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina: The friend of 'have-nots'

এ রাখাসহ ব্যাপক মানবিক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে মানুষের জীবন রক্ষায় জনগণের চলাচল সীমিত রাখায় নিম্ন আয়ের মানুষের আয় ও জীবিকায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এ পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কোভিড-১৯ সংক্রমণরোধসহ শহর ও গ্রামে নানা পেশার নিম্ন আয়ের মানুষের সহায়তায় গৃহীত কার্যক্রম:

ঢাকার আশকোনার হাজি ক্যাম্পসহ অন্যান্য জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকা বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য বিছানা, খাদ্য সামগ্রীসহ অন্যান্য লজিস্টিক সেবা প্রদান;

মানবিক সহায়তা হিসেবে ২৪ মার্চ ২০২০ হতে ২৭ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ৯৫৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩১৪ টাকা; ২ লক্ষ ১১ হাজার ১৭ মেঃ টন চাল; ৩৬ হাজার ১ শত ৫০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার প্রদান করা হয়েছে।

শীতার্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে শেখ হাসিনা

শীতার্তদের জন্য কম্বল বিতরণ ও শীতবস্ত্র ক্রয়ের নগদ টাকা হিসাবে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৯৬ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৪৩ কোটি

the community level. For the same reason, food security has been increased for the extremely poor and low-income people.

In this situation, under the direction of Hon'ble Prime Minister, the measures taken to help low-income people of various professions in cities and villages are:

Providing beds, food and other logistics for Bangladeshi citizens in institutional quarantine at Haji Camp in Ashkona, Dhaka; Providing 9.56 billion taka 0.21 million metric ton of rice from 24 March 2020 to 27 July 2021 as humanitarian assistance.

Sheikh Hasina Stands by the Cold-stricken poor people

From the financial year 2008-2009 to the financial year 2019-2020, BDT 3.97 billion 300 cash was allocated for distribution of blankets and purchase of winter clothes for the cold stricken poor people. In the Fiscal Year 2020-2021, 0.85 million families were benefited at a cost of Tk 0.43 billion. As a result, distressed and extremely poor cold stricken people have been able to prevent the cold.

টাকা ব্যয়ে ৮ লক্ষ ৫১ হাজার পরিবার উপকৃত হয়। এতে দুস্থ ও অতিদরিদ্র শীতার্ত মানুষ শীত নিবারণ করতে পেরেছে।

শেখ হাসিনা ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

শিশু খাদ্য, গো-খাদ্য, শুকনা খাবার: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ও সুচিন্তিত বিবেচনায় প্রবর্তিত শুকনা ও অন্যান্য খাবার প্রদান কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ২২৮টি পরিবারের মাঝে শুকনা প্যাকেট খাবার বিতরণ করা হয়েছে। শিশু খাদ্য হিসেবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা এবং গো-খাদ্য হিসেবে ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। উপকারভোগী ১ লক্ষ ৯৯ হাজার পরিবারের মাঝে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।

ভিজিএফ কর্মসূচি

২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৮১৪ উপকারভোগীর মাঝে ৩৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৯৫ মে. টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। ফলে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ ও দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা রাখছে এবং কর্মহীন সময়ে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার ফলে দরিদ্র মানুষের বিপদাপন্নতা হ্রাস পেয়েছে।

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ সহায়তা

২০০৮-২০২০ সময়কালে মোট ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩৩৫ বান্ডিল ঢেউটিন ও গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি হিসেবে ২৬১ কোটি ২৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫০০ টাকা ৮ লক্ষ ১০ হাজার ৯৫২ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।

২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬২৫ বান্ডিল ঢেউটিন ও গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি ৪০কোটি ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। এতে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬২৫টি পরিবার উপকৃত হয়।

Sheikh Hasina and Humanitarian Aid Activities

Baby Food, Cattle Food and Dry Food: By the initiative and thoughtful consideration of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, a total of 1.09 million packets of dry food items were distributed among 0.53 million families under the dry and other food distribution program from Fiscal Year 2015-2016 to Fiscal Year 2019-2020. Total BDT 0.27 billion was distributed to buy baby food in the Fiscal Year 2019-2020. In the Fiscal Year 2020-2021, BDT 0.1 billion is distributed among 0.2 million beneficiary families.

VGF program

From the Fiscal Year 2008-2009 to the Fiscal Year year 2020-2021, among the 0.15 billion beneficiaries, were allocated 3.6 million metric tons. This has ensured food security for the disaster affected destitute and poor people. These humanitarian activities play a major role to stable the food grain market and keeping food supply normal during lean season which reduced the vulnerability of the poor.

House Construction Assistance for the Homeless and Affected by the Disaster

During the period 2008-2020, a total of 0.49 million bundles of corrugated iron sheet and BDT 2.61 billion were distributed among 0.81 million families as housing grants.

In the FiscalYear 2019-2020 and 2020-2021, a total of 0.13 million bundles of corrugated iron sheet and housing grants of BDT 0.4 billion were distributed. It benefited 0.13 million families.

Humanitarian Assistance for the People Affected by Flash Floods in Haor area in 2017

Early flash floods in March 2017, 0.85 million families were affected in 6 districts of Haor area. The 9-month-long humanitarian assistance program for the flash flood affected people under the direction of Hon'ble Prime Minister Sheikh

হাওর এলাকার ২০১৭ সালে আকস্মিক বন্যা কবলিত জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা

২০১৭ সালের মার্চ মাসের আগাম বন্যায় হাওর এলাকার ৬টি জেলার ৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৮৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় ৯ মাসব্যাপি পরিচালিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম মানুষের দুর্ভোগ কমিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে সহায়তা করেছে। ৩ লক্ষ ৮০ হাজার পরিবারের মধ্যে ভিজিএফ হিসেবে ৩৬ হাজার ৮৪০ মে. টন চাল এবং নগদ ১১৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ৩ হাজার ৯২৪ মে. টন জি. আর. চাল এবং জি. আর. নগদ হিসেবে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির আওতায় ৯১ হাজার ৪৪৭ জন সুবিধাভোগীর জন্য ৮২ কোটি ৭ লক্ষ ৬৮৯ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এসকল কার্যক্রমের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, মৎস্যজীবী, দুস্থ ও দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা রেখেছে। খাদ্য সংকটকালীন খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার ফলে দরিদ্র কৃষক পরিবারের বিপদাপন্নতা হ্রাস পেয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সাহায্যার্থে মানবতার জননী শেখ হাসিনা

শুধু নিজ দেশ নয়, দুর্দিনে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনা বাঙালি জাতিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। মে ২০১৫ তে নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য তাঁর নির্দেশনায় নজিরবিহীন দ্রুততায় ২০ হাজার মে. টন উন্নত চাল, বোতলজাত খাবার পানি, চিকিৎসক ও উদ্ধারকারী স্বেচ্ছাসেবকদল প্রেরণ করা হয়। একইভাবে দুর্যোগের সময় এপ্রিল ২০২০ এ শ্রীলংকা, মিয়ানমার ও মালদ্বীপের জন্য বাংলাদেশ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

Hasina has helped to alleviate the suffering of the people and turn their fate around quickly. Under the VGF program, 36 thousand 840 metric tons of rice and BDT 1.15 billion in cash were distributed among 0.38 million families. In Addition, 3 thousand 924 metric tons GR Rice and BDT 23.8 million GR cash were distributed. Under the employment generation program for the extremely poor, BDT 0.82 billion was allocated for 91,447 beneficiaries. As a result of these activities, food security and employment of the affected farmers, fishermen, destitute and poor people have been ensured. It has played a positive role in stabilizing the food grain market. Keeping food supplies normal during food crises reduced the vulnerability of poor farming families.

'Mother of Humanity' Sheikh Hasina's Support to Friendly Nations in Combating Disasters

Apart from her own country, Sheikh Hasina's swift support to the friendly nations during disasters has made Bangali nation proud. In May 2015, Bangladesh sent 0.2 million metric tons rice, bottled drinking water, Doctors and rescue volunteers for the people suffering from devastating Nepal Earthquake with unprecedented swiftness under the direction of Sheikh Hasina. Similarly, Bangladesh has extended the hands of friendship to Srilanka, Myanmar and Maldives during disaster.

নিরাপদ
পারিবারিক ও সামাজিক
অবকাঠামো উন্নয়নে

শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina
in Developing Safer
Family and
Social Infrastructure

দুর্যোগে জানমাল সুরক্ষায় মুজিব কিল্লার নতুন সংস্করণ, চর কাজী মোকলেস মুজিব কিল্লা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

New edition of Mujib Killa for protecting lives and properties from disaster, Char Kazi Mokles Mujib Killa, Shubarno Char, Noakhali

নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে শেখ হাসিনা

মুজিব কিল্লা নির্মাণ- পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্দেশনায় ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়/বন্যা হতে জানমাল রক্ষার্থে বহু মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয় যা জনগণ ভালোবেসে মুজিব কিল্লা নামে অভিহিত করেন। এর ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় ও উদ্যোগে ১৬টি ঘূর্ণিঝড়প্রবণ জেলার ৮৬টি উপজেলায় এবং বন্যা ও নদীভাঙনপ্রবণ ২৪টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় বিদ্যমান ১৭২টি মুজিব কিল্লার সংস্কার ও উন্নয়ন এবং নতুন ৩৭৮টি সহ মোট ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫টি উদ্বোধন ও ৫০টি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে উপকূলীয় দুর্যোগ কবলিত জনসাধারণ ও তাদের গৃহপালিত প্রাণিসম্পদকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে রক্ষা করতে পারবে। এছাড়াও জনসাধারণের খেলার মাঠ, সামাজিক অনুষ্ঠান, হাট-বাজার হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হবে।

উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উপকূলজুড়ে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে শেখ হাসিনার সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিদ্যমান ৪,২২০টির অতিরিক্ত হিসেবে আরো ৩১০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১০টি আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কার্যক্রম চলমান। আরও ৩৬০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাবনা সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন।

এ সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হওয়ায় উপকূলীয় এলাকার প্রায় ২ লক্ষ ৫৬ হাজার বিপদাপন্ন মানুষ এবং প্রায় ৪৪ হাজার গবাদি পশুর আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নকশায় পরিবর্তন এনে গর্ভবতী, প্রবীণ ব্যক্তি এবং

Sheikh Hasina in Developing Safer Family and Social Infrastructure

Construction of Mujib Killa: Executing the Dream of Father

With the directives and guidance of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, many earthen mounds were built in different parts of Bangladesh since 1972 to protect lives and property from cyclones/floods which people affectionately call Mujib Killa. Following this, under the direction and initiative of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, an action plan has been developed to renovate 172 existing Mujib Killas in 86 Upazillas of 16 cyclone prone districts and 24 flood and river erosion prone areas and construct a total of 550 Mujib Killas including 378 new ones. Hon'ble Prime Minister has inaugurated 5 new Mujib Killas and laid 50 foundation stones. As a result, coastal disaster affected people and their livestock will be protected from cyclones and tidal surges. Apart from that it will also be used as playground, social event venue and market for the mass people.

Construction of multi-purpose cyclone shelters in coastal areas

The role of cyclone shelters in reducing the loss of life and property is undeniable. The government of Sheikh Hasina has adopted a comprehensive plan to increase the number of cyclone shelters along the coast. In addition to the existing 4220, additional 310 cyclone shelters have been constructed and construction of 10 shelters is underway. The DPP has been prepared with proposals for the construction of 360 more cyclone shelters. The newly constructed shelters were inaugurated by the Hon'ble Prime Minister.

The construction of these cyclone shelters has created shelter for about 0.26 million vulnerable people and about 44,000 cattle in the coastal areas. The design has been changed to accommodate pregnant women, the senior citizens and the persons with

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় নবনির্মিত বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, আমতলী, বরগুনা

Newly built Multi-purpose cyclone shelter in the coastal belt and cyclone prone areas, Amtoli, Barguna

প্রতিবন্ধিতাবান্ধব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়াও চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য মেডিকেল টিম ও মিডওয়াইফারি সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদের জন্য এবং শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং শিশুদের খাবার প্রস্তুতের জন্য বিশেষ কক্ষের সংস্থান রাখা হয়েছে।

বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

উপকূলীয় অঞ্চলের ন্যায় বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায়ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের ৪৩টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৯৯টি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫৬টি সহ মোট ২৫৫টি

disbailities. Students are getting the opportunity to study in the cyclone shelter in an improved environment. Medical teams and midwifery systems have also been set up to ensure medical facilities. Each of the the shelter has special rooms for pregnant and lactating mothers, and for the preparation of baby food.

Construction of flood shelters in flood prone and river erosion areas

The construction of shelters in flood prone and river erosion areas like the coastal areas is in progress. A total of 255 flood shelters have been constructed in 154 upazilas of 43 districts, including 99 in the first phase and 156 in the second phase. In the third phase, under the plan to build 423 flood shelters in 42

বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, বাঙ্গারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

Newly built flood shelter in the flood prone and river erosion areas, Banchharampur, Brahmanbaria

বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ৪২টি জেলায় ২৪৭টি উপজেলায় ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনার আওতায় গত ২৩ মে ২০২১ পর্যন্ত ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন ও ৩৫ নির্মাণ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। বাকি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

districts, the construction of 30 flood shelters has been completed and the construction of 35 shelters is in the final stage till May 23, 2021 and later inaugurated by the Prime Minister. The rest of the flood shelters are under construction.

The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur

শেখ হাসিনার অঙ্গীকার, গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ

Sheikh Hasina's pledge: Disaster resilient house for the homeless

**"মানুষ যখন একটা ঘর পায় তাঁর মধ্যে যে আনন্দ
তাঁর মুখে যে হাসি, এর থেকে বড় পাওয়া আর কিছু নয়।
আমি মনে করি, আমার জন্য এর থেকে বড় পাওয়া আর কিছু হতে পারে না।"**

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Nothing can be happier when a person expresses happiness with smiling face after getting a house. For me no achievement is bigger than this.

--Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করেন। তাঁর দেখানো পথেই বঙ্গবন্ধু কন্যা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা দেখে তাদের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। শেখ হাসিনার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের ঘোষণা অনুযায়ী দেশে প্রথমবারের মত গ্রামীণ এলাকায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর হতে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৮ হাজার ২২৭টি বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়।

Rahman started his journey to rehabilitate landless and homeless people on 20 February 1972 in Char Poragachha village of Ramgati upazila of the then Noakhali district of present day Lakshmipur. Following the guiding principles of the Father of the Nation , after experiencing the sufferings, his daughter ordered for rehabilitation of the people affected by the severe cyclone in St. Martin's, of the south-eastern district of Cox's Bazar on 19 May 1997. According to Sheikh Hasina's announcement to ensure accommodation for the landless and homeless, for the first time in the country, sustainable housing construction has been undertaken for the extremely poor people in rural areas. The initiatives were taken to build disaster resilient houses in rural areas from 2018-2019 fiscal year. A total of 28,227 houses were constructed during the fiscal years of 2018-2019 and 2019-2020.

The 'Bishesh Ashrayan Prokolpo'/ 'A Special Ashrayan Project'

গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ, নওগাঁ
Disaster resilient house for the homeless people, Naogaon

কক্সবাজার শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে খুরুশকুলে বাঁকখালী নদীর তীরে ২৫৩ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই 'বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প'। পুরো এলাকাকে চারটি জোনে ভাগ করে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য ১৩৯টি পাঁচতলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। জলবায়ুজনিত দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য এ গৃহায়ন কর্মসূচি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

বাংলাদেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষের আবাসন নিশ্চিতকল্পে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অন্যতম উদ্ভাবনী কার্যক্রম হচ্ছে গৃহহীনদের জন্য জমিসহ গৃহ প্রদান। এ কার্যক্রমের আওতায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার দরিদ্র ও গৃহহীন পরিবারকে বাসগৃহ প্রদানের কার্যক্রম চলমান। এ কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রায় ২ লক্ষ বাসগৃহ প্রদান করেছে। মুজিববর্ষে এসে দ্রুততম সময়ে গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষকে গৃহ প্রদানের মাধ্যমে জাতির পিতা সূচিত গৃহায়ন কর্মসূচিকে তিনি নতুন রূপে উপস্থাপন করেন।

has been built on 253 acres of land on the banks of Bakkhali river in Khurushkul, three kilometers away from Cox's Bazar city. Dividing the whole area into four zones, 139 five-storied buildings are being constructed there dedicated for climate refugees. This housing program is nationally and internationally recognized.

One of the innovative initiatives of Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina to ensure housing for the landless and homeless people in Bangladesh is to provide houses with land. Under this program, the activities are underway to provide houses for 0.85 million poor and homeless families. The Ministry of Disaster Management and Relief has already provided about 0.2 million houses under this program, In the Mujib year, she has re-introduced the housing program initiated by the Father of the Nation by providing houses for the homeless and landless people at the earliest possible time.

"অনেক কষ্ট করে দুই মেয়েকে মানুষ করেছি। এখনও কষ্ট করেই যাচ্ছি। ভাঙা টিনের ঘরে বসবাস করতাম। এখন সরকার থেকে একটি ঘর দিয়েছে সেখানে বসবাস করছি। ইটের ঘর পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন শান্তিমতো ঘুমাতে পারছি। দোয়া করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুস্থভাবে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকেন।"

--ফিরোজা বেগম, উল্লাশপুর, নওগাঁ সদর উপজেলা

"খুব কষ্ট হইছিলো। ভাঙ্গা একটা ঘরোত থাকিছিনো। এইবার পাকার হয়ছে এ্যালা ভালো করি নিন পারির পারমো। শেখের বেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোর খুব উপকার করি দিল।"

--মাহমুদা আক্তার, বোড়াগাড়ী, ডোমার, নীলফামারী

এ কর্মসূচির ফলে গৃহহীন দরিদ্র পরিবারের টেকসই গৃহ ও আশ্রয় নিশ্চিত হয়েছে। দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত হয়ে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না। তাদের সার্বিক জীবন মান উন্নত হয়েছে।

শেখ হাসিনার যুগান্তকারী পদক্ষেপ: বাশেঁর সাঁকোর পরিবর্তে পাকা সেতু

গ্রাম বাংলার প্রচলিত ভঙ্গুর বাঁশের সাঁকোর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাকা সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় মোট ১৩ হাজার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে এ পর্যন্ত ৬ হাজার ৪৯১টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ব্রিজ/কালভার্টের নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গণমুখী এ সকল কার্যক্রমের ফলে নদী/খালের পানি প্রবাহ বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা হ্রাস পেয়েছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে দুর্যোগজনিত ঝুকিঁ হ্রাস পেয়েছে। দুর্যোগের সময় গবাদিপশুসহ জনগণ দ্রুত ও নিরাপদে আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারছে। উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য হাটবাজারে পরিবহন ও বিপণন সহজতর হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিসহ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে ।

"I have brought up two daughters with a lot of hardships. I'm still struggling. I used to live in a shabby tin-shed house. Now the government has given me a house and I am living there. I never dreamed of getting a brick-built house. Now I can sleep peacefully. I pray Prime Minister Sheikh Hasina would live a long and healthy life."

---Firoza Begum, Ullashpur, Naogaon Sadar Upazila.

"We faced a lot of trouble. We used to live in a dilapidated house. Now we have got a pucca house and could sleep well. The daughter of Sheikh, Prime Minister Sheikh Hasina helped me a lot."

---Mahmuda Akhter, Bodagari, Domar, Nilphamari.

As a result of this program, sustainable housing and shelter have been ensured for the homeless poor families. They do not have to be displaced and face damage and loss after disasters. Their overall quality of life has improved.

Sheikh Hasina's Revolutionary Steps: Concrete Bridges replacing Bamboo Bridges

Following the directives by Prime Minister Sheikh Hasina, the initiatives have been taken to build paved bridges and culverts instead of the traditional fragile bamboo bridges in remote rural areas across the country. An action plan has been undertaken to construct a total of 13,000 bridges / culverts in 492 upazilas of 64 districts across Bangladesh. Out of these, 6,491 constructions have been completed so far and the remaining bridges / culverts are under construction.

As a result of all these people-oriented activities, the water flow of rivers/canals has been increased and waterlogging has been decreased. Disaster risk at rural level has been reduced through development of drainage system. People with their cattle are able to reach the shelter quickly and safely during any disaster.

বাঁশের সাঁকোর পরিবর্তে পাকা সেতু
Concrete Bridge replaces Bamboo Bridge

মানবিক সহায়তা দ্রুত সরবরাহে জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র স্থাপন

দেশের ৬৪টি জেলায় মোট ৬৬টি জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণের কর্মপরিকল্পনার আওতায় ৩০টি ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। বাকি ৩৬টির নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ অবকাঠামোসমূহ নির্মাণের ফলে দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়াদানের অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী মজুদ ও বিতরণে সহায়ক হবে। দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম তদারকি করার নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের ক্ষেত্র হিসেবে এ কেন্দ্র তথ্য আদান-প্রদানে ভূমিকা রাখবে।

The transportation and marketing of the agricultural products in the market has been facilitated. This is also contributing to the increase in per capita income including increase in economic activities of rural population.

Establishment of District Relief Godown cum Disaster Management Information Center for Rapid Supply of Humanitarian Relief

Under the action plan of constructing 66 relief warehouses across 64 districts in all over Bangladesh, 30 relief warehouses have already been completed and inaugurated by the Prime Minister. The remaining 36 are under construction. The construction of these infrastructures will help in stockpiling and distributing adequate relief materials at the district level as part

জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র
District Relief Godown cum Disaster Management Information Center

গ্রামীণ কাঁচা মাটির রাস্তা হেরিং বোন বন্ড করণ (এইচবিবি)

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে প্রথমবারের মত "গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ডকরণ (এইচবিবি)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৪৯২টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে মোট ৩,১৪৫.৬০ কি:মি: এইচবিবি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমগ্র বাংলাদেশে ৫,২০৫ কি:মি: এইচবিবি নির্মাণের কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইতোমধ্যে ২,৬৯১.৭০ কি:মি: রাস্তা সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট এইচবিবি নির্মাণ চলমান।

of the immediate response to disasters. In order to monitor post-disaster activities, it will play a vital role for exchanging information of disaster management coordination at the district level.

Converting Rural Earthen Road to Herringbone Bond (HBB)

For the first time during the tenure of Sheikh Hasina government, 3145.60 km of Herringbone Bonds (HBBs) has been constructed in 492 upazilas across the country under the

এর ফলে দুর্যোগকালে বন্যা/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন হাটবাজার, গ্রোথ সেন্টার, শিক্ষা/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে টেকসই আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও পরবর্তীতে দুস্থ ও বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

জরুরি সাড়াদান ও যোগাযোগ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

আরবান রেজিলিয়েন্স (ডিডিএম অংশ) প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জরুরি সাড়াদান সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিদপ্তরে জরুরি সাড়াদান ও যোগাযোগ কেন্দ্র (ERCC) প্রতিষ্ঠাসহ বিদ্যমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রকে শক্তিশালী এবং কার্যকর করা হয়েছে।

কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক মানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NDMRTI) স্থাপিত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। দুর্যোগে সন্ধান ও উদ্ধার, কার্যকর যোগাযোগ ও সাড়াদান কার্যক্রমের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও মহড়ার মাধ্যমে Training Exercise and Drills (TED) শক্তিশালী করা হচ্ছে যার মাধ্যমে দুর্যোগে সাড়াদানে প্রশিক্ষিত রিসোর্সপুল তৈরি হবে।

project titled 'Herringbone Bonds (HBBs) for Sustaining Rural Roads'. In the second phase, 2,691.7 km of roads has already been completed under the action plan for the construction of 5,205 km of HBB across Bangladesh and the construction of the remaining HBBs is in progress.

This has made it easier to travel to flood/cyclone shelters during disasters. There is also a sustainable interconnection with various markets, growth centers, educational/religious institutions and union parishads. During and after the implementation of the project, employment has been created for the poor and unemployed people. Thus about 11.5 million people are being benefited from this project.

Establishment of Emergency Response, Communication and Training Centre

The existing Disaster Management Information Center has been strengthened and made effective with the Establishment of Emergency Response, Communication and Training Centre (ERCC) in the Department to enhance disaster risk management and emergency response capacity at the national level through the Urban Resilience (DDM part) project.

National Disaster Management Research and Training Institute (NDMRTI), an institute with international standard, has been established as part of technical capacity building. The research activities including training on natural and man-made disasters will be conducted through this training center. The disaster induced damage and loss can be mitigated through enhancing capacity on search & rescue effective communication and capacity on response.

In addition, Training Exercise and Drills (TED) is being strengthened at the local level through training, practice and mock drill of officers and employees of Fire Service and Civil Defense, Dhaka and Sylhet City Corporations to create a trained resource pool in disaster response.

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত
মিয়ানমার
নাগরিকদের পাশে

শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina
Stands Beside the
Forcibly Displaced
Myanmar Nationals

প্রাণভয়ে পালাচ্ছে মানুষ

Fearful people are on flee

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের পাশে শেখ হাসিনা

২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর মাত্র কয়েক সপ্তাহে অকস্মাৎ স্রোতের মত আট লক্ষাধিক নির্যাতিত নিঃস্ব মিয়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে টেকনাফ-উখিয়া মহাসড়কের পাশে, পাহাড়ে, মাঠে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাড়ির আঙিনায়, খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নেয়। অনাহারী নারী, শিশু, বৃদ্ধের দুর্বিষহ চিত্র বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় জনসাধারণ, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় নজিরবিহীন দ্রুততায় এ বিপুল-সংখ্যক মানুষের জন্য বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়।

নিজ দেশে ঘনবসতিপূর্ণ বিপুল জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বাংলাদেশে উদারভাবে আশ্রয় দেওয়ায় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল হয়েছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

উদ্বাস্তু মিয়ানমার নাগরিকদের পরম মমতায় আশ্রয় দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মানবিক বিপর্যয় রোধ করেন। তাঁর কূটনৈতিক বিচক্ষণতা শুধু মানবিক বিপর্যয় নয় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা তথা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও সহায়ক হয়েছে। এ কারণে সারা বিশ্ব শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করে এবং বাংলাদেশকে উদার সমর্থন দেয়।

শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে সুইজারল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, আমেরিকা, জার্মানি, কানাডা, মালয়েশিয়া, সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রীবর্গ এবং জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, ইউএনএইচসিআর, আইওএমসহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্ণধারগণ বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি তাঁদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় কক্সবাজারে অল্প সময়ের মধ্যে একটি বিশ্বমানের মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina Stands Beside the Forcibly Displaced Myanmar Nationals

In just a few weeks after 25 August 2017, more than 0.8 million persecuted and destitute Myanmar nationals entered Bangladesh like flash flood. Amid the disastrous weather, they took shelter on Teknaf-Ukhia highway, on the hills, fields, playground and even in the yards of the local people, under the open sky. The image of the miserable life of starving women, children and the senior citizens shakes the world's conscience. When Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina directed for securing their shelter, the Ministry of Disaster Management and Relief, in collaboration with the local people, administration, people's representatives and international organizations, provided them with all kinds of humanitarian assistance including accommodation, food and medical care.

Despite having a large population in her own country, the Forcibly Displaced Myanmar Nationals have been generously sheltered in Bangladesh, which has brightened the image of Bangladesh abroad. Hence, world leaders conferred Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina with the title of 'Mother of Humanity'.

With the absolute compassion to the Rohingya, Hon'ble Prime Minister averted one of the biggest humanitarian catastrophes in the world. The whole world unquestionably appreciated Sheikh Hasina's diplomatic prudence in establishing world peace by maintaining regional stability and preventing humanitarian catastrophe. As a result the whole world is praising Sheikh Hasina and supporting Bangladesh unequivocally.

To express their gratitude to the Government of Hasina, Head of States, Government and Ministers of various countries including Switzerland, Indonesia, Vietnam, Turkey, USA, Germany, Canada, Malaysia, Saudi Arabia and Heads of major international organizations including UN, World Bank, WFP, UNHCR, IOM visited Bangladesh. They vowed their strong support for the position of Bangladesh.

সরকারের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সক্ষমতা সম্পর্কে আস্থার জায়গা তৈরি করেছে।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা, অবকাঠামো ও সুরক্ষা এ পাঁচটি গুচ্ছে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা শেখ হাসিনার অন্যতম সাফল্য।

এর ফলে এগার লক্ষাধিক মানুষের মৌলিক চাহিদা, নিরাপত্তা ও মানবিক

The success of the Sheikh Hasina's Government in establishing an effective relief management administration in Cox's Bazar in a short period of time in collaboration with international organizations has created a great sense of confidence about Bangladesh's capabilities in the international arena.

One of the achievements of the Sheikh Hasina Government is to divide the responsibilities of the agencies working on humanitarian aid in the five clusters of food, nutrition, medical, infrastructural facilities, and protection in order to establish an effective humanitarian assistance management system.

মিয়ানমার নাগরিকদের বাংলাদেশে প্রবেশ
Myanmar citizens entering into Bangladesh

মর্যাদা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। একজন মানুষও অনাহারে কিংবা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়নি। লঙ্ঘিত হয়নি কারো মৌলিক অধিকার।

বর্তমানে উখিয়া ও টেকনাফের ৬ হাজার ৫ শত একর সরকারি ভূমির ওপর নির্মিত ৩৪টি ক্যাম্পে ২ লক্ষ ১২ হাজার পারিবারিক শেল্টারে ১১ লক্ষের অধিক মানুষ বসবাস করছেন। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, আইসিআরসিসহ অন্যদের সহায়তায় প্রত্যেককে নিত্যদিনের খাদ্য সামগ্রী (মাথাপিছু কমপক্ষে ২১০০ কিলো ক্যালরি হিসাবে) প্রদান করা হচ্ছে। মোট ৪০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র, ৫টি ফিল্ড হাসপাতাল চালু রয়েছে। সব মিলিয়ে ১২৪টি

This has ensured the basic needs, security and human dignity of 1.1 million people. Not a single person has died of starvation or malnutrition, nor has anyone's basic human rights been violated.

At present, about 1.1 million people are living in 212 thousand family shelters in 34 camps in 6,500 acres of government land in Ukhiya and Teknaf. World Food Program (WFP), with the help of ICRC and others, is providing them with adequate amounts of food (at least 2100 kcal per head) on a daily basis. A total of 10 primary health care centers and 05 field hospitals are on

"আমরা প্রতিবেশী (মিয়ানমার) দেশের সাথে
শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই
তাই বলে অন্যায় কাজ মেনে নিতে পারিনা।"

---মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"We want to maintain peace and good relations with the neighboring country (Myanmar), but we cannot accept unjust acts."

--- Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina

কক্সবাজারের বালুখালি ক্যাম্পের আংশিক চিত্র
Partial view of Balukhali Camp in Cox's Bazar

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে
সুইজারল্যান্ডের মান্যবর প্রেসিডেন্ট অ্যালেইন বারসেটের সৌজন্য সাক্ষাৎ

H.E. Alain Bersett President of Sweden made a courtesy call with Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina

ভ্যাটিকেন সিটির পোপ ফ্রান্সিস
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন

Pope Francis of Vatican City met Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina

সংস্থা স্বাস্থ্যসেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাদের প্রায় সকলকে কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ডিপথেরিয়ার বিস্তার রোধে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তিন রাউন্ডে ৪ লক্ষ ২৩ হাজার জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ফলে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে কোনো মহামারি বা উল্লেখ করার মত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি।

উদ্বাস্তুদের জন্য সাধারণ ও বিশেষায়িত চিকিৎসা, পুষ্টি সেবা, ভিটামিন-এ ক্যাপসুলসহ রোগ প্রতিরোধমূলক সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিবছর প্রায় ৩৫ হাজার গর্ভবতী মা ও নবজাতকের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারসহ নিজ দেশে মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের বিষয়ে আক্ষেপ বা প্রত্যাশা থাকলেও বিশ্ব মিডিয়া ও গবেষণাপত্রগুলোতে

operation. A total of 124 health services organizations have been in place to provide medical facilities . The capacity of Cox's Bazar Sadar Hospital and Upazila Health Complex has also been enhanced for their advanced treatment. Almost all of them have been vaccinated against cholera. With a view to preventing the spread of diphtheria, 0.42 million people have been vaccinated in three rounds. As a result, the world's largest densely populated camps did not suffer from any epidemic or any significant disease.

For the displaced people, general and specialized treatment, nutrition services, vitamin A capsules and disease prevention services have been ensured. About 35,000 pregnant women and their newborns are being provided with the necessary health care every year. Despite their grievances and hopes for a

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে
ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) বরিস জনসনের সাক্ষাৎ

British Foreign Secretary (current Prime Minister) Boris Johnson met Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদ্রিমের বৈঠক

Meeting of Prime Minister of Turkey Binali Yildirim with Prime Minister Sheikh Hasina

তাঁদের দৈনন্দিন মানবিক চাহিদা পূরণে সন্তুষ্টির কথা উঠে এসেছে।

২০১৭ সালে ৩৯ হাজার ৮৪১ জন এতিম শিশু পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ৮ হাজার ৩৯১ জনের বাবা-মা কেউ নেই। রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে অসহায় হয়ে পড়া এ শিশুদের তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষার জন্য শেখ হাসিনা সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সমাজসেবা অধিদফতর ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে এতিম শিশুদের পালনকারী পরিবারকে নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে অসহায় হয়ে পড়া এসকল শিশুর ভবিষ্যৎ রচনার একটি ভিত তৈরি হয়েছে।

ক্যাম্প এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, দৈনন্দিন জ্বালানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রায় প্রতিটি ঘরে সোলার বাতিসহ সড়ক যোগাযোগ, পানি নিষ্কাশনের খাল খনন, বিদ্যুতায়নে বিপুল

dignified repatriation to their country along with political and civil rights, world media and research papers have expressed satisfaction for the fulfillment of their daily humanitarian needs.

In 2017, a total 39,841 orphans were found, out of which 8,391 had neither of their father and mother. The Sheikh Hasina Government has taken special initiative to look after and protect these children who are helpless due to political conflict. The Department of Social Services and UNICEF are jointly providing financial support to the foster families raising these children. It has made a way to ensure better future for these children

A huge number of programmes have been implemented in the camp area to arrange safe drinking water supply, hygienic sewerage system, daily fuel supply, waste management, road

১ আশ্রয়কেন্দ্রে প্রসূতি সেবা

২ মানবিক সহায়তা

৩ শিশুদের জন্য পুষ্টি

৪ এতিম শিশুদের তত্ত্বাবধান

৫ আশ্রয়কেন্দ্রে শিশু স্বাস্থ্য সেবা

৬ ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগের সতর্কবার্তা প্রচার

৭ ক্যাম্পে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগের সতর্কবার্তা প্রচার

[ঘড়ির কাঁটার অনুকূলে]

1 **Maternity Health Care in shelter**

2 **Humanitarian Assistance**

3 **Nutrition for the Children**

4 **Care and Nurture of Orphan Children**

5 **Child Health Care Services in Camp**

6 **Dissemination of hazard early warning by the volunteers**

7 **Dissemination of hazard early warning by women volunteers in the camp**

[Clock-Wise]

৪ | 4

৫ | 5

৭ | 7

৬ | 6

বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য নবনির্মিত ভাসানচর ক্যাম্প

Newly constructed Bhasanchar Camp for the Forcibly Displaced Myanmar Nationals

ভাসানচর ক্যাম্প
Bhasanchar Camp

কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৫ হাজার ৪৯৫টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে বার্মিজ ও ইংরেজি ভাষায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন ও আইসোলেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ১০টি আইসিইউ, ১০টি এইচডিইউ ও ১৫০ বেড, টেস্টিং কিট, অ্যাম্বুলেন্স ও পর্যাপ্ত সংখ্যক সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ১৯০০ বেডের আইসোলেশন সেন্টার, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিশেষ কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণের জন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে। ফলে এখন পর্যন্ত

communication with solar lights in almost every house, digging of drainage-canals, electrification. Informal education in Burmese/Rohingya/ Myanmar and English languages is being provided to over 0.53 million Rohingya students through 5,495 education centers.

Recently, on the backdrop of covid-19 infection, doctors and health workers have been recruited along with setting up institutional Quarantine and Isolation Centers at Government and private levels. With the support of international organizations, arrangements have been made at Cox's Bazar Sadar Hospital for 10 ICUs, 10 HDUs and 150 beds, test kits, ambulances and a sufficient number of safety equipment. Besides, coordination with a number of international

ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে বসবাসরত মিয়ানমার নাগরিকদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে আছে।

দুর্যোগপ্রবণ কক্সবাজার জেলায় ভঙ্গুর পাহাড়ি ভূমিতে বিপুল সংখ্যক মানুষকে দুর্যোগের আঘাত থেকে সুরক্ষা দিতে শেখ হাসিনা সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আশ্রিত মিয়ানমার নাগরিকদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাছাই করে বার্মিজ ভাষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র আদলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করা হয়েছে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভূমিধস ও ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টিতে ক্যাম্পগুলোতে জানমালের ব্যাপক ক্ষতির বিষয়ে যে আশঙ্কা ছিল সরকার ও সহযোগী সংস্থাগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ভাসানচরে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

নিজ দেশে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পূর্বে কক্সবাজারে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসরত ১ লক্ষ মিয়ানমার নাগরিককে ভাসানচরে স্থানান্তরের ব্যবস্থা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩ হাজার একর আয়তনের এ দ্বীপটিকে সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে রয়েছে চারতলা ভবনের ১২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, নৌযোগাযোগ, হেলিপ্যাড ও টেলিযোগাযোগ সুবিধা, আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বর্জ্য ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পরিবেশ সম্মত জ্বালানি ও চুলার ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা, আইন-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের জন্য উপযুক্ত স্থাপনাসহ কৃষি, মৎস্য ও পশুপালনসহ নানা ধরনের জীবিকায়ন সুবিধা। সম্প্রতি সাগরে ভাসতে থাকা বিভিন্ন বয়সের মৃতপ্রায় ৩০৬ জন মিয়ানমার নাগরিককে উদ্ধার করে ভাসানচরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এই অসহায় মানুষগুলোকে গ্রহণ করতে কেউ এগিয়ে না এলেও শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় দেয়।

organizations for setting up a special Covid field Hospital and a 1900-bed isolation center with state-of-the-art facilities are going on. As a result, the spread of Covid-19 among the densely populated Rohingya community has been largely controlled.

Sheikh Hasinas government has taken special measures to protect a large number of people from the blow of the disaster in the fragile hilly terrain of the disaster-prone Cox's Bazar district. A pool of volunteers has been formed and trained in Myanmar language following the 'Cyclone Preparedness Programme' after selecting individuals from the Forcibly Displaced Myanmar Nationals.

The fear of widespread loss of lives and properties by landslides, cyclones and heavy rains at home and in international arena has been tackled with the combined efforts of the government and other agencies. A shelter with better facilities has been constructed in Bhasanchar at the own expense of Bangladesh government which costs BDT 300 million. Prior to safe and dignified repatriation to their homeland, the measures have been taken to relocate 1 lac Myanmar Nationals to Bhasanchar who are living in vulnerable condition in Cox's Bazar.

The island of 13,000 acres is equipped with all facilities to protect against all types of disasters. 120 cyclone shelters of four-storey building furnished with alternative power supply, shipping, helipad and telecommunication facilities, modern food storage system, waste and sewerage system, environment-friendly fuel and stove system, internal paved road, law and order, health, education and recreation facilities have created. In addition, a number of livelihood opportunities including agriculture, fisheries and animal husbandry have also been provided.

Recently, 306 helpless Rohingya men and women about to die floating helplessly in the sea have been rescued and provided with shelter in Bhasanchar. It is to be noted that although none came forward to accept these helpless people, Bangladesh sheltered them with the instructions from Sheikh Hasina.

ভাসানচরে নবনির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

Newly constructed Cyclone shelter in Bhasanchar

ভাসানচরে নবনির্মিত খাদ্য গুদাম
Newly built Food Warehouse at Bhasanchar

ভাসানচরের মৎস্য ও পশুপালন
Fisheries and Animal Husbandry at Bhasanchar

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করছেন

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina is delivering her speech in the 72th session of United Nations General Assembly

এ আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম, ৭৩তম ও ৭৪তম অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। সংকট মিমাংসায় এসকল ভাষণে তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাসমূহ তুলে ধরেন:

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina delivered important speeches at the 72nd, 73rd and 74th Sessions of the UN General Assembly with a view to finding a lasting solution to this international refugee crisis. In all these speeches, she made the following proposals for resolving the crisis.

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে জাতিসংঘের ৭২ তম অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রস্তাবনাসমূহ

এক. অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও জাতিগত নিধন নিঃশর্তে বন্ধ করা;

দুই. অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল (Facts Finding Mission) প্রেরণ করা;

তিন. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা এবং এ লক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় (Safe Zones) গড়ে তোলা;

চার. রাখাইন রাজ্য হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত সকল নাগরিককে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা;

পাঁচ. কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

২০১৮ সালে ৭৩তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনটি নতুন প্রস্তাব উপস্থাপন করেন

এক. মিয়ানমারকে অবশ্যই বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি বিলোপ, রোহিঙ্গাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধ ও তাদের দেশ হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে;

"তারা মানুষ। আমরা তাদের জোরপূর্বক নৃশংসতার মুখে ঠেলে দিতে পারি না।"

---মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Five proposals presented by Hon'ble Prime Minister in the 72nd Session, 21 November 2017

First: Myanmar must unconditionally stop the violence and the practice of ethnic cleansing in the Rakhine State immediately and forever;

Second: Secretary General of the United Nations should immediately send a Fact-Finding Mission to Myanmar;

Third: All civilians irrespective of religion and ethnicity must be protected in Myanmar. For that "safe zones" could be built inside Myanmar under UN supervision;

Fourth: Ensure safe and permanent repatriation of all forcibly displaced Rohingyas in Bangladesh to their homes in Myanmar; and

Fifth: The recommendations of Kofi Annan Commission Report must be implemented unconditionally as soon as possible.

Hon'ble Prime Minister presented three new proposals in the 73rd Session in 2018

First: Myanmar must abolish discriminatory laws, policies and practices against Rohingyas and address the root causes of forced displacement in a genuine and timely manner;

"They are human beings. We cannot push them back into the atrocities."

---Hon'bel Prime Minister Sheikh Hasina

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য করণীয় শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের সভায় বক্তব্য প্রদান করেন, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina is addressing at the high level meeting in NY to seek permanent solution of Rohingya crisis, 22 September 2021

দুই. মিয়ানমারকে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদানের সঠিক উপায়, নিরাপত্তা নিশ্চিত ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় মিয়ানমারে ভেতরে 'সেফ জোন' তৈরি করতে হবে;

তিন. মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য রোধে অপরাধীদের জবাবদিহিতা, স্বীকারোক্তি ও বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যার আশু ও স্থায়ী সমাধানে নতুন করে ৪-দফা প্রস্তাবনা পেশ করেন

এক. রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসন এবং আত্মীকরণে মিয়ানমারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সদিচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন দেখাতে হবে।

Second: Myanmar must create a conducive environment by building trust and guaranteeing protection, rights and pathway to citizenship for all Rohingyas. If needed, create a "safe zone" inside Myanmar to protect all civilians; and

Third: Prevent atrocity crimes against Rohingyas in Myanmar by bringing accountability and justice, particularly in light of the recommendations of the Fact-Finding Mission of the UN Human Rights Council.

Hon'ble Prime Minister presented four-point proposals in the 74th Session of General Assembly for the rapid and permanent solution of Rohingya Crisis

First: Myanmar must show reflection of her political commitment by taking effective measures of sustainable rehabilitation and assimilation for Rohingyas.

দুই. বৈষম্যমূলক আইন ও রীতি বিলোপ করে মিয়ানমারের প্রতি রোহিঙ্গাদের আস্থা তৈরি করতে হবে এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের উত্তর রাখাইন সফরের আয়োজন করতে হবে

তিন. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে বেসামরিক পর্যবেক্ষক মোতায়েনের মাধ্যমে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

চার. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য নৃশংসতার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও দৃঢ় পদক্ষেপে অধিকার বঞ্চিত এসকল জনগোষ্ঠীর প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী জাতিসংঘের মহাসচিব ইতোমধ্যে মিয়ানমারে সত্য উদঘাটন দল প্রেরণ করেন এবং উক্ত দল কর্তৃক প্রতিবেদনও দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদেনের সুপারিশসমূহ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে এ সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রসঙ্গে নানা সময়ে বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সিভিল সোসাইটির সদস্য, রাষ্ট্রদূতগণ শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।

ডিপ্লোম্যাট ম্যাগাজিন (আগস্ট ৮, ২০২১) শেখ হাসিনার মূল্যায়নে বলেছে, "অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশের নেত্রী শেখ হাসিনা পরোপকারের অনন্য উদাহরণ দেখিয়েছেন"।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে আইওএম প্রধান আন্তোনিও ভিটোরিনো, ইউএনএইচসিআর প্রধান ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি, ডব্লিউএফপি প্রধান মার্ক লোকক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করে রোহিঙ্গাদের সংকট মোকাবিলায় তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইউএনএইচসিআর প্রধান ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেন, "আমি শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাই এই শরণার্থীদের

Second: Myanmar must repeal her discriminatory laws and policies for establishing the mutual trust and arrange the travel for the representatives of Rohingyas to North Rakhine.

Third: Myanmar must ensure security and protection of Rohingas through the deployment of civilian observatory team from the international community.

Fourth: The international communities must bring the salient causes of Rohingya Crisis under their consideration, and the responsibilities of human rights violation and other atrocities committed by Myanmar must be ensured.

The bold and steady initiatives of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina for the deprived Rohingyas got attention in international arena. In response to her proposals, the General Secretary of UN sent an investigatory team to Myanmar, and this team also submitted the report on this respective issue. If the recommendations mentioned in this report and the proposals presented by Honorable Prime Minister are implemented properly, hopefully it can be mentioned that the permanent solution of Rohingya Crisis will be possible.

In this context, leading personalities of different countries, members of civil society, ambassadors expressed their support for Sheikh Hasina's leadership and decision.

Diplomat Magazine (August 6, 2021) evaluates Sheikh Hasina saying, "Sheikh Hasina, the leader of a very densely populated developing country, has set a unique example of benevolence."

In September 2017, IOM Chief Antonio Vitorino, UNHCR Chief Fillippo Grandi, WFP Chief Mark Lowcock met Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina and thanked her for her sincere efforts in tackling the Rohingya crisis.

UNHCR Chief Fillippo Grandi said, "I thank Sheikh Hasina and I thank Bangladesh to receive these refugees, in today's world that is something that cannot be taken for granted and should be appreciated."

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে জাতিসংঘ মহাসচিব ও বিশ্বব্যাংক প্রধানের সাক্ষাৎ
UN Secretary General and the Head of World Bank made a courtesy call with Hon'ble Prime Minister

গ্রহণ করার জন্য, আজকের বিশ্বে এটি এমন কিছু যা গ্রহণ করা যায় না এবং প্রশংসা করা উচিত।"

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মোকাবিলায় অসামান্য নেতৃত্ব দেখিয়ে আসছেন, কমনওয়েলথ নেতাদের অবশ্যই তাকে সমর্থন করতে হবে।"

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস লক্ষ লক্ষ মিয়ানমার নাগরিককে আশ্রয়দানের জন্য শেখ হাসিনা সরকারের প্রশংসা করেন। স্বাধীনতার পর থেকে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে অনুসরণীয় উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও দুর্যোগ মোকাবিলায় শেখ হাসিনার সাফল্যকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রোহিঙ্গা সংকটকে জাতিসংঘ "লেভেল-৩" পর্যায়ের বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত

Prime Minister of Canada Justin Trudeau said, "Prime Minister Sheikh Hasina has been showing an outstanding leadership in handling the Rohingya Refugees, Common Wealth leaders must support her."

UN Secretary General Antonio Guterres praised Sheikh Hasina government for providing shelter to hundreds of thousands of Myanmar citizens. He cited Bangladesh's efforts in achieving development progress since independence and SDG targets as a unique example.

The world leaders considered Sheikh Hasina's initiatives for tackling the adverse impact of climate change and disaster as an exemplary and outstanding performance. Though Rohingya Crisis has been marked as the 'Level-3' emergencies by the UNO, the government of Sheikh Hasina has been able to protect

করলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিধসপ্রবণ কক্সবাজারে ঘনবসতিপূর্ণভাবে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের এ ধরনের দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দুর্যোগ দুর্বিপাকে কোনো রোহিঙ্গার প্রাণহানি ঘটেনি। ক্যাম্প পরিদর্শনকালে রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তার প্রশংসা করার পাশাপাশি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সাফল্য বর্ণনা করে জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব বান কি মুন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ বিজ্ঞতার সঙ্গে বিনিয়োগ করছে। এজন্যই আমরা এখানে এসেছি বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নিতে এবং তাদের বার্তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে।

রোহিঙ্গা সংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য মানবিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কর্তৃক তাঁকে Mother of Humanity উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

the densely populated Rohingyas in Cox's Bazar from any type of disaster such as landslides and cyclones through her government's wise management and adept steps. No Rohingya lost his/her life in the face of disasters. While visiting the Rohingya camps, former UN Secretary General Ban Ki-moon detailed the success of Sheikh Hasina's leadership in tackling disasters and mitigating the adversities of climate change along with praising the humanitarian aids for Rohingyas. He said, "Bangladesh has been wisely investing with a vision of Prime Minister Sheikh Hasina. That is why we are here to learn the lessons from Bangladesh and to disseminate their message to the world far and wide."

The international mass media termed Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina as the 'Mother of Humanity' for her enormous humanitarian contributions to Rohingya Crisis.

"আমরা যদি ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারি, আমরা ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকেও খাওয়াতে পারবো। প্রয়োজনে খাবার ভাগ করে খাবো।"

---মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"If we can feed 160 million people, we can also feed 1 million Rohingyas. If necessary, we will share the food."

- Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina

শেখ হাসিনার

দূরদর্শী নেতৃত্ব: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

Sheikh Hasina's

Visionary Leadership: Bangladesh in the International Arena

জতিসংঘ সদর দফতর, নিউইয়র্কে এসডিজি সম্মেলন ২০১৯-এ বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina addressing SDG Summit 2019 at UN HQ, NY

শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এক অনবদ্য রসায়নে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ এক বিস্ময়। যথাসময়ে ও যথাযথভাবে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাবের মতো বিশ্ব-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলে ব্যাপক আলোচিত। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশ তার দ্বার উন্মুক্ত করে বিশ্ব মানচিত্রে পৌঁছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষের বৃহত্তম আশ্রয় শিবির এখন বাংলাদেশে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সফলতার তালিকাটা বেশ দীর্ঘ। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কেন্দ্রবিন্দুতে আজ শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মানব উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নসহ প্রভৃত বিষয়ে শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ চলমান বিশ্বে অন্যদের প্রেরণার উৎস।

জলবায়ু বিপদাপন্ন ফোরামের সভাপতি শেখ হাসিনা

২০১১-২০১২ মেয়াদে দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে ২০২০-২০২১ সময়ের জন্য দ্বিতীয় বারের মতো শেখ হাসিনা ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ)-এর চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন। সিভিএফ জলবায়ুজনিত অভিঘাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৮টি দেশের একটি অংশীদারিত্বমূলক ফোরাম। সিভিএফ-এর উদ্দেশ্য হল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের নতুন নীতিমালা তৈরি এবং সে অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা। আন্তর্জাতিক জলবায়ু-পরিবর্তন ইস্যুতে এ ফোরাম বিপদাপন্ন দেশগুলোর একটি অভিন্ন কণ্ঠস্বর।

দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু অভিযোজন ও মিটিগেশন সংক্রান্ত শিক্ষণ ও উত্তম চর্চাসমূহ জানানোর জন্য ঢাকায় গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশন (জিসিএ)-এর আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি সিভিএফ সচিবালয় হিসেবেও কাজ করবে।

Sheikh Hasina's Visionary Leadership: Bangladesh in the International Arena

Bangladesh has been a miracle in global arena by dint of the impeccable chemistry of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina's strong leadership and political wisdom. Bangladesh has set a rare example of achieving the goals of sustainable development in a timely and appropriate manner. Apart from that Bangladesh is widely discussed in the global arena now-a-days for her strong position on issues like climate change and its impact. Bangladesh has reached a unique height on the world map by opening her doors to Rohingya refugees. Bangladesh is now hosting the largest camp of forcibly displaced people in the world. The list of successes of Bangladesh under the leadership of Sheikh Hasina is quite long. Today, Sheikh Hasina and Bangladesh are in the centerpoint of international media. Sheikh Hasina and Bangladesh are a source of inspiration for others in the current world, in the fileds including disaster management, human development and women's empowerment.

Sheikh Hasina Chairs the Climate Vulnerable Forum

Due to her firm leadership during 2011-2012 Sheikh Hasina has been made Chairperson of the Climate Vulnerable Forum (CVF) again for the period of 2020-2021. The CVF is a global partnership of 48 countries that are disproportionately affected by the consequences of global warming.

The purpose of the CVF is to channel input from the most vulnerable groups, creating new policies and promoting effective action on climate change as it evolves. The forum is recognized as a voice on international climate-change issues. A regional Global Centre on Adaptation (GCA) for South Asia has been established in Dhaka which will also be served as CVF Secretariat.

এ ফোরামের 'ভালনারেবিলিটি' বিষয়ক 'থিম্যাটিক অ্যাম্বাসেডর' হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মিজ সায়মা ওয়াজেদ, একই সাথে তিনি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের প্রধান উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক ফোকাল পয়েন্ট। অন্য তিনজন 'থিম্যাটিক অ্যাম্বাসেডর' হচ্ছেন মালদ্বীপের সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ নাশিদ, ফিলিপাইনের পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার লরেন লেগার্ডা এবং ডিআর কঙ্গোর প্রধান জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ তোসি এমপানু-এমপানু। তাঁরা অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন যথাক্রমে- অ্যাম্বিশন, সংসদ এবং নবায়নযোগ্য শক্তি 'থিম্যাটিক' বিষয়ের জন্য। বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর এ ফোরামে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশ সম্মানিত হয়েছে। এটি প্রায় ১.৩ বিলিয়ন মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, যাদের দৈনন্দিন জীবন জলবায়ু অভিঘাতে বিপর্যস্ত হচ্ছে।

সিকা প্ল্যাটফরমে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ

এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃসরকার প্ল্যাটফরম 'ইন্টারঅ্যাকশন অ্যান্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজারস অন কনফারেন্স (CICA)'-এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা থিমের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এশিয়ার ২৭টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত এ ফোরাম এশিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুপাক্ষিক পদ্ধতির মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের অংশ হিসেবে, বাংলাদেশ ৫ই এপ্রিল, ২০২১ তারিখ সদস্য দেশগুলির অংশগ্রহণে সংহতি উন্নয়ন বিষয়ের ওপর একটি ভার্চুয়াল কর্মশালার আয়োজন করে। স্বেচ্ছাসেবা কীভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সংহতি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে তা তুলে ধরাই ছিল এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।

এডিপিসি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ার বাংলাদেশ

এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি)-এর বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন। এডিপিসির রুলস অব প্রসিডিউর অনুযায়ী চেয়ারশিপ থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করা হয়। মোঃ মোহসীন, ২০২১ সালের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব

Saima Wazed, Chief Advisor of the National Task Force on Disability Inclusive Disaster Risk Management and International Focal Point, Advisory Group of Disability Inclusive Disaster Risk Management, Bangladesh, has been chosen as a 'Thematic Ambassador' by Climate Vulnerable Forum (CVF) under the thematic domain of 'Vulnerability'. Besides Saima, the CVF chosen former President of Maldives Mohamed Nasheed, Deputy Speaker of the Parliament of the Philippines Loren Legarda and Lead Climate Change Specialist of DR of Congo Tosi Mpanu-Mpanu as its "Thematic Ambassadors" under three other thematic domains respectively –Ambition, Parliament and Renewable Energy.

Bangladesh is honored to preside over this forum of nations most vulnerable to the global climate crisis. It represents nearly 1.3 billion people whose everyday life has become a struggle with the ferocity of the climate wrath that is gripping our planet.

Bangladesh Leads Disaster Risk Management in CICA Platform

Bangladesh as one of the 27 members of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) has been leading the platform for the theme of Disaster Risk Management. This inter-governmental forum aimed at enhancing cooperation through elaborating multilateral approaches towards promoting peace, security and stability in Asia. Established in 1999 CICA currently has 27 members. As part of celebrating the 50 years of its Independence, Bangladesh arranged a Virtual Workshop on 5th April 2021 on Promoting Cohesion: Learning from Volunteerism in Disaster Risk Management with the participation of member countries.

Bangladesh Chairs ADPC Board of Trustee

Md. Mohsin, Secretary, MoDMR has been elected as the Chairperson of Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) Board of Trustees. The Chairship was transferred from Thailand to Bangladesh as per the Rules of Procedure (RoP). Md. Mohsin is serving as Chair to the Board of Trustee for the year of 2021.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করছেন, নিউইয়র্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina is delivering her speech in the 76th session of United Nations General Assembly, New York, 24 September 2021

পালন করছেন। ব্যাংকক ভিত্তিক এডিপিসি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বে একটি স্বনামধন্য স্বায়ত্তশাসিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থা এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এবং সক্ষমতা তৈরিতে সহায়তা দিয়ে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়া বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ 'প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে 'ঢাকা ঘোষণা ২০১৫' গৃহীত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫-১৭ মে, ২০১৮ তারিখে এ সংক্রান্ত ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন। উক্ত সম্মেলনে 'ঢাকা ঘোষণা ২০১৫+' গৃহীত হয়।

"২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে আমরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ দেশের সকল মানুষকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,
প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্রান্ত
২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ১৫ মে ২০১৮

Based in Bangkok Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) is an autonomous international organization. Established in 1986, ADPC supports countries in Asia and the Pacific in building their DRR systems, institutional mechanisms and capacity building. It is a matter of great pride for Bangladesh to lead such an organization as the Chairperson of the Board of Trustees as per the directives of Hon'ble Prime Minister .

International Conference on Disability inclusive Disaster Risk Management

The first international conference on 'Disability and Disaster Risk Management' was held in Dhaka on 14 December 2015 with the aim of including disability in disaster management. 'Dhaka Declaration 2015' was adopted at the conference. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the 2nd International Conference held on May 15-17, 2018. The conference adopted 'Dhaka Declaration 2015+.'

"By 2030, we are determined to achieve the Sustainable Development Goals. To this end, we are implementing various programmes in natural disaster management including all the people of the country irrespective of men, women and persons with disabilities in development activities."

- Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina
in 2nd international conference on disability and
disaster risk management, 15 May 2018

১ম সম্মেলনে ১৮টি দেশ এবং ২য় সম্মেলনে ৩২টি দেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ইউএনআইএসডিআর (বর্তমানে ইউএনডিআরআর), প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, পেশাজীবী ও শিক্ষাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন।

'ঢাকা ঘোষণা'-এর আলোকে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। Advisory Group of Disability Inclusive Disaster Risk Management, Bangladesh এর International Focal Point মিজ সায়মা ওয়াজেদ জাতীয় টাস্ক ফোর্সের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করছেন।

এ সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এজেন্সি প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। Global Platform for Disaster Risk Reduction 2017 সম্মেলনে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরিতে সকল দেশকে 'ঢাকা ঘোষণা ২০১৫' এর সুপারিশ সন্নিবেশ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশনায় প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশের নেতৃত্বশীল ভূমিকা। ভারতের নয়াদিল্লিতে ২০১৬ সালে Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction সম্মেলনে গৃহীত 'দিল্লি ঘোষণা'য় 'ঢাকা ঘোষণা ২০১৫'-এর আলোকে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।

দুর্যোগ সাড়াদান সংক্রান্ত Regional Consultative Group (RCG) প্ল্যাটফরমে বাংলাদেশ

২০১৭ সালে সিংগাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের দুর্যোগ মোকাবিলা প্ল্যাটফরম 'রিজিওনাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (RCG) এর তৃতীয় সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকার RCG-২০১৮ এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২৪-২৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দেশ ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে RCG এর ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ 'রোল

18 countries participated in the 1st Conference and later a number of disaster risk management related professionals, government and non-government organizations, UNISDR (renamed as UNDRR), persons with disabilities, and academics from 32 countries were present at the 2nd conference.

In the light of the 'Dhaka Declaration', a Disability inclusive National Task Force was formed on Disaster Risk Management. Ms. Saima Wazed, International Focal Point, Advisory Group of Disability Inclusive Disaster Risk Management, Bangladesh, as the Chief Advisor of the Task Force, has been providing guidance and advice on the implementation of Disability Disaster Risk Management activities.

By organizing this conference, concerned ministries/ departments/agencies have implemented disability inclusive activities and thus the persons with disabilities are contributing in disaster risk reduction. Global Platform for Disaster Risk Reduction 2017 conference directed all countries to include the recommendations of the 'Dhaka Declaration 2015' in the preparation of the progress report and monitoring of the implementation of the Sendai Framework so that Bangladesh's leading role is reflected. In the light of the 'Dhaka Declaration 2015', Disability has been also included in 'Delhi Declaration' that adopted in Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction 2016.

Bangladesh at the Regional Consultative Group (RCG) Platform for Disaster Response

The Government of Bangladesh took over the chairmanship of RCG-2018 at the 3rd Conference of the Regional Consultative Group (RCG), a Disaster Management Platform for Asia and the Pacific, held in Singapore in 2017. The 4th RCG Conference was held on 24-26 January 2019 in Dhaka with the participation of representatives of concerned countries and organizations. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina reiterated Bangladesh's 'role model' in disaster management as the chief guest at the

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে কুশল বিনিময় করছেন

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina talks with persons with disabilities at the 2nd International Conference on Disability

মডেল' মর্মে পুনর্ব্যক্ত করেন এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন। ২৩টি দেশ হতে আগত প্রতিনিধিগণের বক্তৃতা ও আলোচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ 'রোল মডেল' বিষয়টি অনুরণিত হয়। সম্মেলনে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য সিভিল-মিলিটারি সাড়াদান সমন্বয়সহ মানবিক কার্যক্রমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বশীল ভূমিকা প্রশংসিত হয়।

ভারতের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অধিকতর দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

conference and stressed the importance of enhancing regional cooperation in disaster and climate change risk mitigation. The speeches and discussions of the delegates from 23 countries echoed Bangladesh as 'Role Model' in disaster management under the leadership of the Hon'ble Prime Minister. In the conference, the leadership role of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina in humanitarian activities along with coordinating Civil-Military joint Response.

Memorandum of Understanding signed with India

Efforts have been made to increase mutual cooperation with other countries and international and regional organizations to make disaster management activities more efficient. The Ministry of Disaster Management and Relief is coordinating the

ঢাকায় রিজিওনাল কনসালটেটিভ কনফারেন্স ২০১৯-এ শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina in Regional Consultative Group Conference 2019 in Dhaka

মন্ত্রণালয় এ ধরনের বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সমন্বয় করছে। ২৭শে মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারত দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অভিযোজন ও প্রশমনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

দুর্যোগ সাড়াদান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুশীলন

DREE-এর মাধ্যমে দুর্যোগ সাড়াদানে বাংলাদেশের উদ্যোগ বিভিন্ন দেশের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। অভিজ্ঞতা বিনিময় ও দক্ষতা উন্নয়নে ২০১৯ সালে সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশ যৌথভাবে সিঙ্গাপুরে Exercise on Coordinated Response (ExCOORES) আয়োজন করে। DREE আয়োজনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রদান বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করেছে।

দুর্যোগে বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের পাশে বাংলাদেশ

শুধু নিজ দেশ নয়, শেখ হাসিনা তাঁর অসাধারণ তৎপরতায় বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। মে ২০১৫ তে নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য শেখ হাসিনার নির্দেশনায় নজিরবিহীন দ্রুততায় ২০ হাজার মে.টন. উন্নতমানের চাল, বোতলজাত পানি, চিকিৎসক ও উদ্ধারকারী স্বেচ্ছাসেবক দল প্রেরণ করা হয়। একইভাবে শ্রীলংকা, মিয়ানমার ও মালদ্বীপের জন্য তাদের দুর্যোগের সময় শেখ হাসিনার বাংলাদেশ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

করোনাকালীন দুর্যোগ মোকাবিলায় সাফল্য ও স্বীকৃতি

কোভিড-১৯ মোকাবিলার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনে অবদান রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেওয়া পদক্ষেপের প্রশংসা করে নিবন্ধ ছেপেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিজনেস ম্যাগাজিন ফোর্বস। করোনাকালীন সুপার সাইক্লোন আম্পান মোকাবিলায় সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফোর্বস তার নিবন্ধে

implementation of various such agreements and the implementation of the measures taken in its light. A Memorandum of Understanding on Cooperation in Disaster Management, Adaptation and Mitigation was signed on 27 March 2021 in the presence of the Prime Ministers of Bangladesh and India.

Disaster Response Excercise and Exchange (DREE)

The initiatives of Bangladesh in disaster response by practicing Disaster Response Exercise and Exchange have helped different countries to enhance their efficiency in disaster response. In 2019, Singapore and Bangladesh jointly organized Exercise on Coordinated Response (ExCOORES) in Singapore to exchange experiences and improve skills. Bangladesh's leadership in organizing those events have further brightened the image of the country in the world.

Bangladesh Supports the Friendly Nations in the Time of Disaster

Not only her own country, the prompt measure of Sheikh Hasina to support the Friendly Nations in the time of Disaster has upheld the image of Bangalee nation. Under the direction of Sheikh Hasina, 20,000 MT of quality rice, bottled water, medical teams and rescue volunteers were sent at an unprecedented speed for the people affected by the devastating earthquake in Nepal in May 2015. Similarly, Sheikh Hasina's Bangladesh extended a hand of friendship to Sri Lanka, Myanmar and Maldives during their disasters.

Managing Disaster Amid COVID-19: Success and Recognition

The famous business magazine Forbes has published an article praising the steps taken by the Prime Minister Sheikh Hasina for contributing to the reconstruction of future through tackling COVID-19. In its article, Forbes described her move as the

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে ২৭শে মার্চ ২০২১ দুদেশের মধ্যে দুর্যোগ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়

A Memorandum of Understanding on Disaster Management was signed between the two countries on March 27, 2021 in the presence of the Hon'ble Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina and the Hon'ble Prime Minister of India Narendra Modi

শেখ হাসিনার পদক্ষেপকে ‘সবচেয়ে দ্রুত, কার্যকরী ও সময়োপযোগী’ হিসেবে অভিহিত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর এ পদক্ষেপকে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ‘প্রশংসনীয়’ হিসেবে উল্লেখ করে।

একই সাথে করোনা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার সাফল্য নিয়ে শেখ হাসিনা ও প্যাট্রিক ভার্কুইকেন-এর একটি যৌথ প্রতিবেদন যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়, “বাংলাদেশ কোভিড -১৯ ও সুপার-সাইক্লোন আম্পান- এই জোড়া বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বাংলাদেশ একই রকম বিপদের সম্মুখীন অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে।”

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমসমূহে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সময়োচিত পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করায় বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

fastest, most effective and most timely in terms of success in dealing with the super cyclone Amphan during covid-19. The Prime Minister's move was mentioned by the World Economic Forum as "commendable".

The UK-based Guardian published a joint special report by Sheikh Hasina and Patrick Verkooijen on Bangladesh for its successful management of cyclone amid COVID-19 situations. It has written, “Bangladesh has battled the twin perils of a super-cyclone and COVID-19. We can offer lessons for others facing similar dangers.”

Bangladesh's image in the world has been brightened as the international media praises Prime Minister Sheikh Hasina's far-sighted and timely steps to combat the corona virus.

UN praises Sheikh Hasina's leadership in tackling

Forbes

Billionaires Innovation Leadership Money Business Small Business Lifestyle

8 (More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis

Avivah Wittenberg-Cox Contributor

Leadership Strategy

I write about creating gender-balanced countries, companies & couples.

Singapore Hong Kong Nepal Ethiopia

Bangladesh Namibia Bolivia Georgia

The Guardian

International edition

Fighting cyclones and coronavirus: how we evacuated millions during a pandemic

Sheikh Hasina and Patrick Verkooijen

Bangladesh has battled the twin perils of a super-cyclone and Covid-19. We can offer lessons for others facing similar dangers

“It is not enough to deal with the immediate effects of a natural disaster; communities need to be better prepared for the next storm

Rebuilding infrastructure and livelihoods, however, is another matter. Bangladesh has rebuilt in the wake of cyclones many times before. As one of the most vulnerable countries in the world to tropical storms - two-thirds of its land lies less than 5m above sea level - rebuilding is a Sisyphean task. The climate crisis makes it even harder. Cyclones are becoming fiercer and more frequent. Rising ocean levels are poisoning wells and farmland. The pandemic and resulting deep economic crisis mean that the government must now deal with overlapping health, climate and economic emergencies all at once.

The Guardian, 03 June 2020

United Nations Development Programme
The Administrator

Empowered lives. Resilient nations.

27 May 2016

Excellency,

On behalf of the United Nations Development Programme (UNDP), I extend my deepest sympathy to the people and Government of Bangladesh for the loss of life and livelihoods caused by Cyclone Roanu on 19 May. Our thoughts are with the families of those who died, and of all who have suffered.

At a time when global leaders met for the United Nations World Humanitarian Summit in Istanbul, Bangladesh has once again demonstrated its resilience to disasters. Under your leadership, the Government's disaster risk reduction efforts, including the proactive measures taken to evacuate half a million people, have limited the toll of death and destruction of the cyclone.

The UNDP Country Office in Bangladesh works closely with the Government on post-disaster recovery efforts. A Joint Needs Assessment has quickly been conducted based on which UNDP proposed a Cyclone Roanu Recovery Plan which aims at ensuring that affected people receive effective support from the Government and agencies. As part of this effort UNDP will mobilize modern and cost effective technology (drones) for conducting damage assessment and supporting local government in developing resilient recovery plans.

UNDP takes pride in being a long-standing partner of the Government and the Ministry of Disaster Management and Relief in the implementation of the Comprehensive Disaster Management Programme which has substantially increased the country's resilience to disasters and climate change.

The United Nations, including UNDP, will remain a steadfast partner of the Government and people of Bangladesh in the recovery from Cyclone Roanu. We will also continue to work closely with your Government in making Bangladesh a resilient country which can achieve the Sustainable Development Goals, despite growing disaster risks.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Helen Clark

Helen Clark

Her Excellency
Sheikh Hasina
Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh
Dhaka

One United Nations Plaza, New York, NY 10017 Tel: (212) 906 5791 Fax: (212) 906 5778 www.undp.org

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা জাতিসংঘের

২০১৬ সালে ঘুর্ণিঝড় 'রোয়ানু' মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেওয়া পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন ইউএনডিপির প্রশাসনিক প্রধান হেলেন ক্লার্ক। ১৯ মে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে ক্ষতিগ্রস্ত জীবন ও জীবিকার জন্য তিনি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, যারা মারা গেছেন তাঁদের পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা। যে সময়ে বৈশ্বিক নেতারা ইস্তাম্বুলে জাতিসংঘের বিশ্ব মানবিক সামিটের বৈঠক করেছিলেন, বাংলাদেশ তখন আবারও দুর্যোগে তার সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্ধ মিলিয়ন মানুষকে সরিয়ে নেওয়া, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি কমেছে।

নেতৃত্ব ও মানবিকতার জন্য বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত শেখ হাসিনা

রোহিঙ্গা সংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য মানবিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কর্তৃক তাঁকে Mother of Humanity উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

নেতৃত্ব, মানবিকতা ও সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি গ্রহণের জন্য তিনি মর্যাদাপূর্ণ দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন। এগুলো হলো–

- Inter Press Service (IPS) International Achievement Award
- Special Distinction Award 2018 for Leadership.

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় কার্যকর নেতৃত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' হিসেবে সম্মানিত করেছে।

Cyclone Roanu

Helen Clark, UNDP's Administrative Chief, praised Prime Minister Sheikh Hasina's steps in dealing with Cyclone Roanu in 2016. On behalf of the United Nations Development Program (UNDP), she conveyed her deepest condolences to the people and government of Bangladesh for the lives and livelihoods affected by Cyclone Roanu on 19 May. "Our love for the families of those who died and for the victims," she said. By the time world leaders met at the UN World Humanitarian Summit in Istanbul, Bangladesh had once again demonstrated its capability in disaster response. She mentioned that the evacuation of half a million people under the leadership of Sheikh Hasina and various measures taken to reduce the risk of disasters have reduced the damage and loss of life and property in the cyclone.

Sheikh Hasina awarded for leadership and humanity

Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has been termed as the Mother of Humanity by the international media in recognition of her outstanding humanitarian approach in the Rohingya crisis.

She has been awarded with two prestigious international awards for leadership, humanity and prudence.

- Inter Press Service (IPS) International Achievement Award
- Special Distinction Award 2018 for Leadership.

United Nations Environment Programme (UNEP) has honoured the Prime Minister as the 'Champion of the Earth' in Policy Leadership category for her proven leadership in addressing the impacts of climate change.

On 21st September 2016, The UN-Women recognized Prime Minister Sheikh Hasina as "Planet 50-50 Champion" for her outstanding contribution in empowering women. UN Women conferred her the award at a high-level reception at the UN Plaza at the UN Headquarters.

On 21st September 2016, Global Partnership Forum awarded Prime Minister Sheikh Hasina "Agent of Change Award" for her extraordinary contribution to women empowerment. The premier said the honour is recognition for the women of Bangladesh as they are the true agents of change.

On April 9, 2000, Prime Minister Sheikh Hasina received prestigious Pearl S. Buck Award in recognition of her vision, courage, achievements in political, economic and humanitarian fields by Randolph Macon Women's College of USA

On September 14, 2015, United Nations Environment Programme (UNEP) declared Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina as one of the winners of the Champions of The Earth' award in the 'Policy Leadership' category. This award is the highest environmental accolade that the United Nations can confer upon outstanding individuals and organizations. UNEP remarks PM Sheikh Hasina as an outstanding leader on the frontline of climate change.

On 23rd September, 2019, Prime Minister Sheikh Hasina has received the prestigious Vaccine Hero award in recognition of Bangladesh's outstanding success in vaccination to immunise children.

GAVI recognized Bangladesh for best immunization performance among six large populous countries which are eligible for its support this year. Bangladesh has shown leadership in reducing the number of un-immunized children by 52% in last four years.

On 21st November, 2014, Prime Minister Sheikh Hasina has been honored with 'South South Cooperation Visionary' Award of United Nations for her contribution in expanding information technology, ensuring healthcare to grassroots level, improvement of society's distress people through safety net programme and success in poverty alleviation. Sajeeb Wazed Joy, Prime Minister's Advisor on ICT Affairs, received the award on behalf of her.

On September 19, 2010, Prime Minister Sheikh Hasina received this Award in New York from United Nations on behalf of the country for reducing child mortality by 50 percent.

On 28th September 2018, The Inter Press Service News Agency awarded Sheikh Hasina 'International Achievement Award' for her exemplary humanitarian response by giving shelter to more than one million Rohingyas.

On 28th September 2018, The Global Hope Coalition, a network of three not-for-profit foundations based in New York, gave Sheikh Hasina '2018 Special Recognition for Outstanding Leadership award' for her 'farsighted leadership' during the Rohingya crisis.

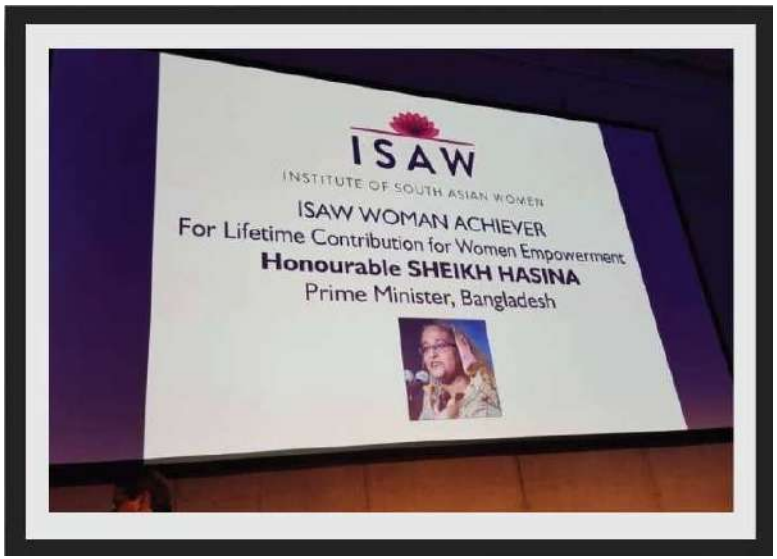

On 8th March 2019, Sheikh Hasina won the award for her outstanding contribution to the field of women empowerment as well as her dynamic leadership in South Asian region.

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

- জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি-মুন গত ১০ জুলাই ২০১৯ এ ঢাকায় জলবায়ু অভিবাসন শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলেন "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ে শেখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উত্তম শিক্ষক।"
- জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে তার আগের প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনাকে 'বাংলাদেশের জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
- জাপান সরকার দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা সংক্রান্ত ২০১৪ সালের White Paper এ বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অন্যদের তা অনুসরণ করতে বলে। প্রতিবেদনে উদাহরণ সহযোগে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির মাধ্যমে মৃত্যুহারসহ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা হয়েছে।
- ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction সংক্রান্ত সম্মেলনে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-কে কার্যকর কর্মসূচি হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্য দেশসমূহকে অনুসরণের সুপারিশ করেন।

International recognitions in disaster management

- Former UN Secretary General Ban Ki-moon said at an international conference on climate migration in Dhaka on July 10, 2019 said, "Bangladesh is our best teacher in disaster risk reduction and climate change adaptation"
- The UN Secretary-General Antonio Guterres referred to Bangladesh's Prime Minister as a committed leader to her people with special reference to her earlier efforts in reducing disaster risks.
- The Government of Japan, in the 2014 White Paper on Disaster Management, praised Bangladesh's disaster risk reduction activities and called on others to follow suit. The report cites examples of Bangladesh's disaster risk reduction programs, especially Cyclone Preparedness Program, which has greatly reduced resource loss, including mortality.
- Hon'ble Prime Minister of India Narendra Modi, at the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction in New Delhi in November 2016, recommended that the Cyclone Preparedness Program (CPP) be followed by other countries at the international level as an effective program.

শেখ হাসিনা

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি

Sheikh Hasina

Notable Quotes on Disaster Risk Management

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বৃক্ষ রোপণ

Tree Plantation by Hon'ble Prime Minister to inspire the new generation

শেখ হাসিনা: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ধারণা প্রদান এবং এর বাস্তবায়নের পথিকৃৎ। ১৯৭২ সালে সিপিপি প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় বাজেটের ১১.৫ ভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ প্রদান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার বলিষ্ঠ আহবান আন্তর্জাতিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে জাতির পিতার পদক্ষেপগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে তাঁর প্রথম সরকারের সময় থেকে বিভিন্ন গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা, ভাষণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রদত্ত রূপরেখা ও পরামর্শ, উদ্ধৃতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে বলিষ্ঠ দলিল। এসকল উদ্ধৃতি এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হলো।

Sheikh Hasina: Notable Quotes on Disaster Risk Management

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the pioneer of the concept of disaster risk reduction and its implementation. The establishment of the CPP in 1972 and the allocation of 11.5% of the national budget for disaster management are the appropriate examples. In his address to the UN General Assembly in 1974, the strong call for establishment for an international organization has made a significant contribution in strengthening disaster risk management.

Sheikh Hasina, the worthy daughter of Bangabandhu, since the formation of her first government in 1996, has taken effective steps in formulating and implementing various constructive plans to take forward the steps of the Father of the Nation in achieving disaster resilience. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has given important instructions, plans, implementation outlines and suggestions at various meetings and seminars on strengthening disaster management at national and international level which are highlighted in this chapter.

১৯৯৮ সালে বন্যাকবলিত মানুষের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রুটি তৈরি কার্যক্রম

Hon'ble Prime Minister's programme to prepare breads for the flood affected people in 1998

"আমরা আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পরে '৯৮ সালে বন্যা হয়, এই বন্যাটা ছিল সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা। প্রায় ৭০ দিনের কাছাকাছি দেশের ৭০ ভাগ এলাকাই পানিতে ডোবা ছিল। ঐ অবস্থায় অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিবিসি অথবা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা অন্যান্য সংস্থা সকলে বলেছিল, এই বন্যায় দুই কোটি মানুষ মারা যাবে। আমরা বলেছিলাম, আল্লাহর রহমতে আমরা একটা মানুষকেও না খেয়ে মরতে দেব না, আমরা সহযোগিতা করব। হাতে তৈরি করা রুটির বিষয়ে আমি যখন খবর দেই, প্রত্যেকটি সেক্টরে সকলে মিলে শুরু করে। আমরা হেলিকপ্টারে করে সে খাবার মানুষের কাছে পৌঁছে দেই। সারা বাংলাদেশে হাজার খানেক লোক বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ, পানিতে ডুবে ও সাপের কামড়ে মারা যায়। এটাও ছিল আমাদের একটি অভিজ্ঞতা যে, আমরা কীভাবে এই বন্যাটা মোকাবেলা করলাম।"

- আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"After Awami League formed government, there was a flood in 1998 , this was the longest lasting flood. About 70 percent of the country was submerged under water for over 70 days. At that time many international organizations like BBC or World Bank or other organizations apprehended that 20 million people will lose their lives in this flood. We said by the grace of Allah we will not allow a single person to die without eating, we will assist. When we gave the direction that we had to make hand-made bread, everyone in every sector started working together, we delivered the food to the people by helicopter. Around one thousand people across Bangladesh died of various diseases including drownings and snake bites. It was also an experience of how we dealt with this flood."

International Day for Disaster Risk Reduction-13 October 2020

"৯৬ মেয়াদে যতটুকু আমরা করে গিয়েছিলাম এর পরবর্তীতে আবারও একই অবস্থা হয়ে যায়। যা হোক দ্বিতীয়বার সরকারে আসার পর থেকে আমরা এই পর্যন্ত যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি তার ফলে আজকে আমরা যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সারাবিশ্বে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস- ১৩ অক্টোবর ২০২০

"আপনারা জানেন ব্রিটিশ আমলে আমাদের চা বাগানের চা শ্রমিকদের চা পাতা তোলার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু তাদের কোন আবাসস্থানও ছিল না। কোন ঠিকানাও ছিল না, কোন দেশও ছিল না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম তাদেরকে নাগরিকত্ব দিয়ে যান এবং যে সংবিধান তিনি আমাদের দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানেও কিন্তু এই অনগ্রসর জনগোষ্ঠী তাদের কল্যাণে কাজ করবার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। আর সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমরা এখন বেদে, *হিজরা* (তৃতীয় লিঙ্গ) থেকে শুরু করে সবাইকেই একটা ঠিকানা দেওয়া, পুনর্বাসন করা সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। আর সেই সাথে আমরা আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলগুলি যেখানে জলোচ্ছ্বাস বা ঘূর্ণিঝড়ে কবলিত, সেখানে ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপণ, সবুজ বেষ্টনী তৈরি করা এবং সেই এলাকার মানুষের বসতিগুলি যেন দুর্যোগ সহনীয় হয় সেই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। পাশাপাশি যাদের ঘরবাড়ি নেই, তাদেরকে আমরা ঘর করে দিচ্ছি এবং সেগুলো আমরা দুর্যোগ সহনীয় করে তৈরি করে দিচ্ছি।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ১৩ অক্টোবর ২০২০

"Whatever we had done in the tenure of '96 reverted to the previous state later. However, the steps we have taken since coming to power for the second time enabled us to set an example in dealing with any disaster."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"The tea laborers were brought in British era to collect tea leaves. But there was no shelter for them to live in. They had no address and no citizenship. The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the first who grant them citizenship. There is also special provision in the constitution for the backward section of the citizens. And following his footsteps, we have now taken measures to rehabilitate everyone including the nomadic snake charmers and *Hijra* (third gender) in the society. At the same time, we are taking measures to ensure the safety for coastal areas, which are prone to tidal surges or cyclones by planting trees on a large scale, creating green belts and making disaster resilient infrastructure in those vulnerable areas. Besides, we are building disaster resilient houses for those who are homeless."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"আজকে আমাদের ৫৪ হাজার স্বেচ্ছাসেবক - আমি খুব আনন্দিত যে আজকে আমাদের মহিলা স্বেচ্ছাসেবকরাও যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে, কাজ করছে সেজন্য আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই যে আমাদের ছেলেরাই শুধু না মেয়েরাও আজকে একসাথে নেমেছে এবং স্বেচ্ছাসেবকের কাজ তারা করে যাচ্ছেন।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"বন্যার সাথে সাথে আমাদের বসবাস করতে হবে, কিন্তু বন্যায় যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেজন্য আমরা ইতোমধ্যে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ নিয়েছি। এই ব-দ্বীপটাকে কীভাবে উন্নত করব, আমরা সে পরিকল্পনাও নিয়ে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। আমরা আমাদের সমস্ত নদীগুলিকে ড্রেজিং করে, খাল, বিল, পুকুর বা জলাধার যেগুলো আছে সেগুলি আবার পুনঃখনন করে সেখানে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"আমাদের এখন ১৬ কোটির উপর মানুষ, তাদের খাবার নিরাপত্তাটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা খরা সহিষ্ণু, লবণাক্ত সহিষ্ণু ধান উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। বন্যা হলে পানিতে ডুবে থাকলেও সে ধান যেন নষ্ট না হয়, সেটা কতদিন পর্যন্ত পানিতে থাকার পরে আবার সেখানে ধান গাছ গজাতে পারে বা ফসল হতে পারে, সেই দিকেও আমাদের গবেষণা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা গবেষণায় কিন্তু আমাদের সাফল্য আছে।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"Currently we have 54,000 volunteers - I am very happy that even our female volunteers are playing a significant role. I congratulate our girls for coming as volunteers together with the boys."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"We have to live with the floods, but we have to take special care not to be affected by the floods. That's why we have already adopted Delta Plan-2100. We have also started implementing the plan on how to improve the delta. We are dredging all our rivers, re-digging canals, beels, ponds or reservoirs so that they can contain enough water,"

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"We have now over 160 million people, and ensuring food security for them is the most important thing. Our agricultural scientists have achieved of great success. We have been able to produce drought and salinity tolerant rice. We are doing research on ensure survival of the rice in the submerged condition for longer time. And we have success in every research."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর সম্প্রসারণ
Expansion of coastal green belt to reduce climate change and disasters risk

"উপকূলীয় অঞ্চলগুলি যদি আমরা ম্যানগ্রোভ তৈরি করে সবুজ বেষ্টনী করে দিতে পারি তাহলে জলোচ্ছ্বাস থেকে কিন্তু আমাদের দেশ অনেক রক্ষা পাবে। পাশাপাশি আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্যও রক্ষা পাবে এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"If we can grow mangroves and green belts in the coastal areas, our country will be much protected from the tidal wave. At the same time, our ecological balance will be maintained, and targeting this we are taking various steps."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"আমরা যে সাইক্লোন শেল্টারগুলি তৈরি করছি সেগুলি মাল্টিপারপাস। সেখানে স্কুল হতে পারে, অফিস হতে পারে। আর যখন সাইক্লোন হবে তখন সেখানে মানুষকে শেল্টার দেওয়া হবে। এবারে যখন আম্ফান নামে ঘূর্ণিঝড় এলো আমরা ২৪ লক্ষ মানুষকে তার ঘরবাড়ি থেকে নিয়ে এসে সেখানে শেল্টার দিয়েছি। এত মানুষ কোন দেশ বোধ হয় এভাবে পারবে না, কিন্তু বাংলাদেশ পেরেছে। আমরা পারি।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"২০১৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় 'গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন' সভায় জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন দুর্যোগ প্রতিরোধে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্ব অভিযোজন কেন্দ্র ঢাকা অফিস স্থাপনের ঘোষণা দেন। এর প্রেক্ষিতে গত মাসে গ্লোবাল অ্যাডাপটেশন সেন্টারের কার্যালয় আমরা স্থাপন করেছি। আজকে আন্তর্জাতিক শুধু স্বীকৃতি না, বাংলাদেশ পথ দেখাতে পারছে যে কীভাবে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করা যায় এবং মানুষকে সাথে নিয়ে কীভাবে করতে হবে, সেটাও আমরা করে যাচ্ছি।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"The cyclone shelters we are building are multipurpose. They can be used as schools, offices and when there is a cyclone people would be facilitated to take shelter there. This time when the cyclone 'Amphan' was about to strike , we evacuated 2.4 million people and gave them shelter there. I think no country can do in this way but Bangladesh has done it. So we can."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"At the Global Commission on Adaptation meeting in Dhaka on July 2019, former UN Secretary General Ban Ki-moon announced to establish the Global Adaptation Center in Dhaka in recognition of Bangladesh's success in disaster prevention. In this context, we have set up the office of the Global Center on Adaptation last month. Today, not only the international recognition, Bangladesh has also been able to pave the way to deal with this disaster with the support of people, and we are doing that as well."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ করে ছোট ছোট আইল্যান্ড, দ্বীপ অঞ্চল- যদি একটুও সাগরে পানি বেড়ে যায় সেসব দেশগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আবার আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাহলে এই মানুষগুলি যাবে কোথায়? তাদের জায়গা কোথায় হবে? কাজেই এগুলি আমাদের মোকাবেলা করার পদক্ষেপ এখন থেকেই নিতে হবে এবং আমরা তা নিয়ে যাচ্ছি।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"আমরা ইতিমধ্যেই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার কাজও শুরু করেছি, যাতে যে কোন দুর্যোগ আসলেই সেখান থেকে যেন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারি সেই পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"পূর্ব সতর্কীকরণ ও দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য তৃণমূল পর্যায়ে দ্রুততার সঙ্গে সকলকে অবহিত করার জন্য জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি) স্থাপন করা হয়েছে।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"As a result of climate change and sea level rise many countries, especially the small islands, will disappear. Our coastal areas will also be affected. Then where will these people go? Where will they take refuge? Therefore, we have to take steps to deal with the challenges now and we are taking accordingly."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"We have already started constructing an Emergency Operations Center for disaster management so that we can take action to deal with any disaster there from."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"The National Disaster Management Coordination Center (NDRCC) has been set up to expedite our grassroots activities and disseminate early warning and disaster information to all."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"সচেতনতামূলক কর্মসূচির আওতায় ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড সমেত প্রস্তুতিমূলক মহড়া দিয়ে আমাদের যারা ভলান্টিয়ার, তাদেরও যেমন মানে ট্রেনিং হবে পাশাপাশি সকল মানুষকেই কিন্তু এই দুর্যোগ কীভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে, সে ব্যাপারেও সচেতনতার সৃষ্টি করতে হবে। স্কুল থেকেই আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এই শিক্ষাটা দিতে হবে।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমি আশাকরি দুর্যোগে যে কোন অবস্থা আমরা মোকাবেলা করতে পারব এবং বাঙালি পারে, বাংলাদেশের মানুষ পারে এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"Under the awareness program, our volunteers should be trained through mock drills for tackling earthquakes, cyclones and fires incident and all the people should be made aware to deal with the disasters. Our children should be taught about disasters in schools and other educational institutes."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"We are utilizing the experience of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I hope we can deal with any disastrous situation and I firmly believe that Bangalis can, the people of Bangladesh can."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

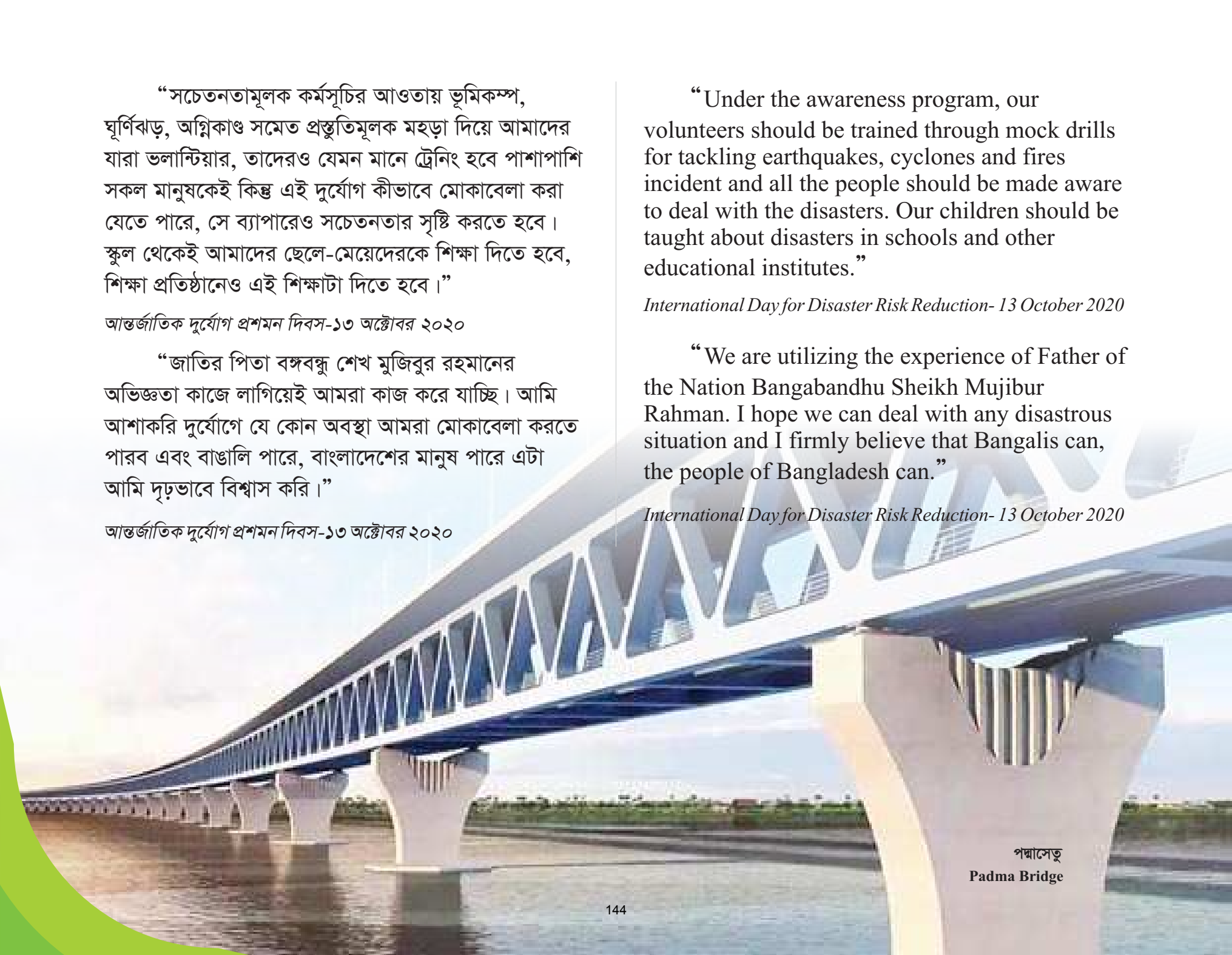

পদ্মাসেতু
Padma Bridge

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে শেখ হাসিনা সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

Sheikh Hasina's Govt. has firm determination to promote renewable energy

"জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে এটা আমাদের সিদ্ধান্ত যে একটি মানুষও ভূমিহীন থাকবে না, গৃহহীন থাকবে না। আমি জানি যে এবার বন্যাটা খুব ব্যাপকভাবে আমাদের নদীভাঙন সৃষ্টি করেছে। এই নদীভাঙনের কারণে বহু মানুষ গৃহহারা হয়ে গেছে। কিন্তু এটা আমার নির্দেশ রয়েছে যে যারা গৃহহারা প্রত্যেককে ঘর তৈরি করে দিতে হবে, যাদের ভিটামাটি নাই চলে গেছে, তাদের জমি কিনে ঘর তৈরি আমরা করে দিব।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"On the birth centenary of the Father of the Nation, it is our decision that not a single citizen will be landless or homeless. I know that this time the flood has caused river bank erosion at a great scale. Many people have become homeless due to the river erosion. But it is my instruction that everyone who is homeless should have a house, those who do not have any land left, we will buy land and build house for them."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"মোবাইল ফোন এক সময় কারো হাতে ছিল না," ৯৬ সালে এসে এটা আমরা উন্মুক্ত করে দেই। একেবারে প্রত্যেকের হাতে হাতে মোবাইল ফোন। সারা বাংলাদেশে আমরা ডিজিটাল সেন্টার তৈরি করে দিয়েছি। সেখান থেকে মানুষ সেবা নিতে পারছেন। অর্থাৎ, আমরা স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণ করেছি, দ্বিতীয়টাও আমরা করব। ঠিক এভাবে দুর্যোগের পূর্বাভাস থেকে শুরু করে তাদেরকে সুরক্ষিত করার সব রকমের পদক্ষেপ কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার নিয়েছে এবং এটা অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতেও সকলে এটা অনুসরণ করে যাবেন।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"ইতোমধ্যে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনকে প্রাধান্য দিয়ে "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" প্রণয়ন করেছি। এ মহাপরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট বিনিয়োগের ৩৫ শতাংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীভাঙন রোধ, পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নাব্যতা বৃদ্ধির খরচ হিসেবে ধরা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে আমরা ৫১০ কিলোমিটার নদী ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা নিয়েছি। গ্রীষ্মকালে সেচের পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ, ৪ হাজার ৮৮৩ কি.মি. খাল খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, সংস্কারসহ নানাবিধ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"Mobile phones were not available at one time, we made it open for all in '96. Now everyone has a mobile phone. We have set up digital centers all over Bangladesh. People can take services from there. We have launched the satellite Bangabandhu-1, we will launch the second one as well. In this way, the Awami League government has taken all the steps to protect people, starting from disaster forecasting, and we will continue to do so, and everyone will follow the suite in the future as well."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"In the meantime, we have formulated the "Bangladesh Delta Plan 2100" with a focus on mitigating climate change and disaster induced damage. In the first phase of this master plan, 80 projects have been proposed. About 35 percent of the total investment has been earmarked for flood control, prevention of river erosion, increase in water holding capacity and increase in navigability. By 2022, we have planned to dredge 510 km of river. The measures including the construction of reservoirs to conserve irrigation water in summer, 4,883 km canal excavation, construction and renovation of flood control dams have been undertaken."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে আমরা আশাবাদী। জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু সংবেদনশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় আমরা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।"

"বাংলাদেশ বন্যা এবং অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলায় দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য দেখিয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা শস্য-নিবিড়করণ প্রযুক্তি এবং বন্যা-প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছি। এ বছর বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে যে ব্যাপক বন্যা আঘাত হেনেছে আমরা তা সফলভাবে মোকাবিলা করেছি।"

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশন, জাতিসংঘ সদর দপ্তর, নিউ ইয়র্ক, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

"We are optimistic about the implementation of the Paris Agreement to ensure climate justice. At the national level, we have taken effective initiatives to address the adverse effects of climate change, with a focus on climate sensitivity."

"Bangladesh has shown exemplary success in dealing with floods and other disasters. In order to achieve self-sufficiency in food, we have developed crop-intensive technology and submergence tolerant crop varieties. We have successfully dealt with the massive floods that have hit Bangladesh and other South Asian countries this year."

72nd Session of the United Nations General Assembly, UN Headquarters, New York, 21 September 2017

"২০১২ সালে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করি। এই আইনের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন করেছি, যা দুর্যোগ মোকাবিলা, ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুহারা মানুষের দুর্দশার বিষয়গুলো আমলে নিয়ে ২০১৫ সালে একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করি এবং জাতীয় রেজিলিয়েন্স কর্মসূচি গ্রহণ করেছি, যা সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ও এসডিজি'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবকল্যাণের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে তিনি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। তিনি ঘূর্ণিঝড় থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় ১৭২টি 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণ করেন। তিনি তৎকালীন লীগ অব রেডক্রস-এর সহায়তায় ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় সাইক্লোন প্রস্তুতি কর্মসূচি গ্রহণ করেন।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"হেরিংবোন বন্ড রাস্তা, সেতু/কালভার্ট, বন্যা

"In 2012, we enacted the Disaster Management Act. Under this Act, we have set up the Department of Disaster Management, which is making a significant contribution to disaster management, risk reduction and management. We drafted a strategy in 2015 to address the plight of the Internally Displaced People (IDPs) due to climate change and adopted the National Resilience Progamme keeping in line with the Sendai Framework and the SDGs."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"Bangabandhu was unparallel example of human welfare. In Bangladesh, he is a pioneer in the formulation of disaster risk reduction programs. He built 172 'Mujib Killa' (earthen mound) to save the lives and property of the people from the cyclone. He initiated the Cyclone Preparedness Program (CPP) in 1972 with the help of the then League of Red Cross to reduce the risk of cyclone."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

আশ্রয়কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং ৬৪টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। 'দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ' কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং এতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংগঠনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে বিল্ডিং কোড ও অন্যান্য নিরাপত্তা নিয়ম মেনে অবকাঠামো নির্মাণের আহ্বান জানাই। উৎসুক জনতার ভিড়ের কারণে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। তাই দুর্ঘটনাস্থলে অযথা ভিড় না করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্ধারকর্মীদের এ কাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"Construction, renovation and development of Herringbone Bond Road, Bridge / Culvert, Flood Shelter, Cyclone Shelter and 64 District Relief Warehouse cum Disaster Management Information Centers are in progress. The construction of 'disaster resilient house is underway. The volunteer training programs have been launched including the persons with disabilities and their organisations."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"In order to reduce the damage caused by earthquakes and fires, I urge the people to build infrastructure in compliance with building codes and other safety regulations. Firefighting and rescue operations are severely hampered by the crowds of curious people. Therefore, I urge the people to cooperate the trained rescue workers to do their jobs smoothly by not creating unnecessary chaos and brawl at the site of incident."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

"আজকে সত্যি আমার জন্যে একটা আনন্দের দিন। কারণ এদেশে যারা সব থেকে বঞ্চিত মানুষ, যাদের কোন ঠিকানা ছিল না, ঘরবাড়ি নেই, আজকে তাদেরকে অন্তত একটা ঠিকানা, মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই করে দিতে পারছি। তার কারণ এদেশের মানুষের জন্যই কিন্তু আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন।"

"জাতির পিতা স্বাধীনতার পরপরই গৃহহারা মানুষকে ঘর দেবার জন্য গুচ্ছগ্রাম পরিকল্পনা হাতে নেন এবং তিনি নিজে সেই নোয়াখালীর চরাঞ্চলে যান এবং সেখানে তিনি এই গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে আসেন।"

"মুজিববর্ষে আমাদের লক্ষ্য, একটি মানুষও ঠিকানাবিহীন থাকবে না, গৃহহারা থাকবে না। যতটুকু পারি হয়তো আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে তাই হয়তো সীমিত আকারেও আমরা করে দিচ্ছি। এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।"

---মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠান, ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি ২০২১

"Today has been a joyous day for me, because the most deprived people in this country, who had no address, no home, I have managed to give them today at least an address, a place to live in for whom my father Bangabandhu Sheikh Mujib had struggled through out his life."

"Soon after the independence, the Father of the Nation initiated the *Gucchogram* (Cluster Village) plan to provide houses to the homeless and he himself went to the Noakhali char area and laid the foundation stone of the *Gucchgram* Project there."

"Our goal in the Mujib year is that not a single person will remain homeless. We have limited resources, but we are doing at our best. The only goal of my father Bangabandhu Mujib was to change the destiny of the people of this country."

Inauguration Ceremony of Providing Land and Housing to Landless and Homeless Families on the Occasion of Mujib Year, Dhaka, 23 January 2021

"জলবায়ু পরিবর্তনের নানা প্রভাবসহ বাংলাদেশে খরায় পানির সঙ্কট এবং বন্যা, জলোচ্ছ্বাসসহ নানা দুর্যোগে অঢেল পানির অপচয়ও হচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। এতে শুকনো মৌসুমে এখই পানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। জাতির পিতার উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- 'উন্নয়ন হবে দেশীয় পদ্ধতিতে কিন্তু মান হবে আন্তর্জাতিক'। তাঁর দেখানো পথেই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আমরা দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েছি। এক্ষেত্রে আমরা ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থিত পানির সংরক্ষণ ও ব্যবহার উপযোগী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি।"

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ ৬ (এসডিজি-৬) বাস্তবায়নে আয়োজিত, জাতীয় কর্মশালা উদ্বোধন অনুষ্ঠান, ২০ নভেম্বর ২০১৬

"জলবায়ু পরিবর্তনের অবস্থা মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। আমরা সবগুলো বড় নদী ক্যাপিটাল ড্রেজিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফলে নদীগুলোর স্বাভাবিক গতি বজায় থাকবে, নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে, ডুবে যাওয়া কৃষি জমি পুনরুজ্জীবিত হবে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে একটি জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করেছি। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তাও অত্যন্ত জরুরি।"

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

"Together with the numerous effects of climate change, Bangladesh suffers from water crisis due to drought and a lot of water is of no use during disasters including flood and tidal surge. The groundwater level is going down. As a result, water is becoming scarce in the dry season. The development vision of the Father of the Nation was- the development activities will be conducted following the domestic system but the standard will be international. Following his footsteps, we have taken into account the overall water resource management of the country. In this case, we have put special emphasis on reducing the use of groundwater and conserving and making surface water useable."

Inauguration of National Workshop for Sustainable Development Goal-6 (SDG-6) Implementation, 20 November 2016

"Bangladesh is working to tackle climate change. We have decided to go for capital dredging in all the big rivers. It will ensure regular flow of rivers, water retaining capacity will be increased, floods will be controlled, and submerged agricultural lands will be revived. We have introduced a climate change fund with our own resource. At the same time the support of the international community is also essential."

70th Session of the UN General Assembly, 30 September 2015

"আমরা একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে বসবাস করছি। আসুন, আমরা একে অপরের দায়িত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনার অংশীদার হই। ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী রেখে যাই।"

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

"১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরে মারা যায় ৩ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ। ২০০৯ সালের মে মাসে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সাইক্লোন আইলার প্রভাবে ১৯০ জনের মত মানুষ মারা যায়। আর ২০১৯-এর মে মাসে বয়ে যাওয়া সাইক্লোন ফণীতে মারা যায় ১০ জন।"

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-১৩ অক্টোবর ২০২০

"We live in a world that is changing fast. Let us compliment each other's responsibilities, problems and possibilities. We want to leave a beautiful world for future generations."

70th Session of the UN General Assembly, 30 September 2015

"Cyclone 1991 killed about hundreds of thousands people. Cyclone Sidr in 2007 killed more than 3,400. In May 2009, Cyclone Aila killed some 190 people in the southwestern part of the country. And in May 2019, 10 people died in the cyclone Fani."

International Day for Disaster Risk Reduction- 13 October 2020

শেখ হাসিনা

দিন বদলের রূপকার

Sheikh Hasina

The Change Maker

ওআইসি পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ৪৫তম সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina in the 45th Session of the OIC Council of Foreign Minsters

শেখ হাসিনা: দিন বদলের রূপকার

জাতির পিতার দেখানো পথে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা যাঁর অনন্য সাধারণ নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে 'রোল মডেল'। সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনা ও এর সফল বাস্তবায়ন। তাঁর দিকনির্দেশনায় টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জনে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শেখ হাসিনার সরকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে সরকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ দেশের সকল মানুষকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শেখ হাসিনার সার্বিক নেতৃত্বে 'Whole of Society Approach' নীতিতে দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি অনুসরণীয় 'Change Maker' হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন।

শেখ হাসিনা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের পর পরই বাবার মতো ছুটে গিয়েছেন দুঃখী মানুষের পাশে। কবি মহাদেব সাহার কবিতার ছত্রের মতো, 'শুধু জানি পিতার মতই তাঁরও বুক জুড়ে/এই দেশের মানচিত্র।'

প্রধানমন্ত্রী হওয়ারও বহু আগেই দুর্যোগে, দুঃসময়ে কাতর সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৯৮ সালে দীর্ঘস্থায়ী প্রলয়ংকরী বন্যার সময় তিনি কোটি কোটি মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার যে অভাবনীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৌরবোজ্জল ইতিহাস। আর মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদের প্রতিফলন পাওয়া যায় ২০১৭ সালে, যখন প্রায় এগারো লাখ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষ মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের সীমান্তে ঢুকে পড়ে। আজ পর্যন্ত তিনি তাদের মায়ের স্নেহে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সারাবিশ্ব তাঁর মানবিক নেতৃত্বের প্রশংসায় মুখর।

Sheikh Hasina: The Change Maker

Following the footsteps of the Father of the Nation, Bangladesh, under the visionary and extraordinary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, is now a 'Role Model' in Disaster Management Internationally. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina's prudent plan and its implementation is the driving force behind this success.

Following her directives, the disaster risk management has been incorporated in all development plans including five-year plans, Bangladesh Delta Plan-2100 and all national strategies Plan to achieve the Sustainable Development Goals.

Sheikh Hasina's government is firmly determined to achieve the Sustainable Development Goals by 2030. To this end, we are implementing various programs in natural disaster management including all the people of the country irrespective of men, women and persons with disabilities in development activities. Under the leadership of Sheikh Hasina, the culture of disaster management has developed in the country with the principle of 'Whole of Society Approach'. She is being considered as the 'Change Maker' should be followed nationally and internationally.

Sheikh Hasina rushes to the distressed people after each and every flood and cyclone in the country. It is like the verse of poet Mahadev Saha, "I just know that she also belongs the map of the country so did her father."

Well before taking the office of the Prime Minister, she used to stand beside the vulnerable communities affected by natural disaster in different parts of the country. During the protracted catastrophic flood of 1998, she undertook the unprecedented initiative to feed and provide clothes to the millions affected by flood and that has been a part of glorious history in our disaster management.

তাঁর মানবিক কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ ও বিশ্বের নানা সংগঠন শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন পুরষ্কারে সিক্ত করেছে। প্রয়াত বুদ্ধিজীবী মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম লিখেছেন, 'শেখ হাসিনা একাধারে শান্তির দূত, উন্নয়নের উজ্জ্বল প্রতীক, নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত, বিশ্বের সেরা চিন্তাবিদদের একজন, দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমিক নির্মোহ রাজনীতিক।'

তিনি বিশ্ব পরিমণ্ডলে মেধা, সাহসিকতা, মানবিকতার মূল শক্তি হয়ে উঠেছেন। ব্রিটিশ পত্রিকার ভাষ্যমতে তিনি 'মাদার অব হিউমিনিটি'। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষ মিয়ানমার নাগরিকদের বিষয়ে গার্ডিয়ান পত্রিকায় বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যে বিশাল মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিরল।"

২০১৩ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হোসে ম্যানুয়েল সান্তোষ শেখ হাসিনাকে 'বিশ্বমানবতার বিবেক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী কৈলাস সত্যার্থী শেখ হাসিনাকে 'বিশ্বমানবতার আলোকবর্তিকা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. কৌশিক বসুর ধারণা এশিয়া মহাদেশের সাফল্যের এক অসাধারণ গল্পের নাম হবে বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দূরদর্শী বলেই আমাদের স্বপ্ন দেখাতে পারেন যে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশে রূপান্তরিত হবে। কেননা তিনি যে সত্যি বিশ্বাস করেন আমাদের 'যেতে হবে অনেক দূর'। আর তাঁর এই চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশ 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০'-এর কৌশলসমূহে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলার জন্য তিনি চর, হাওর, উপকূল, নদীর মোহনা, বরেন্দ্র অঞ্চল, নগরাঞ্চলের মতো দুর্যোগ 'হটস্পট'গুলোর উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। নদীর সঙ্গে বসবাসের জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ উপযুক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাতেই বোঝা যায় তাঁর দৃষ্টি কত দূরে।

Her genuine compassion for the distressed peoples was reflected when more than one million forcibly displaced Myanmar nationals entered the country crossing the border in 2017. She extended all out support to the FDMN with her maternal affection. Her tremendous humanitarian leadership is being lauded all over the world.

In recognition of her extraordinary humanitarianism , Sheikh Hasina has received dozens of prestigious awards from various organizations around the world including United Nations. The late intellectual Mustafa Nurul Islam said , "Sheikh Hasina is at a time an ambassador of peace, a shining symbol of development, an exemplary leader in the field of leadership , one of the best thinkers in the world, a true patriot as well as an indomitable politician.'

Gradually she has become a major force of talent, courage and humanity in the world. According to British Newspaper she is the, 'Mother of Humanity'. The Guardian commented on her initiative for forcibly displaced Myanmar national, 'The tremendous generosity shown by the Prime Minister of Bangladesh is rare in the world'.

Noble peace laureate Colombian President Jose Manuel Santos, has called Sheikh Hasina a "Conscience of World Humanity." Another Nobel Peace Prize laureate Kailash Satyarthi has referred to Sheikh Hasina as the 'Beacon of World Humanity'.

The former chief economist of World Bank and the Professor of Cornell University, Dr. Kaushik Basu thinks that Bangladesh will be the name of a story of extraordinary success in Asia by the unprecedented leadership of Sheikh Hasina. The daughter of Bangabandhu, Sheikh Hasina as a visionary leader made us the believe the dream of transforming Bangladesh into a developed nation by 2041. She truly believes in 'A Long Way to Go'. Her thoughts are reflected in the strategies of the 'Bangladesh Delta Plan-2100'. In order to address the negative effects of climate change, she has taken initiatives to develop identified disaster hotspots such as Chars, Haors- Baors, Coasts, Estuaries, Barind

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনে দিনে রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বনেতায় পরিণত হয়েছেন। জনমানুষের নেতা হতে হলে যে রাজপথের কর্মী হতে হয়, তা তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি নতুন নতুন নেতৃত্ব তৈরি করে চলেছেন। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ভিন্ন ভিন্ন ধারার নেতৃত্বের মাধ্যমে উন্নয়নের বিবিধ ধারাকে একত্রিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। করোনার মতো মহামারী নিয়ে সারাবিশ্ব যেখানে কর্মকৌশল নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে শেখ হাসিনা তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলিতে সফল হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় ফোর্বস ম্যাগাজিন করোনা মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেছে। করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি তিনি। তার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশলকে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম 'প্রশংসনীয় উদ্যোগ' হিসেবে উল্লেখ করেছে।

'আমার গ্রাম, আমার শহর'- এ নতুন ধারণার মাধ্যমে একজন সাধারণ ভিক্ষুক থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১-এর মতো দূরদর্শী ভাবনা তাঁর চিন্তাধারা থেকেই উৎসারিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদরের কন্যা ধীরে ধীরে কর্মী থেকে নেতা, নেতা থেকে দেশরত্ন, দেশরত্ন থেকে বিশ্বনেতায় পরিণত হয়েছেন।

areas and Urban areas. The fact that she has taken steps to conduct appropriate activities including capital dredging which shows her prudence.

Prime Minister Sheikh Hasina has turned into global leader surpassing the border of her own country. Its a learning for all, only after many sacrifices one can become a leader of the people. Including disaster management, she constantly strives to create new leaderships in every development sector. Its main objective is to accelerate economic development by integrating different streams of development through different levels of leadership. Sheikh Hasina has succeeded in adopting strategies for COVID 19 pandemic by virtue of her exemplary leadership, where most of the leaders in the world are struggling.

US based popular Forbes magazine praised Bangladesh's role in tackling Corona under Sheikh Hasina's leadership. She didn't make mistake to take quick decision to deal with Corona. The World Economic Forum has termed her decision-making strategy as a 'commendable initiative'.

She is working to increase employment opportunities and social status from beggar to all classes of people by implementing the new concept named 'Our Village, Our Town'. Vision 2021 and Perspective Plan 2041 are sprung from her far-sighted thoughts.

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় তাঁর সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মান 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭ সালে সিঙ্গাপুরভিত্তিক গবেষণা সংস্থা দ্য স্টাটিস্টিকস ইন্টারন্যাশনাল নিজেদের করা জরিপের ভিত্তিতে শেখ হাসিনাকে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ধারণা তিনিই সূচনা করেছেন, যার মাধ্যমে তৃণমূল মানুষের কাছে উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদানকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। রাজধানী এবং রাজধানীর বাইরে, বিশেষ করে শিল্প ও বাণিজ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে বিবেচনায় এনে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন, আইটি পার্কসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে।

মেগা প্রকল্পে নতুন নতুন ধারণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাশীলতা থেকে উৎসারিত হয়ে আজ সফল হতে চলেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, অসংখ্য ফ্লাইওভার, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিটসহ নানামুখী উদ্যোগ।

চিকিৎসাসেবাকে গণমানুষের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার ধারণা শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি থেকে এসেছে। এর ফলে শতভাগ শিশুকে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এনে শিশু মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৩ বছরে।

Gradually, the beloved daughter of Bangabandhu has turned from a worker to a leader, a leader to a national leader and a national leader to a global leader.

In recognition to Bangladesh's far-reaching initiatives to address climate change, Prime Minister Sheikh Hasina has been awarded the UN's highest environmental accolade the 'Champions of the Earth'. The Statistics International, a Singapore-based research organization recognized Sheikh Hasina as the second-best Prime Minister in the world based on their own survey.

She is the first to give us the idea of social safety net which facilitates the presence of various elements of development to the grassroots people. Under her proficient leadership, various mega projects including the formation of special economic zones and IT parks are being implemented in and outside of the capital, with special consideration to the important areas in terms of industry and trade.

The innovative ideas emanating from her thoughts, we are on the way of being successful. These include Padma Bridge, Metro Rail Transit (MRT), Elevated Expressway, numerous Flyovers, Bus Rapid Transit (BRT) and many other diverse development initiatives.

The idea to set up community clinics and union health centers for bringing medical services to the doorsteps of the mass people have come from the innovative thoughts of the Sheikh Hasina. As a result, the infant mortality rate has been reduced by bringing one hundred percent children under health care facilities. Now the average life expectancy of people reached to around 73 years.

বঙ্গবন্ধুর গড়া বাংলাদেশকে তাঁরই কন্যা আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর পথ তৈরি করে দিয়েছেন। শেখ হাসিনা এখন শুধু বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের রূপকারই নন, সারাবিশ্বের মানুষের দিন বদলের স্বপ্নসারথি। পরিবর্তনের আদর্শ রূপকার।

Sheikh Hasina, the worthy daughter of Bangbandhu, has paved the way for Bangbandhu's Bangladesh to hold head high in the world. She is now not only a symbol of changing the destiny of Bangladeshi people as an agent of change for the world. In other word she is an ultimate ideal change maker.

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
Ministry of Disaster Management and Relief

www.modmr.gov.bd
E-mail: info@modmr.gov.bd